নগ্ন পুতুল

জ্যাকেলিন সুশান

শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

নগ্ন পুতুল

জ্যাকোলীন সুশান

ভাষান্তর : ইমরান মাহমুদ

দাম : তিন টাকা

অ্যানি ··· নিউ হ্যাভেনের একটা ছোট্ট হোটেল ঘরে কর্কশ আলোর উজ্জলতায় নগন হয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে ও ···বুঝতে পারছে না কি করবে। তবে কি আমেরিকায় কুমারী থাকা নিজের অযোগ্যতা···। কিন্তু ওঁকে এ সমাজের যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে। ····' ভালোবাসা দাও লিয়ন···তুমি আমার হয়ে যাও ·· আমি আর কিচ্ছুটি চাইবো না,'·· দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে প্রথম মুহূর্তের যন্ত্রণাটুকু।

জেনিফার ·প্রথম রাত্রে বান্ধবী মারিয়ার প্রস্তাবে চমকে উঠেছিলো। কিন্তু মারিয়া ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝালো, এতে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই। লাজুক হাতে নিজের পোষাক খুলে ফেললো জেনিফার। ওর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেয় মারিয়া, নিবিড় পুলকে ওর সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে···

স্কচের গ্লাস হাতে নিয়ে এলোমেলো পায়ে বাথরুমে গিয়ে একটা লুকোনো শিশি বের করে নিলো নীলি। মাত্র ছ'টাই আছে। ছটাই দ্রুত গিলে নিলো ও।···

মিষ্টি প্রেম, বিচিত্র সেক্স আর ভয়ঙ্কর ড্রাগস আসক্তি— ত্রয়ী স্বাধের একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'ভ্যালি অফ দ্য ডল্স্'।

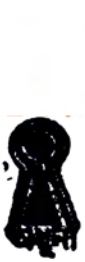

ইউরোপ ও অ্যামেরিকা - দুই মহাদেশে রেকর্ড বিক্রি-কৃত বই এটি।

অধুনার আরও কয়েকটি প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস

মকর ক্রান্তি/হেনরী মিলার/আবু কায়সার	১৭.০০/২৬.০০
কর্কট ক্রান্তি (২য় মুদ্রন) ঐ ঐ	২০.০০
সেক্সাস (২য় মুদ্রন) ঐ ঐ	২৩.০০
নেক্সাস ঐ ঐ	১৮.০০
সোনালী শিখর/হ্যারল্ড রবিন্স/কয়সল ফারাবী	১৮.০০
কিশোরী প্রেম (২য় মুদ্রন)/ ঐ /জাবেদ ইকবাল সিদ্দিকী	১৮.০০
শুভরাই সিন্ডি/জাবেদ ইকবাল সিদ্দিকী	১৯.০০
লোনলী লেডী/হ্যারল্ড রবিন্স/আবু কায়সার	১৯.০০
নেভার লাভ/হ্যারল্ড রবিন্স/হুমায়ুন মাহমুদ	২০.০০

সচিত্র পৌরাণীক কাহিনী—

হেলেন অব ট্রয়/হোমার/কয়সল মোকাম্মেল	১৫.০০

শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

নগ্ন পুতুল

জ্যাকেলিন সুশান
ভাষান্তরঃ ইমরান মাহমুদ

অধুনা

অধুনা পেপারব্যাক
প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস

প্রকাশ কাল
মার্চ ১৯৮৮
কাহিনী : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশক :
অধুনা প্রকাশনের পক্ষে
ফরিদ আহমেদ
২০ শেখ সাহেব বাজার
আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫
মুদ্রন :
সুরমা আর্ট প্রেস
আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
ফরিদ আহমেদ
দাম : ২০.০০ টাকা
পরিবেশক :
কারেন্ট বুক সাপ্লাই, ৯০ নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ডানা পাবলিশার্স বাংলাবাজার ঢাকা। মিশুক প্রকাশনী চট্টগ্রাম, এছাড়ও দেশের সর্বত্র লাইব্রেরী, ম্যাগাজিন কর্ণার ও বুকস্টল সমুহে পাওয়া যায়।

১

অ্যানি তার স্বপ্নের শহর নিউইয়র্কে পৌঁছলো সেপ্টেম্বরের এক দুপুরবেলা। প্রচণ্ড গরম। শহরটার নীচে কেউ যেন হাজারটা গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রেখেছে। তবুও অ্যানি স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেললো। লরেন্সভিল ছেড়ে শেষ পর্যন্ত এই চির আকাঙ্খিত শহরটাতে যে পৌঁছতে পেরেছে সেটাই মস্ত পাওয়া। গরম? তাতে কি? এই মুহূর্তে নিউইয়র্কে নরকের আগুন ছড়িয়ে পড়লেও অ্যানির কিছু যায় আসেনা।

বর্মনানির সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মেয়েটি মৃদু হেসে বললো, 'সমস্ত ভালো ভালো সেক্রেটারীরাই প্রতিরক্ষা দপ্তরে বেশি মাইনের কাজ নিয়ে চলে গেছে। কাজেই কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও, কাজ আপনি নির্ঘাত পাবেন। কিন্তু সত্যি বলতে ভাই, আপনার মতো দেখতে হলে আমি সোজা জন পাওয়ারস কিংবা কনোভার-এ চলে যেতাম।'

'তাঁরা কারা?' অ্যানি প্রশ্ন করলো।

'ওঁরা শহরের সব চাইতে সেরা মডেলিং এজেন্সীগুলো চালান। আমার তো মডেলিং করারই ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু আমি যে বড্ড

বেঁটে আর যথেষ্ট রোগা পাতলাও নই। আপনার মতো চেহারাই ওঁরা খোঁজেন।'

'তার চাইতে আমার বরং কোন অফিসেই কাজ করার ইচ্ছে,' বললো অ্যানি।

'বেশ, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি পাগলামো করছেন।' অ্যানির হাতে কয়েক টুকরো কাগজ তুলে দেয় মেয়েটি, 'এই যে, এগুলোর সব কটাই ভালো। তবে প্রথমে আপনি হেনরি বেলামির কাছে যান, উনি নাট্যমঞ্চ সম্পর্কিত অ্যাটর্নি। ওঁর সেক্রেটারী সবে মাত্র কিছুদিন হলো জন ওয়াল্‌শকে বিয়ে করেছে।' অ্যানির অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন ঘটলো না দেখে মেয়েটি বললো, 'এখুন আবার বলে বসবেন না যেন যে আপনি জন ওয়ালশের কথা কোনদিনও শোনেন নি। উনি তিন তিনটে অস্কার জিতেছেন— তাছাড়া এই তো, আমি কোথায় যেন পড়লাম, উনি ওঁর পরিচালনায় ছায়াচিত্রে অভিনয় করানোর জন্যে গার্বোকে অবসর জীবন থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।'

অ্যানির মৃদু হাসি মেয়েটিকে আশ্বস্ত করলো, জন ওয়ালশকে ও আর কোনদিনও ভুলবে না।

'এবারে আপনি কোন্ ধরনের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, সেটা একটু বুঝে নিন,' মেয়েটি ফের বলতে থাকে। 'বেলামি অ্যাণ্ড বেলোস্ একটা সত্যিকারের বড়ো অফিস। সমস্ত বড় বড় মক্কেলদের নিয়ে ওদের কাজকারবার। শীঘ্রিই

আপনি একটি সতেজ পদার্থকে কব্জা করে ফেলবেন।'

'সতেজ··· কি ?'

'পুরুষ মানুষ···চাই কি একটি বরও জুটিয়ে ফেলতে পারেন।'

অ্যানির দরখাস্তের দিকে ফের তাকায় মেয়েটি, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন বললেন ? জায়গাটা আমেরিকাতেই তো, তাই না ?'

'লরেন্সভিল।' মৃদু হাসলো অ্যানি, 'জায়গাটা অন্তরীপের একেবারে শুরুতে, বোস্টন থেকে ট্রেনে প্রায় ঘণ্টা খানেকের পথ। আমার যদি বর জোটাবার ইচ্ছে থাকতো, তা হলে আমি ওখানেই থাকতাম। লরেন্সভিলে প্রতিটি মেয়েরই স্কুল থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়।··· কিন্তু আমি তার আগে কিছুদিন চাকরি করতে চাই।'

'অমন একটা জায়গা আপনি ছেড়ে চলে এলেন ? আর এখানে সবাই কিনা বর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন কি আমিও। আপনি একখানা পরিচয়-পত্র দিয়ে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

অ্যানিকে হাসতে দেখে মেয়েটি বললো, 'বেশ, হাসছেন হাসুন। কিন্তু শহরের কয়েকটি রোমিওর পাল্লায় পড়া অব্দি অপেক্ষা করুন, তখন বুঝবেন। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, তখন আপনি লরেন্সভিলে ফিরে যাবার সব চাইতে দ্রুতগামী ট্রেনটাই ধরবেন। তবে যাবার পথে এখানে একটু থেমে, আমাকে নিয়ে যেতে ভুলবেন না যেন।'

লরেন্সভিলে অ্যানি জীবনেও ফিরে যাবে না। বাব্বা! কি কঠিন কঠিন সব নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় ওখানে। এটা করোনা, ওটা করোনা। এখানে হাসতে নেই, ওখানে যেতে নেই। কেউ চুমু খেতে চাইলে, লোকটাকে পছন্দ হোক না হোক, গাল বাড়িয়ে দিতে হবে। ওর সাথে দেখা হলে অভিবাদন করো, আরেকজনের সামনে কক্ষণো মুখ গোমড়া করে রাখবে না। সর্বক্ষণ এক অপরিসীম যন্ত্রণা। স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই।

কতো মেয়েই তো ছিলো লরেন্সভিলে—যারা হাসতো, চোখের জল ফেলতো, গালগল্প করতো, উপভোগ করতো জীবনের উঁচু-নিচু সব কিছুকে। কিন্তু তারা কোনদিনও অ্যানিকে তাদের পৃথিবীতে ডেকে নেয়নি।

লরেন্সভিল থেকে পালাবে। কলেজের শেষ বছরেই ও সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলো, মা আর এমি কাকিকে কথাটা জানালো ইস্টারের ছুটিতে।

'মা···এমি কাকি··· কলেজের পড়া শেষ করে আমি নিউইয়র্কে যাচ্ছি।'

'ছুটি কাটানোর পক্ষে সেটা তো একেবারে ভয়ংকর জায়গা!'

'আমার ওখানেই থাকার ইচ্ছে।'

'কথাটা তুমি উইলি হেনডারসনের সঙ্গে আলোচনা করেছো?'

'না, কিন্তু ওর সঙ্গে আলোচনা করবোই বা কেন?'

'সেই ষোলো বছর বয়েস থেকে তোমরা দুজনের সঙ্গী। স্বাভা-

বিক কারণে সকলেই তাই ধরে নিয়েছে যে…

'কিন্তু আমি ওকে ভালবাসিনে, মা।'

'কোন পুরুষ মানুষকেই ভালবাসা যায় না,' কথাটা এমি কাকির।

'কিন্তু মা, তুমি বাবাকে ভালোবাসতে না? বাবাকে কি তুমি কোনদিনও সত্যিকারের ভালবাসোনি? মানে আমি বলতে চাইছি, ভালবাসার মানুষ যখন তোমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, চুমু খায়— তখন তো খুবই ভালো লাগার কথা, নয় কি? বাবার সঙ্গ কখনও কি তোমার তেমন করে ভালো লাগেনি?'

'অ্যানি! তোমার এতদূর সাহস, তুমি মা-কে এ সমস্ত কথা জিজ্ঞেস করছো?' এমি কাকি ফুঁসে ওঠেন।

'দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ের পরে পুরুষ মানুষ শুধুমাত্র চুমুই প্রত্যাশা করে না।' অতি সাবধানে ওর মা প্রশ্ন করেছিলো, 'তুমি কি কখনও উইলি হেনডারসনকে চুমু খেয়েছো?'

'হ্যাঁ, মাত্র কয়েকবার,' মুখ বিকৃত করেছিলো অ্যানি।

'তোমার তা ভাল লেগেছিলো?'

'ঘেন্না লেগেছিলো। ওর ঠোঁটদুটো নরম, আঠাল— আর নিশ্বাসে কেমন টক টক গন্ধ।'

'তুমি কি কখনও অন্য কোন ছেলেকে চুমু খেয়েছো?'

'কয়েক বছর আগে আমি আর উইলি যখন প্রথম বাইরে বেরোতে শুরু করি, তখন পার্টি টার্টিতে শহরের প্রায় অধিকাংশ ছেলেকেই বোধহয় ঘুরেফিরে চুমু খেয়েছি।' কাঁধে

ঝাঁকুনি তুলে অ্যানি বলেছিলো, 'প্রতিটা চুমুই অন্যটার মতো সমান বিরক্তিকর বলে মনে হয়েছে। ··· জানো মা, আমার মনে হয় না আমাদের লরেন্সভিলে ভাল করে চুমু খাবার মতো কোনো মানুষ আছে।'

'তুমি একজন মহিলা, তাই চুম্বন তোমার পছন্দ নয়,' যোগ্য-ভাবেই ওর মা রসিকতাটুকু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। 'কোন মহিলাই তা পছন্দ করেন না।'

'জানো মা, আমি বুঝি না আমি কি— বা আমি কি পছন্দ করি। তাই আমি নিউইয়র্কে চলে যেতে চাই।'

'তোমার পাঁচ হাজার ডলার রয়েছে,' ওর মা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন। 'তোমার বাবা টাকাটা বিশেষভাবে তোমার জন্যেই রেখে গিয়েছেন, যাতে তুমি সেটা ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারো। আমি চলে গেলে, তোমার আরও বেশ কিছু হবে। আমরা ধনী নই, অন্তত হেনডারসনদের মতো নই। কিন্তু আমরা সচ্ছল, আর লরেন্সভিলে আমাদের কিছুটা প্রতি-পত্তিও আছে। তাই আমি চাই, তুমি ফিরে আসবে—এ বাড়ি-তেই স্থিতু হবার মন হবে তোমার। আমার মা এখানে জন্মে-ছিলেন। ···হয়তো উইলি হেনডারসন এতে অন্য একটা ধারা যোগ করতে চাইবে— কিন্তু বাড়িটা আমাদেরই থাকবে।'

'কিন্তু উইলি হেনডারসনকে আমি ভালবাসিনে, মা!'

'তুমি যেমন করে বলছো, আসলে ভালবাসা বলতে তেমন কিছুই নেই। আসলে তুমি ভালবাসার সঙ্গে যৌন আকর্ষণকে

মিশিয়ে ফেলছো। একটা কথা তোমাকে বলছি শোনো— তেমন ভালবাসা যদি বা থেকেও থাকে, বিয়ের পরেই তা মরে যায় অথবা মেয়েটি সে সম্পর্কে সব কিছু জানার পরেই তা ফুরিয়ে যায়।··· তুমি তোমার নিউইয়র্কে যাবে, যাও। আমি তোমার পথে বাধা হবে দাঁড়াবো না। আমি নিশ্চিত ভাবে জানি, উইলি অপেক্ষা করবে। কিন্তু আমার কথাটা তুমি শুনে রাখো অ্যানি, সামান্য কয়েক সপ্তাহ পরেই তুমি ছুটে আসবে— ওই নোংরা শহরটা ছেড়ে এসে তুমি খুশিই হবে।'

যেদিন ও এসে পৌঁছেছিলো, সেদিন শহরটা নোংরাই ছিল— সেই সঙ্গে ছিল ভিড় আর গরম। কিন্তু নোংরা, বাতাসের আর্দ্রতা আর অপরিচিতিবোধ সত্ত্বেও অ্যানি উত্তেজনা অনুভব করেছিলো— অনুভব করেছিলো জীবন সম্বন্ধে এক নিবিড় সচেতনতা। নিউইয়র্কের অপোছাল, চিড় খাওয়া পাশপথ-গুলোর কাছে নিউ ইংলণ্ডের পাছপাছালি আর খোলা হাওয়া যেন শীতল আর প্রাণহীন বলে মনে হয়েছিল ওর। এক সপ্তা-হের অগ্রিম ভাড়া নিয়ে দাড়ি না কামানো যে লোকটা বাড়ির জানালা থেকে 'ভাড়া দেওয়া হবে' বিজ্ঞপ্তিটা সরিয়ে নিয়ে-ছিলো, তাকে দেখতে অনেকটা ঘরে ফিরে আসা ডাক-হরকরা মিস্টার কিংস্টনের মতো—কিন্তু হাসিটা যেন আরও উষ্ণ। 'এ ঘরটা অবিশ্যি তেমন একটা কিছু নয়,' লোকটা স্বীকার করে

নিয়েছিলো, 'কিন্তু ছাদটা বেশ উঁচুতে—এতে হাওয়া বাতাস ভালো খেলে। তাছাড়া আমি সর্বদা কাছে পিঠেই রইলুম, কোনো দরকার হলেই বলবেন।' অ্যানি অনুভব করছিলো, ওকে লোকটার ভালো লেগেছে আর লোকটাকেও ওর ভালো লেগেছিলো। নিউইয়র্কের সর্বত্রই স্বীকৃতির চিহ্ন— যেন সকলেই সদ্যোজাত, অতীত ঐতিহ্য স্বীকার করা অথবা লুকিয়ে রাখার কোন প্রশ্ন নেই।

আর এখন 'হেনরি অ্যাণ্ড বেলামি' খোদাই করা মনোরম কাচের দরজার কাছেও ঠিক তেমনি স্বীকৃতি পাবার আশা নিয়েই দাঁড়িয়েছিলো।

নিজের চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না হেনরি বেলামি। যদিও সুন্দরী মেয়েদের দেখে দেখে তিনি অভ্যস্ত, কিন্তু তাঁর দেখা সেরা সুন্দরীদের মধ্যে এ মেয়েটি অন্যতমা সন্দেহ নেই। মেয়েটি আজকালকার কেতা মতো অসংযত জমকালো পোশাক আর উঁচু গোড়ালির জুতো পরে আসেনি, অকৃত্রিম হালকা সোনালী রঙের চুলগুলোকে ছড়িয়ে রেখেছে এলো করে। কিন্তু ওর চোখ দুটোই তাঁকে বিব্রত করে তুলছিলো সব চাইতে বেশি। চোখ দুটো সত্যিকারের নীল— আকাশী নীল—অথচ উজ্জ্বল।

'আপনি কেন এ কাজটা চাইছেন, মিস্ ওয়েলস?' হেনরি বেলামি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। মেয়েটির পরনে সাধারণ কালো লিনেনের পোশাক, হাতের ছোট্ট সুচারু ঘড়িটি ছাড়া

শরীরে অন্য কোনো অলঙ্কার নেই। কিন্তু ওর মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে, যাতে করে যে কোনো লোকই নিশ্চিতভাবে বলে দিতে পারে যে ওর চাকরির কোনো প্রয়োজন নেই।

'আমি নিউইয়র্কে থাকতে চাই।'

এজেন্সী থেকে পাঠানো ফর্মটার দিকে একপলক তাকালেন হেনরী, 'বয়স কুড়ি বছর, ইংরেজিতে স্নাতক, অফিসে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ···বেশ, কিন্তু এখানে এ সব কোন কাজে আসবে? এতে কি হেলেন লসনের মতো একটা কুত্তিকে সামলানোর কাজে আমার কোনো সাহায্য হবে, না আমি বব উলফের মতো একটা বেহেড মাতালকে দিয়ে সময় মতো রেডিওর জন্য নাটক লিখিয়ে নিতে পারবো? নাকি কোনো ফুরিয়ে আসা পারুককে বোঝাতে পারবো যে জনসন হ্যারিস থেকে বেরিয়ে এসে তার কাজকর্ম চালাবার ভার আমাকেই দেওয়া উচিত?'

'এ সবই কি আমার করার কথা?' প্রশ্ন করলো ও।

'না, করার কথা আমার। কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে হবে।'

'কিন্তু আমার ধারণা ছিলো, আপনি একজন অ্যাটর্নি।'

হেনরি বেলামী দেখলেন, মেয়েটি ওর দস্তানাজোড়া তুলে নিলো। একটি আয়েসী হাসি ছুঁড়লেন তিন, 'আমি নাট্যমঞ্চ সম্পর্কিত অ্যাটর্নি—দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমি মক্কেলদের হয়ে তাদের চুক্তিপত্র তৈরি করি··· এমন চুক্তি যাতে কোন ফাঁক-ফোকর থাকবে না—থাকলেও, সেগুলো তাদের পক্ষেই

থাকবে। তাছাড়া আমি তাদের কর সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখা-শুনো করি, উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাদের অর্থ খাটাতে সাহায্য করি, যে কোন ঝঞ্ঝাট থেকে বের করে আনি, বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যায় সালিসি করি, স্ত্রী এবং প্রেমিকা তথা রক্ষিতাদের আলাদা করে রাখি, তাদের সন্তানাদির ক্ষেত্রে ধর্মপিতার কাজ করি।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এসবের জন্যে অভিনেতা বা লেখক-দের ম্যানেজার এবং এজেন্টরা থাকেন।'

'তা থাকেন।' হেনরি লক্ষ্য করেছিলেন, দস্তানাজোড়া ফের মেয়েটির কোলে নেমে এসেছে। বললেন, 'কিন্তু আমি যে সমস্ত বড় বড় 'চাঁই'দের নিয়ে কাজ করি, আমার পরামর্শ তাদের প্রয়োজন হয়। যেমন ধরুন, একজন এজেন্ট যে কাজে পয়সা বেশি সে কাজেই মক্কেলকে ঠেলে দেবে—কারণ সে তার শত-করা দশভাগ বখরাতেই আগ্রহী। কিন্তু আমি দেখবো, কোন কাজটা নেওয়া তাদের পক্ষে সব চাইতে শ্রেয় হবে। কাজেই ছোট্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, নাট্যমঞ্চ সম্পর্কিত অ্যাটর্নিকে একাধারে এজেন্ট, মা এবং ঈশ্বর—এই তিনের সমাহার হতে হবে।' মেয়েটির দিকে তাকালেন হেনরি, 'আমাদের কাজকর্মের সমস্ত ছবিটাই পেয়ে গেলেন। এবারে বলুন, এ সব পারবেন বলে কি আপনার মনে হয়?'

'চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছুক,' ওর মুখে সত্যিকারের হাসি ফুটে ওঠে।

'দেখুন মিস ওয়েলস, সেক্রেটারীর চাইতে বেশি কিছু হওয়ার অর্থ

হচ্ছে ন'টা পাঁচটার নিয়মে আবদ্ধ না থাকা। এমন হয়তো অনেক দিন হবে, যখন দুপুরের আগে আপনাকে কাজে আসতে হবে না। আমি যদি রাত অব্দি আপনাকে দিয়ে কাজ করাই, তাহলে পরদিন আপনি যথা সময়ে আসবেন বলে আমি আশাও করবো না। আবার অন্য দিকে, যদি তেমন কোন দুর্বিপাক হয় তাহলে ভোর চারটে অব্দি কাজ করলেও, আমি অফিস খোলার আগেই আপনি এসে যাবেন বলে আশা করবো। কারণ আপনি নিজেই তখন আসতে চাইবেন। তার অর্থ, আপনি কখন আসবেন যাবেন, তা আপনিই ঠিক করবেন। তবে মাঝে মধ্যে সন্ধেবেলাটা যাতে আপনাকে পাওয়া যায়, সে বন্দোবস্তও আপনাকে রাখতে হবে।'

এক টুকরো উষ্ণ হাসি ফুটিয়ে তোলেন হেনরি বেলামি। 'তাহলে অ্যানি চেষ্টা করতে থাকুন। গোড়ার দিকে আমি আপনাকে সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার করে দিতে পারি—চলবে?'

অঙ্কটা অ্যানির পক্ষে আশাতিরিক্ত। ওর ঘর ভাড়া আঠারো, খাওয়া খরচ প্রায় পনের। অ্যানি জানালো, এতে ও ভালোভাবেই চালাতে পারবে।

সেপ্টেম্বর মাসটা অ্যানির ভালোই কাটলো। সেপ্টেম্বরে ও ওর মনমতো একটা কাজ পেয়েছে, নীলি নামে একটি বান্ধবী পেয়েছে আর পেয়েছে ভদ্র এবং উৎসুক একটি দেহরক্ষী, যার নাম

অ্যালেন কুপার।

অক্টোবরে এলো লিয়ন বার্ক।

অফিসে যোগ দেয়ার পর অল্পদিনের মাঝেই সবার সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠলো অ্যানির। অফিসের জন্য সেক্রেটারী দুজন এবং রিশেপশনিস্ট মেয়েটির সাথে প্রায়ই ও আড্ডা দেয়। একদিন খবর পাওয়া গেল, অফিসের পুরনো একজন কর্মী পুনরায় চাকরিতে ফিরে আসছে। যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য নাকি চাকরী ছেড়ে দিয়েছিল সে। লোকটার নাম লিয়ন বার্ক। সেক্রেটারী মিস স্টেইনবার্গতো লিয়নের ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে খুশীতে আত্মহারা। লোকটা নাকি সাংঘাতিক —কাজে, কর্মে, চেহারায়, ব্যাক্তিত্বে। আর মেয়ে পটানো-তেও নাকি ওস্তাদ মিস স্টেইনবার্গের মুখে এসব শুনে শুনে অন্য মেয়েগুলো খুশীতে লাফানোর মতো অবস্থায় পৌছে গেছে।

'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনে,' স্টেইনবার্গের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে। 'উনি ঠিক আমার মনের মতো।' মিস স্টেইনবার্গ মুচকি হেসে আবার বলেন, 'উনি সকলেরই মনের মতো।'

'আমি নির্ঘাত পাগলের মতো ওর প্রেমে পড়বো,' অল্পবয়সী সচিবটি বললো।

মিস স্টেইনবার্গ ভু-কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন, 'অফিসের প্রতিটি মেয়েই ওকে দেখে মজবে, সে আমি বেশ জানি। কিন্তু অ্যানি,

তোমাকে দেখে ও'র প্রতিক্রিয়া কেমন হবে সেটা দেখার জন্যে আমার আর তর সইছে না।'

'আমাকে?' অ্যানিকে বিস্মিত দেখালো।

'হ্যাঁ, তোমাকে।' মিস স্টেইনবার্গ রহস্যময় হাসি হেসে আড্ডা থেকে উঠে পড়েন। অ্যানি কিছুই বুঝতে পারেনা। দশ দিন পরে এক শুক্রবার সকালবেলায় তারবার্তাখানি এসে পৌঁছলো:

'প্রিয় হেনরি, আমার সেই প্রিয় নীল স্যুটটা একজন নিয়েছিল ফেরত পেয়েছি। আসছে কাল রাতে নিউইয়র্কে পৌঁছোচ্ছি। সোজা আপনার ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবো। দেখবেন, যদি কোনো হোটেলে একটু স্থান সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। আশা করি সোমবার থেকে কাজে যোগ দেবো। প্রীতি ও শ্রদ্ধাসহ, লিয়ন।'

উৎসব করার জন্যে হেনরি বেলামি সেদিন দুপুর বেলাতেই অফিস ছেড়ে উঠে পড়লেন। অ্যানি সবেমাত্র চিঠিপত্রগুলো শেষ করেছে, এমন সময় জর্জ বেলোস ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আমরাও কোথাও উৎসব পালন করতে যাই না কেন?'

অ্যানি বিস্ময় গোপন করতে পারলো না। জর্জ বেলোস কোম্পানীরই অংশীদার জিম বেলোসের ভাইপো। কাজ করে এখানে। জর্জ বেলোসের সঙ্গে ওর সম্পর্ক শুধুমাত্র কেতা মাফিক 'সুপ্রভাত' এবং কখনো-সখনো তা গ্রহণসূচক সামান্য ঘাড়

নড়াতেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

'আমি আপনাকে লাঞ্চে যাবার কথা বলছিলাম,' জর্জ বুঝিয়ে বললেন।

'আমি ভীষণ দুঃখিত···আমি অন্য মেয়েদের সঙ্গে একত্রে লাঞ্চ খাবো বলে কথা দিয়েছি।'

'খুব খারাপ,' ওকে কোট পরতে সাহায্য করলেন জর্জ। 'পৃথিবীতে হয়তো এটাই আমাদের শেষ দিন হতে পারে।' বিষণ্ণ হাসি হেসে নিজের অফিসের দিকে ফিরে গেলেন উনি।···

লাঞ্চের সময় অন্যমনস্ক ভাবে লিয়ন বার্ক সম্বন্ধে অন্তহীন আলোচনা শুনতে শুনতে অ্যানি ভাবছিলো, কেন ও অমন ভাবে জর্জের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো। জটিলতা বৃদ্ধির আতঙ্ক? একটা লাঞ্চেই? কি বোকার মতো কথা। তবে কি অ্যালেন কুপারের প্রতি বিশ্বস্ততা? হ্যাঁ, এক সময় নিউইয়র্কে অ্যালেনই ওর একমাত্র পরিচিত পুরুষ ছিলো এবং সে সময় অ্যালেনের সংবেদনশীলতা, স্নেহময়তা অবশ্যই বিশ্বস্ততার দাবী রাখতে পারে।··· অ্যালেন প্রথম যেদিন তেড়েফুঁড়ে ওদের অফিসে এসে ঢুকেছিলো, সেদিনের কথা মনে পড়ছিলো অ্যানির। সেদিন বীমা সম্পর্কিত ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত কিছু করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিলো অ্যালেন, অ্যানি পরে তা জানতে পেরেছিলো। হেনরি অস্বাভাবিক শীতল ব্যবহার করেছিলেন ওর সঙ্গে, খুবই দ্রুত ফিরিয়ে দিয়েছিলেন— এতো দ্রুত যে সত্যি কথা বলতে কি সে জন্যেই অ্যানির মনে এক

নিবিড় সহানুভূতি জেগে উঠেছিলো। ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে অস্ফুট স্বরে বলেছিলো, 'এর পরে যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে আপনার ভাগ্য যেন সুপ্রসন্ন হয়।' ওর কণ্ঠস্বরের উষ্ণতায় যেন প্রায় সচকিত হয়ে উঠেছিলো অ্যালেন। আর ঠিক দু' ঘণ্টা পরেই অ্যানির টেলিফোনটা বেজে উঠেছি।

'অ্যামি অ্যালেন কুপার বলছি।··· সেই যে কর্মচঞ্চল সেলস-ম্যান···মনে পড়ছে আপনার? শুনুন, আমি আপনাকে জানাতে চাইছি যে, অন্যান্য জায়গার তুলনায় হেনরির সঙ্গে আমার কাজের ব্যাপারটাই প্রচণ্ড মাত্রায় সফল হয়েছে। তার কারণ, অন্তত হেনরির ওখানেই আমি আপনার দেখা পেয়েছি।'

'তার মানে আপনার বিক্রি-বাটা কিছুই হয় নি?' যথার্থ দুঃখ অনুভব করেছিলো অ্যানি।

'নাঃ সমস্ত জায়গাতেই বিফল। মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা আমার নয়··· যদি না আপনি আমার সঙ্গে এক পাত্র পান করে এর একটা সুন্দর সমাপ্তি ঘটান—'

'কিন্তু আমি তো···'

'পান করেন না? আমিও করি না। তাহলে ডিনারই হোক।'

এভাবেই শুরু হয়েছিলো—এবং এখনও চলছে। লোকটা ভারি সুন্দর, হাসিখুশি, রসবোধও চমৎকার। ওর সঙ্গে বেরোনোটাকে ডেট্ বলার চাইতে, বরঞ্চ ওকে বন্ধু বলেই মনে হয় অ্যানির। প্রায়শই অফিসের পরে পোশাক পালটানোর ব্যাপার নিয়েও ও মাথা ঘামায় না। ও কি পরে থাকে, সে বিষয়ে

অ্যালেনের যেন কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সমস্ত সময়ে এমন ভাব দেখায়, যেন অ্যানির সাহচর্যেই সে ভীষণ কৃতজ্ঞ। ছোট-খাটো অপরিচিত রেস্তোরাঁগুলোতে হানা দেয় ওরা, আর সর্বদা তালিকার সব চাইতে কম দামি খাবারগুলো বেছে নেয় অ্যানি। নিজেই দাম মিটিয়ে দেবার প্রস্তাব করে—কিন্তু পাছে অ্যালেন সেটা তার আরও একটা ব্যর্থতা বলে ধরে নেয়, সেই ভয়ে পেড়াপিড়ি করতে পারে না।

সেলসম্যান হিসেবে অ্যালেন একেবারেই অযোগ্য, তার কারণ ওই পেশার পক্ষে অ্যালেন একটু বেশী ভদ্র আর কোমল। লরেন্সভিল সম্পর্কে সে প্রশ্ন করে, জানতে চায় অ্যানির স্কুল জীবন আর অফিসের কথা। এমন ভাব দেখায়, যেন অ্যানি পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে মনোমুগ্ধকর নারী। অ্যানি ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারটা বজায় রেখেছে, কারণ অ্যালেন আজ পর্যন্ত ওর ওপরে কোনো দাবী জানায়নি। সিনেমা দেখার সময় মাঝে মধ্যে সে ওর হাত ধরেছে, কিন্তু কোনোদিন শুভ-রাত্রি জানাবার জন্যে চুমু দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। অথচ ঠিক এই কারণেই স্বস্তির সঙ্গে নিজের সম্পর্কে এক বিচিত্র অক্ষমতার অনুভূতিতে অ্যানির সমস্ত সত্তা ভরে ওঠে। বেচারি অ্যালেনের মধ্যে এতোটুকুও যৌন অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে না পারার অক্ষমতা অস্বস্তিকর হলেও অ্যানি চাইছিলো, ব্যাপারটা যেন এ পর্যন্তই সীমিত থাকে। চুম্বনের চিন্তা ওকে এক অরুচিকর অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলতো—মনে পড়তো তেমনি

এক পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা—যখন লরেন্সভিলে ও উইলি হেন-ডারসনকে চুমু খেয়েছিলো—এবং তখনই নিজের ভালবাসার ক্ষমতার প্রতি সন্দীহান হয়ে উঠতো ও। মনে হতো, কি জানি হয়তো ও নিজেই স্বাভাবিক নয়—কিংবা ওর মা যা বলেছিলেন সেটাই হয়তো ঠিক··· হয়তো কামনা-বাসনা এবং রোমান্সের অস্তিত্ব একমাত্র নাটক নভেলই সম্ভব।···

বিকেলের দিকে জর্জ বেলোস ফের ওর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আমি আবার একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, ষোলোই জানুয়ারি আপনি নিশ্চিয়ই ফাঁকা আছেন? এতো-দিন আগে থেকে নিশ্চয়ই কোনো ডেট ঠিক করা থাকে না।'

'কিন্তু সে তো এখনও প্রায় তিন মাস বাকি।'

'তার আগে কোনো ফাঁকা দিন থাকলে আমি সানন্দে সে সুযোগ নিতে রাজী থাকবো। কিন্তু এইমাত্র হেলেন লসন টেলি ফোনে হেনরির জন্যে চেঁচামেচি করছিলো। তাতেই মনে পড়লে ষোলো তারিখ থেকে ওর শো শুরু হচ্ছে।'

'তা ঠিক, আসছে সপ্তাহে হিট দ্য স্কাইয়ের মহলা শুরু হচ্ছে।'

'এবারে বলুন—আপনি সেদিন আমার সঙ্গে যাবেন কি যাবেন না?'

'খুশি হয়েই যাবো জর্জ। হেলেন লসনকে আমার অসাধারণ বলে মনে হয়। বোস্টনে উনি প্রতিটি শোতেই একেবারে মাত করে দিতেন। আমি যখন এই ছোট্টটি, তখন বাবা আমাকে ওঁর মাদাম পঁপেছু দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'ঠিক আছে, তাহলে ওই দিনটাই ঠিক রইলো। ভালো কথা, মহলা শুরু হলে হেলেন হয়তো যখন তখন এখানে এসে হাজির হবে। সেই সূত্রে আপনাদের মধ্যে যদি কখনও কোনো কথাবার্তা হয়, তখন আপনি আবার সেই চিরাচরিত নিয়মে 'আমি যখন এই ছোট্টাটি ছিলাম, তখনও আপনাকে ভীষণ ভালো লাগতো' গোছের কিছু বলতে যাবেন না যেন। তাহলে ও হয়তো আপনাকে ছুরিই মেরে বসবে।'

'কিন্তু তখন আমি সত্যিই একেবারে বাচ্চা মেয়ে ছিলাম। অদ্ভুত শোনালেও সেটা মাত্র দশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু লসন তখনই একটি পরিপূর্ণ নারী। ও'র বয়েস তখন অন্তত পঁয়ত্রিশ ছিলো।'

'আর এখানো আমরা এমন হাবভাব দেখাই, যেন ওর আঠাশ বছর বয়েস।'

'ওভাবে বলবেন না জর্জ। হেলেন লসন অনন্ত যৌবনা।'

'সে আপনি যা বলবেন, বলুন,' জর্জ কাঁধ ঝাঁকালেন। 'তবে চল্লিশে পৌঁছানো মাত্র অধিকাংশ মহিলাদের ক্ষেত্রেই আঠাশ বছরের যুবতী দেখানোর প্রচেষ্টাটা প্রায় সংক্রামক রোগের মতো। আপনার নিরাপত্তার খাতিরে বলি, হেলেনের আশে-পাশে কখনো বয়সের প্রসঙ্গটা তুলবেন না।'

আপ্যায়িকা মেয়েটি একটা আঁটসাঁট পোশাক পরে এসে-

ছিলা। ওর পাছাটা ও স্তন দু'টো দৃষ্টিকটু ভাবে উঁচু হয়ে ছিল। অল্পবয়সী সচিবটির খোঁপা অন্য দিনের তুলনায় আরও দু ইঞ্চি উঁচুতে উঠেছে। এমন কি মিস স্টেইনবার্গও তার গত বসন্তের নীল স্যুটটা ফের ভেঙেছেন। হেনরির অফিসের বাইরে ছোট্ট খুপরিটাতে বসে অ্যানি চিঠিপত্রগুলোতে মন দেবার চেষ্টা করছিলো।

এপারোটার সময় সে এসে পৌঁছলো। এতো কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও সত্যিকারের লিয়ন বার্ক এতোটা আকর্ষণীয় হবে বলে অ্যানি আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। হেনরি বেলামী যথেষ্ট দীর্ঘকায়, কিন্তু লিয়ন বার্ক তাঁকেও মাথায় তিন ইঞ্চি ছাড়িয়ে গেছে। মাথার চুল ভারতীয়দের মতো ঘন কালো, গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে যেন স্থায়ী তামাটে রঙ নিয়েছে। ওকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় হেনরি গর্বে উপচে উঠছিলেন। হাতে হাত মেলাতে গিয়ে আপ্যায়িকা মেয়েটি স্পষ্টতই লাল হয়ে উঠলো। অল্প বয়সী সচিবটি বোকার মতো কাষ্ঠহাসি হাসলো আর মিস স্টেইনবার্গ তো উত্তেজনায় ঠিক যেন একটা বেড়ালছানা হয়ে উঠলেন। এই প্রথম নিজের নিউ-ইংলণ্ডীয় রক্ষণশীলতার জন্যে কৃতজ্ঞতা-বোধ অনুভব করলো অ্যানি। নিজেকে ও শান্ত সংযত ভাবেই লিয়ন বার্কের কাছে উপস্থাপন করলো এবং লিয়ন যখন নিজের মুঠোয় ওর হাতখানি তুলে নিলো, তখনও ও তেমন কিছু অনুভব করলো না।

'হেনরি এখন পর্যন্ত আপনার কথা বলতে গিয়ে থামেন নি। ফেন, তা এখন আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর খুব সহজেই বুঝতে পারছি।' লোকটার ইংরেজী বাচনভঙ্গিমা অবশ্যই একটা বড়ো সম্পদ।··· অ্যানি মোটামুটি একটা শোভন প্রত্যুত্তর জানালো। তারপর হেনরি বেলামি ওকে নতুন করে সাজানো অফিসের দিকে নিয়ে যেতে থাকায়, মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো।

'অ্যানি, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো,' আচমকা নির্দেশ দিলেন হেনরি।

'এ যে একেবারে সাংঘাতিক কাণ্ড করেছেন,' অফিস দেখে লিয়ন বললো, 'এমন সুন্দর পরিবেশের বিনিময়ে কাজকর্মে কেমন প্রতিদান দিতে হবে, তা ভেবে যে কোনো মানুষই' একটু চিন্তিত হয়ে উঠবে।' আয়েসী ভঙ্গিমায় কুর্সিতে বসে আলতো হাসি ছড়ালো লিয়ন।

'অ্যানি, লিয়নের একটা অ্যাপার্টমেন্টের প্রয়োজন,' হেনরি বললেন। একটু থেমে ও আবারো বলে, 'আমি চাই, তুমি ওর জন্যে একটা জায়গা দেখে দেবে।'

'তার মানে আপনি চাইছেন, আমি ওঁর জন্যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে বের করবো?'

'অ্যানি যা হোক একটা কিছুর বন্দোবস্ত করো, হেনরি জোর দিয়ে বললেন। 'ইস্ট সাইডে চেষ্টা করে দ্যাখো। আসবাবপত্রে সাজানো একখানা বৈঠকখানা, শোবার ঘর, স্নানঘর আর

রান্নার জায়গা—মাসে একশো পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে। সে করম বুঝলে একশো পঁচাত্তর অব্দি উঠো। আজ বিকেল থেকে চেষ্টা শুরু করে দাও। কালকের দিনটা, কিংবা যদ্দিন প্রয়োজন হবে —ছুটি নাও। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত ফিরে এসো না।'

'হেনরি, সে ক্ষেত্রে আমরা হয়তো এ মেয়েটিকে কোনোদিনই দেখতে পাবো না,' লিয়ন সাবধান করে দেয়।

'বেশ, অ্যানির ওপরে আমি যথাসর্বস্ব পণ রাখছি। ও যা হোক একটা কিছু করবেই।'

অ্যানির ঘরখানা দোতলায়। কিন্তু তুসারি সিঁড়িই আজ যেন আচমকা ওর কাছে অলঙ্ঘ্য বলে মনে হয়। ভাঁজ করা নিউইয়র্ক টাইমসখানা হাতে নিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে ও। সমস্ত বিকেলটা ও তালিকাভুক্ত অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু সবগুলোই ভাড়া হয়ে গিয়েছে। পা তুটো ব্যাথা করছিলো অ্যানির। আজ সকাল বেলায় ও অফিসে যাবার জন্যে সাজগোজ করে বেরিয়েছিলো, বাড়ি খোঁজার জন্যে নয়। আসছে কাল আরও সকাল সকাল বেরুবে—নিচু গোড়ালি লাগানো জুতো পরে।

সিঁড়িতে ওঠার আগে নীলির দরজায় করাঘাত করলো অ্যানি কোনো জবাব নেই। নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে অতি কষ্টে ওপরে উঠে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো ও। পুরনো তাপসঞ্চালক যন্ত্রটা থেকে বাষ্প বেরুনোর হিসহিসে শব্দ শুনে কি এক কৃতজ্ঞতায়

ওর সমস্ত মন ভরে উঠলো।

দরজায় পরিচিত করাঘাত শুনতে পেলো অ্যানি। না তাকিয়েই বললো, 'আমি ভেতরে আছি।'

নীলি ঘরে ঢুকে ঝুপ করে কুর্সিতে বসতেই, সেটা ভয়াবহ করুণ আর্তনাদ করে উঠলো। 'টাইমসে কিসের বিজ্ঞাপন দেখছো?' প্রশ্ন করলো নীলি। 'অন্য জায়গায় উঠে যাবার কথা ভাবছো নাকি?'

অ্যানি ওকে নতুন কাজের কথাটা বুঝিয়ে বলতেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো নীলি। পরক্ষণেই ব্যাপারটাকে খারিজ করে দিয়ে ও অন্য জরুরী প্রসঙ্গটা তুলে ধরলো, 'ভালো কথা অ্যানি, তুমি আজ ওই ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলে নাকি?'

'আজ কি করে হবে নীলি? বিশেষ করে আজই লিয়ন বার্ক ফিরে এলেন।'

'কিন্তু হিট দ্য স্কাইতে আমাদের ঢুকতেই হবে। মনে হচ্ছে যে কোনো কারণেই হোক, হেলেন লসন আমাদের কাজ পছন্দ করেছেন। তিন তিন বার আমাদের পরীক্ষা করার জন্যে মহলায় ডাকা হয়েছিলো, আর আমাদের প্রতিটি মহলাতেই হেলেন উপস্থিত ছিলেন। এখন হেনরি বেলামি একবার বললেই আমরা ঠিক ঢুকে যাবো।'

'আমরা' বলতে নীল আর ওর ছজন সঙ্গী। নীলির ভালো নাম ইথেল অ্যাগনেস ও' নীলি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে ডাক নামটাই ওর বেশি আপন। তারপর 'দ্য গশেরোস' নামের

একট নাচের দলে তিনজনের একজন হওয়ার পর থেকে, অমন একটা বিদঘুটে নামের আর কোনো প্রয়োজনীয়তাই রইলো না।

হলঘরে মাঝে মধ্যে অ্যানি আর নীলির দেখা হতো। সেই থেকে পরিচয়। ঘনিষ্টতা হতেও খুব একটা সময় লাগেনি। একবার ওদের দল পশেরোসের একটা অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল অ্যানি। নীলি যখন ওদের সাথে নাচছিল তখন অপূর্ব লাগছিল ওকে।

'তোকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম নীলি, কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নিয়ে আমি মিঃ বেলামির কাছে যেতে পারিনে। আমাদের সম্পর্কটা শুধুমাত্র পেশাগত।'

'তাতে কি হয়েছে? শহরের সব্বাই জানে এককালে উনি হেলেন লসনের প্রেমিক ছিলেন আর উনি যা বলেন, হেলেন তার সব কিছুই শোনেন।'

'কিন্তু উনি যদি ফিরিয়ে দেন, তাহলে কি হবে?'

'তাতে কি আছে?' নীলি কাঁধ ঝাঁকালো, 'তুমি না বললে যা হতো, তার চাইতে খারাপ তো কিছু হবে না? অন্তত এতে আধাআধি হবার আশা থাকে।'

নীলির যুক্তিতে মৃদু হাসলো অ্যানি 'দেখি, যদি জর্জ বেলোসের কাছে কথাটা পাড়তে পারি,' প্রসাধনটা ঝালিয়ে নিতে নিতে অ্যানি চিন্তাভরা মুখে বললো। 'উনি হিট-দ্য স্কাইয়ের উদ্বোধনীতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

'সেটা অবিশ্যি অনেক ঘোরানো ব্যাপার, তবে কিনা নেই মামার চাইতে কানা মামাই ভালো।' অ্যানিকে ট্রাইডের কোটটা পরতে দেখে নীলি বললো, 'ওহো, আজ রাতে অ্যালেনের সঙ্গে দেখা করছো বুঝি?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো অ্যানি।

'আমি সে রকমই অনুমান করেছিলাম। মিঃ বেলামি হলে কালো পোশাকটা পরতে। ওঃ গড! উনি কি তোমার ওই এক কালো পোশাক দেখে দেখে ক্লান্ত হন না?'

'মিঃ বেলামির সঙ্গে বেরোবার সময় উনি কক্ষনো আমাকে লক্ষ্যও করেন না। সেটা পুরোপুরি কাজের ব্যাপার।'

'ওই অফিসে কাজের ব্যাপারটা তো দিব্যি মজা বলেই মনে হয়! আমাদের নাচ-গান-অভিনয়ের জীবন সেই তুলনায় ক্লান্তিকর, বিশ্রী। আসছে একটা উদ্বোধনীর জন্যে তুমি জর্জকে পেয়েছো, ট্রয়েন্টি ওয়ানে শখের ডিনারের জন্যে রয়েছেন মিঃ বেলামি। এমন কি অফিসে তুমি অ্যালেনকেও পেয়েছো। তাছাড়া এখন আবার লিয়ন বার্ক! ওফ্, অ্যানি, তোমার চার চারটে মরদ, আমার একটাও নেই!'

অ্যানি হাসলো, 'মিঃ বেলামির সঙ্গে আমি ডেট করতে বেরোই না, উদ্বোধনীটা জানুয়ারীর আগে হচ্ছে না আর লিয়ন বার্কের কাছে আমি বাড়ির খোঁজ দেবার লোক ছাড়া আর কিছুই নই। তবে অ্যালেন···হ্যাঁ অ্যালেন আর আমি শুধু ডেট করি মাত্র।'

'তাহলেও সেটা আমার চারগুণ। আজ অব্দি আমার কোনো সত্যিকারের ডেট হয় নি। আমি পুরুষ বলতে চিনি আমার দুলা-ভাই আর তার সঙ্গী ডিকিকে। ডিকি একটা রসকসহীন কাঠ। আমার বড় গোছের সামাজিক মেলামেশা হচ্ছে ওয়ালগ্রীনের ড্রাগস্টোরে গিয়ে অন্য বেকার অভিনেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা।'

'তোর সঙ্গে কি এমন কোনো অভিনেতার দেখা হয় নি, যে তোকে নিয়ে বেরোতে পারে? তোকে আদর সোহাগ-করতে পারে?'

'হেলেন লসনের ওখানে ঢুকতে পারলে হয়তো একজন চমৎকার মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতে পারে, এমন কি তার সঙ্গে বিয়েও হতে পারে।'

'সে জন্যেই তুই ওই বইতে থাকতে চাস নাকি?'

'নিশ্চয়ই। কারণ তখন আমার একটা পরিচয় থাকবে। আমি একজন মিসেস অমুক হবো, একটা জায়গায় স্থায়ী হয়ে থাকবো···আমার বন্ধু-বান্ধব হবে···বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারা জানবে, আমি কে।'

'কিন্তু প্রেম? সত্যিকারের ভালোবাসার মানুষকে খুঁজে পাওয়া অতো সহজ নয়।'

'কেউ যদি আমাকে ভালোবাসে, তবে আমিও তাকে ভালো-বাসবো,' নীলি নাক কুঁচকে বললো। 'ওফ্, অ্যানি, শুধু তুমি যদি একটু মিঃ বেলামির কাছে যাও···'

'ঠিক আছে, বলবো।' অ্যানি মৃদু হাসলো 'তাছাড়া তোমাদের তো তিনবার ডেকেছে।'

'এ ব্যাপারটাই তো আমার মাথায় ঢুকছে না,' নীলি উঁচু গলায় হেসে উঠলো। 'নেহাত চার্লির জন্যে একটু ছটফটানি না থাকলে হেলেন লসন কেন আমাদের প্রতি আগ্রহী হবেন, সেটাই আমি বুঝে উঠতে পারছিনে। হেলেনের অবিশ্যি ওসব ব্যাপারে একটু দোষ আছে— আর চার্লি খুব একটা আহামরি কিছু না হলেও, দেখতে শুনতে তো ভালোই।'

'কিন্তু হেলেন ওকে পছন্দ করলে চার্লি কি করবে? আর যাই হোক, তোর বোন যখন রয়েছে···

'কি আর করবে? দরকার হলে হেলেনকে নিয়ে শোবে।' আবেগবিহীন কণ্ঠে নীলি বললো, 'মনে করবে, আমার বোনের জন্যেই ওসব কাজ করছে। তবে আর যাই হোক, হেলেনকে ইয়ে করে ও সত্যিকারের সুখ পাবে না। অনেকের সাথে শুতে শুতে হেলেনের ওই জায়গাটা ঢিলে হয়ে গেছে।'

'তার মানে তুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওসব হতে দিবি? তোর বোন তাহলে কক্ষনো তোকে ক্ষমা করবে না।'

'দ্যাখো অ্যানি, তুমি যে শুধু খাঁটি কুমারীর মতো কথা বলো, তাই নয়—তোমার চিন্তাগুলোও একেবারে খাঁটি কুমারীর মতো। দ্যাখো, আমি এখনও কুমারী। কিন্তু আমি জানি পুরুষদের কাছে যৌনতা আর প্রেম—দুটো একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।··· চার্লি একটা সব চাইতে সস্তা ঘরে থাকতো, আর

ওর মাইনের চার ভাগের তিন ভাগই আমার বোনকে পাঠিয়ে দিতো—যাতে আপা আর বাচ্চাটা ভালো ভাবে থাকতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মাঝে মাঝে এক আধটা সুন্দরী ছুঁড়িকে নিয়ে শুতে পারবে না। ওর প্রয়োজন যৌন তৃপ্তি, তার সঙ্গে কেটি আর বাচ্চাটার ওপরে ওর ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই।··· আমি এখনও আমার কুমারীত্ব বজায় রেখেছি, তার কারণ আমি জানি, পুরুষ মানুষ ওটাকে অনেক দাম দেয়। চার্লি যেমন করে কিটিকে ভালোবাসে, আমি চাই আমাকেও কেউ ঠিক তেমনি করে ভালোবাসবে। কিন্তু পুরুষ মানুষের ব্যাপারটা আলাদা, সে সত্যিকারের 'কুমার' হবে বলে তুমি আশা করতে পারো না।'

আচমকা অ্যানির ঘরে ঘণ্টিটা বেজে ওঠে। তার অর্থ অ্যালেন সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। অ্যানি নেমে আসছে জানাবার জন্যে সংকেতের বোতামটা টিপে দিলো। তারপর এক ঝটকায় কোট আর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললো, 'আয় নীলি, আমাকে যেতে হবে। অ্যালেন হয়তো ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছে।'

ছোট্ট একটা ফরাসী রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসেছিলো ওরা। অ্যালেন অ্যানির মুখে ওর নতুন দায়িত্বের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তারপর অ্যানির বলা শেষ হতে, এক চুমুকে অবশিষ্ট কফিটুকু শেষ করে বললো, 'মনে হচ্ছে, এবারে সময় এসেছে।'

'কিসের সময়?'

"প্রচণ্ড গৌরবের সঙ্গে তোমার হেনরি বেলামিকে ছাড়ার সময়
'কিন্তু আমি তো মিঃ বেলামিকে ছাড়তে চাই নে।'
'কিন্তু ছাড়বে,' অ্যালেনের হাসিটা কেমন যেন অপরিচিত। প্রত্যয়ের হাসি। সমস্ত হাবভাবই যেন পালটে গেছে ওর। বললো, 'লিয়ন বার্কের জন্যে অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া খুব কৃতিত্বের বিষয় হবে বলেই আমার ধারণা।'
'তার মানে তুমি সেরকম কোনো অ্যাপার্টমেন্টের কথা জানো?'
ঘাড় নেড়ে সায় দেয় অ্যালেন। মুখে রহস্যময় হাসি। তারপর রেস্তোঁরার পাওনা মিটিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে চালককে সাটন প্লেসের একটা ঠিকানা জানায়।
'কোথায় যাচ্ছি আমরা, অ্যালেন?' অ্যানি প্রশ্ন করে।
'লিয়ন বার্কের নতুন অ্যাপার্টমেন্ট দেখতে।'
'এতো রাতে? তাছাড়া সেটা কার অ্যাপার্টমেন্ট?'
'দেখতেই পাবে—একটু ধৈর্য ধরে থাকো।'
বাকি পথটা দুজনে নিশ্চুপ হয়েই রইলো। ইস্ট রিভারের কাছে একটা কেতাদুরস্ত বাড়ির সামনে এসে থামলো ট্যাক্সিটা। দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেলাম জানালো। লিফট চালক অভিবাদনের ভঙ্গিমায় মাথা নেড়ে নিজে থেকেই এগারো তলায় উঠে লিফট থামালো। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে আলো জ্বালতেই সুন্দর সাজানো-গোছানো বৈঠকখানা ঘরটা ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অ্যালেন অন্য একটা বোতাম টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে মৃদু সুরমূর্ছনা বয়ে যেতে লাগলো

সমস্ত ঘরে জুড়ে।

'এ অ্যাপার্টমেন্টটা কার, অ্যালেন?' প্রশ্ন করলো অ্যানি।

'আমার। এসো বাকি জায়গাগুলো দেখে নাও। শোবার ঘরটা বেশ বড়ো,' ঠেলা-দরজাটা টেনে সরিয়ে দেয় অ্যালেন, 'এই হচ্ছে স্নানঘর। ওদিকটাতে রান্নাঘর—ছোট, তবে একটা জানলা আছে।'

কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করতে থাকে অ্যানি। মুখচোরা অ্যালেন কি না এমন একটা জায়গায় থাকে? এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য!

'তা, মিঃ বার্কের কি এ অ্যাপার্টমেন্টে চলবে?'

'আমার তো মনে হচ্ছে চমৎকার—কিন্তু এমন একটা অপূর্ব অ্যাপার্টমেন্ট তুমি কেন ছেড়ে দেবে অ্যালেন?'

'এর চাইতে ভালো একটা পেয়েছি বলে। আমি কালই সেখানে চলে যেতে পারি, কিন্তু তার আগে সেটা তোমাকে দেখিয়ে নিতে চাই। তোমারও সেটা ভালো লাগে কিনা, তা জানা দরকার।'

হে ঈশ্বর! তার মানে অ্যালেন ওকে বিয়ের প্রস্তাব জানাবে। কিন্তু অ্যানি ওকে আঘাত দিতে চায় না। তা হলে ও না হয় না বোঝার ভানই করবে!

সচেষ্টভাবে কণ্ঠস্বরের নৈর্ব্যক্তিক ভাব বজায় রাখে অ্যানি, 'কিন্তু অ্যালেন, ঘটনাচক্রে লিয়ন বার্কের বাড়ি খোঁজার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে বলেই আমি যে এ ব্যাপারে বিশেষ

পট্—তা কিন্তু নয়। তুমি নিজে থেকেই যখন এতো সুন্দর একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে নিতে পেরেছিলে, তখন এ ব্যাপারে তোমার পক্ষে আমার পরামর্শ নেবার নিশ্চয়ই কোনো প্রয়োজন নেই ...' অ্যানি বুঝতে পারছিলো, ও বড়ো দ্রুত-লয়ে কথা বলছে।

'তুমি বলছো, লিয়ন মাসে দেড়শো অব্দি দিতে পারেন,' অ্যালেন বললো, 'তবে তিনি একশো পঁচাত্তর অব্দিও উঠতে পারেন। বেশ, ওঁকে বলো, আমরা এটা ওঁকে একশো পঞ্চাশেই দেবো। আসবাবপত্রগুলো বাদে আমি একশো পঞ্চাশই দিয়ে থাকি, তবে বোনাস হিসাবে আমি ওগুলোও রেখে যাবো।'

'কিন্তু নতুন জায়গাতেও তো ওগুলো তোমার দরকার হবে, অ্যালেন।' আচমকা সচকিতা হয়ে প্রতিবাদ করে অ্যানি, 'তা-ছাড়া ওগুলোর দামও নিশ্চয়ই অনেক।'

'তাতে কিচ্ছু এসে যায় না,' হাসি মুখে বললো অ্যালেন। 'এবারে চলো, তোমাকে আমার নতুন জায়গাটা দেখিয়ে আনি।'

অনেক রাত হয়ে গেছে বলে অ্যানি আপত্তি করা সত্ত্বেও অ্যালেন সে সব অগ্রাহ্য করে ওকে প্রায় জোর করেই লিফটে চাপিয়ে নিচে নিয়ে এলো। দারোয়ান তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, 'ট্যাক্সি ডাকবো, মিঃ কুপার?'

'না জো, আমরা কাছেই যাচ্ছি!'

কয়েকটা বাড়ি পরেই আর একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো ওরা। বাড়িটা দেখে মনে হয়, যেন নদীর ওপরে ঝুলে রয়েছে। নতুন অ্যাপার্টমেন্টটা সিনেমার সেটের মতো সুন্দর। বাইরের ঘরটা পুরু সাদা কার্পেটে মোড়া। পানশালার মেঝেতে ইতালিয়ান মার্বেল পাথর। দীর্ঘ একটা সিঁড়ি ওপরের দিকে উঠে গেছে। ...কিন্তু নিশ্বাস কেড়ে নেয় এখানকার অপরূপ দৃশ্যাবলী।... কাচের দরজাটা খুলতেই নদীর দিকে মুখ করা একটা বিশাল ঝুল বারান্দা। সেখানে ওকে নিয়ে এলো অ্যালেন। ভিজে বাতাস স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দিলো অ্যানির নগ্ন মুখে।

'আমরা কি এই নতুন অ্যাপার্টমেন্টটার উদ্দেশ্যে একটু পান করবো?' প্রশ্ন করলো অ্যালেন।

'এ অ্যাপার্টমেন্টটা কার?' একটা কোক নিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে অ্যানি।

'আমার... যদি তুমি চাও।'

'কিন্তু এখন এটা কার?'

'জিনো নামে এক ভদ্রলোকের। উনি বলছেন, ওঁর প্রয়োজনের পক্ষে এটা অনেক বড়।'

'কিন্তু অ্যালেন, এমন একটা জায়গায় থাকার মতো সামর্থ্য তো তোমার নেই!'

'আমার সামর্থ কতোদূর, তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে অ্যানি,' অ্যালেনের মুখে আবার সেই রহস্যময় হাসির ছোঁয়া।

'আমি না হয় এবারে চলি অ্যালেন,' ভেতরের দিকে পা বাড়ায়

অ্যানি। 'ভীষণ ক্লান্ত লাগছে…'

'অ্যানি…' ওর হাত ধরে অ্যালেন, 'আমি বড়লোক অ্যানি—অনেক…অনেক বড়লোক।'

নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে অ্যানি। আচমকা ওর মনে হয়, অ্যালেন সত্যি কথাই বলছে।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি অ্যানি। তুমি যে সবকিছু না জেনেই আমার সঙ্গে বেরুচ্ছো, প্রথমটাতে আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনি।'

'কি না জেনে?'

'আমি কে, তা না জেনে।'

'কে তুমি?'

'এখনও আমি অ্যালেন কুপার। আমার সম্পর্কে তুমি শুধু ওই-টুকুই জানো—আমার নামটা।…বীমা কোম্পানীর সামান্য একজন অসফল সেলসম্যান হিসাবেই তুমি আমাকে গ্রহণ করে-ছিলে।' মৃদু হাসলো অ্যালেন, 'কিন্তু তুমি জানো না, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি আমার সঙ্গে সস্তা রেস্তোরাঁগুলোতে গেছো…কমদামি খাবার বেছে নিয়েছো, আমার কাজকর্মের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে থেকেছো। অ্যানি, এর আগে কেউই আমার জন্যে সত্যিকারের চিন্তা করেনি। প্রথমটাতে ভেবেছিলাম এটা একটা মিথ্যে ছল, আসলে তুমি আমাকে জানো—আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছো। কারণ আগেও সে চেষ্টা হয়েছে কিনা। সে জন্যেই আমি তোমাকে অতো

প্রশ্ন করেছি···তোমার সম্পর্কে, লরেন্সভিল সম্পর্কে। তারপর সেগুলো মিলিয়ে নেবার জন্যে একজন গোয়েন্দাও লাগিয়েছিলাম।'

অ্যানির চোখদুটো কোঁচকাতে দেখে ওকে জড়িয়ে ধরে অ্যালেন, 'অ্যানি, রাগ করো না লক্ষ্মীটি! তুমি যা যা বলেছো, তার প্রতিটি কথাই সত্যি। জানা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু যখন খবরগুলো এসে পৌঁছলো তখন আনন্দে আমার হাওয়ায় ওড়তে ইচ্ছে করছিলো! আমি একেবারে সুনিশ্চিত ছিলাম যে আমি যাকে ভালোবাসি, সে শুধু আমার জন্যেই আমাকে ভালোবাসবে—তা আমার ভাগ্যে নেই। এর অর্থ আমার কাছে যে কি হতে পারে তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? তুমি চিন্তা করো···সত্যিই আমার জন্যে ভাবো! আমার যা আছে, তার জন্যে নয়—শুধু আমার জন্যে!'

অ্যালেনের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাঁপাতে থাকে অ্যানি, 'কিন্তু অ্যালেন তুমি না বললে তুমি কে, কি—তা আমি জানবো কি করে?'

'তুমি যে কি করে না জেনে থাকলে, সেটাই আমি জানি না! খবরের কাগজে বিভাগীয় স্তম্ভে সব সময়েই আমার কথা থাকে। ভেবেছিলাম হয়তো তোমার কোনো বান্ধবী তোমাকে জানিয়ে দেবে। নয়তো হেনরি বেলামি নিশ্চয়ই বলবেন।'

'আমি খবরের কাগজের ওসব খবর কক্ষনো পড়িনে। নীলি ছাড়া আমার অন্য কোনো বান্ধবী নেই, ও শুধু আমোদ-প্রমো-

দের খবর পড়ে। আর মিঃ বেলামি অথবা অফিসের অন্য কারুর সঙ্গেই আমি ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি না।'

'বেশ তো, এবারে তুমিই ওদের একটা জোর খবর দিতে পারবে। হ্যাঁ, আমাদের সম্পর্কে।' ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় অ্যালেন।

আচমকা সিটিয়ে ওঠে অ্যানি, ওর আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে আনে নিজেকে। ঈশ্বর, আবার ঠিক তেমনি হলো। অ্যালেনের চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের এক বিচিত্র স্রোত বয়ে গেলো ওর সমস্ত শরীর দিয়ে।

অ্যালেন কোমল চোখে তাকালো ওর দিকে, 'আমার ছোট্ট সোনা অ্যানি! জানি, তুমি নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছো।'

আয়নার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঠোঁটের প্রসাধন ঠিকঠাক করে নেয় অ্যানি। হাতদুটো তখনও কাঁপছিলো ওর।...ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে, নয়তো পুরুষের চুম্বন ওর কাছে এমন বিশ্রী অরুচিকর বলে মনে হয় কেন? অনেক মেয়েই যে সব পুরুষকে ভালোবাসে না, তাদের চুমুও দিব্যি উপভোগ করে। সেটাই নাকি স্বাভাবিক। কিন্তু অ্যালেনকে ওর ভালো লাগে, অ্যালেন ওর কাছে অপরিচিত নয়—কাজেই এটা উইলি হেনডারসন কিংবা লরেন্সভিলের অন্য ছেলেদের মতো ব্যাপার নয়। তবু কেন এমন হলো? গোলমালটা নিশ্চয়ই ওর নিজের ভেতরকার।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি অ্যানি,' অ্যালেন ওর পেছনে এসে দাঁড়ায়। 'বুঝতে পারছি, ঘটনাটা বড় দ্রুত হয়ে গেলো··· যে কোনো মেয়েকে বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট দ্রুত। কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমার ইচ্ছে, তুমি জিনো, মানে আমার বাবার সঙ্গে একটিবার দেখা করবে।'

ওর হাতে একটা চাবি তুলে দেয় অ্যালেন, 'কাল এটা লিয়ন বার্ককে দিয়ে দিও।'

'অ্যালেন ··· আমি

'একটা রাতের পক্ষে আমরা যথেষ্ট কথা বলেছি, আর নয়। শুধু একটা কথা — আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমাকে বিয়ে করছো। আপাততঃ শুধু এটুকুই মনে রাখো।'

বাড়ি ফেরার পথে নিজের চিন্তায় লীন হয়েছিলো অ্যানি। এখন ও সত্যি কথাটা বুঝতে পেরেছে। ও হিমকন্যা। সেই ভয়ানক কথাটা, যা নিয়ে স্কুলের মেয়েরা ফিসফাস করতো। কিছু কিছু মেয়ে হিমকন্যা হয়েই জন্মায়— তারা কখনও শৃঙ্গারে পুলকের চরমতম সীমায় পৌঁছতে পারে না কিংবা সত্যিকারের কোনো কামনাও অনুভব করে না। ও তাদের মধ্যেই একজন। ঈশ্বর, ও একটা চুমু পর্যন্ত উপভোগ করতে পারে না। একবার ওর বাবার এক বন্ধু এক পার্টিতে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। ভদ্রলোকের বলিষ্ঠ বুকের চাপে ওর সদ্য বেড়ে ওঠা বুকদুটো দলিত মথিত হচ্ছিল। কিন্তু অন্য মেয়েদের মতো জিনিসটা সে উপভোগ করতে পারেনি।

অ্যানির বাড়ির সামনে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি ধরলো অ্যালেন একটু ঝুঁকে ওর গালে আলতো করে একটা চুমু দিয়ে বললো, 'আমাকে স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা কোরো, অ্যানি। শুভ রাত্রি।'

ট্যাক্সিটাকে উধাও হয়ে যেতে লক্ষ্য করলো অ্যানি, তারপর এক ছুটে ভেতরে ঢুকে নীলির দরজায় আঘাত করতে শুরু করলো। নীলি এসে হাজির হলো, ওর দৃষ্টি গন উইথ দ্য উইণ্ডের পাতায়।

অ্যানি ভেতরে ঢুকে বললো, 'আচ্ছা নীলি, তুই কি কখনও অ্যালেন কুপারের কথা শুনেছিস?'

'এ আবার কোন ধরনের রসিকতা?'

'ঠাট্টা নয়—অ্যালেন কুপার কে? তোর কাছে এ নামটার কি কোনো অর্থ আছে?'

হাই তুলে বই বন্ধ করলো নীলি। অতি যত্নে পাতা মুড়লো বইটার। তারপর বললো, 'বেশ, তুমি যখন খেলবে বলেই ঠিক করেছো, তখন তাই হোক।···অ্যালেন কুপার একটি অতি চমৎকার ছেলে, যার সঙ্গে তুমি সপ্তাহে তিন-চার দিন রাত্রিবেলা ডেট করতে বেরোও। আমার জানালা থেকে ওকে যতোটুকু দেখেছি তাতে বলা যায়, ও ঠিক ক্যারি গ্রাণ্টের মতো নয়। তবে ওর ওপরে আস্থা রাখা চলে।'

'তাহলে তুই কখনও অ্যালেন কুপার সম্পর্কে কিছু শুনিস নি?'

'না। কেন, শোনা কি উচিত ছিলো? উনি কি কোনো ছবিটবিতে ছিলেন নাকি? আমি গ্যারি কুপার আর জ্যাকি কুপা-

রের কথা জানি। কিন্তু অ্যালেন কুপার…' কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো নীলি।

'ঠিক আছে— যা, তুই বই-ই পড়তে থাক।' অ্যানি দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

'তুমি দেখছি আজ রাত্তিরে অদ্ভুত কাণ্ডভাণ্ড করছো। কি ব্যাপার, এক পাত্তর গিলেটিলে আসো নি তো?'

'না। ঠিক আছে, কাল দেখা হবে।'

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ঘটনাগুলোকে মনে সাজিয়ে নিচ্ছিলো অ্যানি। অ্যালেন তাহলে একটা সামান্য ইনস্যুরেন্স এজেন্ট নয়—অ্যালেন ধনী। কিন্তু তার কথা ওকে জানতেই হবে, এমন কি কথা আছে? তার সম্বন্ধে আরও খবর ও কেমন করে জানবে?… জর্জ বেলোস। হ্যাঁ, অ্যালেন অথবা অন্য কারুর সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে, তাহলে জর্জ বেলোস তা অবশ্যই জানবেন।

নিজের অফিস ঘরে ওকে ঢুকতে দেখে জর্জ বেলোস বিস্মিত চোখ তুলে তাকালেন, 'আরে! আপনার না বাড়ি খোঁজার কথা?'

'জর্জ, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি? কথাটা ব্যাক্তিগত।'

এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন জর্জ, 'বসুন। একটু কফি নিলে কেমন হয়?' ফ্লাস্ক থেকে ওর জন্যে এক পেয়ালা

কফি ভরে দিলেন উনি, 'এবারে বলুন, আপনি কোনো কারণে বিব্রত বোধ করছেন?'

কফির দিকে তাকালো অ্যানি, 'আচ্ছা জর্জ, আপনি অ্যালেন কুপারকে চেনেন?'

'কে না চেনে?' সতর্ক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো জর্জ, 'আপনি আবার বলে বসবেন না যেন যে আপনি ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন!'

'আমি ওঁকে চিনি। শুনেছি, উনি নাকি যথেষ্ট ধনী।'

'ধনী মানে? ওর যা টাকা-কড়ি আছে, তাতে ধনী না বলে অন্য কোনো শব্দ আবিস্কার করা দরকার। অবিশ্যি ওর বাবা জিনোই সম্রাজ্যটার গোড়াপত্তন করেছিলেন, তাঁর অর্থের নাকি সীমা-পরিসীমা নেই। আর অ্যালেন হচ্ছে তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কাজেই অ্যালেনের কাছ থেকে মেয়েদের সরিয়ে রাখার জন্যে রীতিমতো হাতিমারা বন্দুকের প্রয়োজন হয়। অ্যালেনের সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় হয়ে থাকে, তবে আমি আপনাকে শুধু একটিমাত্র উপদেশই দেবো—ওকে গম্ভীরভাবে নেবেন না···ও একটি আস্ত বদমাশ।'

'কিন্তু দেখে তো দিব্যি ভালো মানুষ বলেই মনে হয়···'

'হ্যাঁ, একেবারে কাচের মতো মসৃণ,' জর্জ হাসলেন। 'তবে আমার ধারণা, তলে তলে ও ওর বাপের মতোই নারী প্রিয়।'

'ধন্যবাদ জর্জ,' অ্যানি উঠে দাঁড়ায়।

'কিন্তু বাড়ী····· ?'

'মিঃ বার্কের জন্যে অ্যাপার্টমেণ্ট পেয়ে গেছি।'

'অ্যাঁ! না না, কি বলছো তুমি···তুমি যে সাড়া জাগিয়ে তুললে হে!' উত্তেজনায় লিয়নের অফিস-ঘরের ঘণ্টি টিপে তাকে ডেকে পাঠালেন হেনরি।

'চাবিটা আমার কাছেই আছে,' অ্যানি বললো, 'মিঃ বার্ক আজ বিকেলে গিয়ে ওটা দেখে আসতে পারেন।'

ঠিকানাটা লিখে নেয় লিয়ন।

'অ্যাপার্টমেণ্টটা আমার ভীষণ দেখার ইচ্ছে হেনরি,' মৃদু হাসলো লিয়ন। 'অ্যানি আমার সঙ্গে গেলে, আপনি কিছু মনে করবেন কি?'

হাত নেড়ে ওদের যাবার ইঙ্গিত দিয়ে ফের কাজে মন দেন হেনরি। ঘর থেকে বেরোবার সময় অ্যানি ওঁর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়।

ট্যাক্সির জানলা দিয়ে একমনে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলো ও। এখন অকটোবরের শেষ কটি মধুর দিন—বাতাসে স্নিগ্ধতার পরশ, ম্লান সূর্যকিরণে বসন্তের আভাস।

ট্যাক্সিটা থেমে গিয়েছিলো। দরজায় অন্য একজন কর্মরত দ্বারোয়ান। অ্যানি বললো, 'আমরা মিঃ কুপারের অ্যাপার্টমেণ্টটা দেখতে এসেছি।'

'মিঃ কুপার আমাকে বলে রেখেছিলেন,' ঘাড় নেড়ে সায় জানালো লোকটা। 'এগারো তলায় উঠে যান।'

চাবিটা লিয়নের হাতে তুলে দেয় অ্যানি, 'আমি লবিতে অপেক্ষা করবো।'

'তার মানে পথপ্রদর্শক বিহীন ভ্রমণ? আরে আসুন, আমি তো আশা করেছিলাম যে ফ্ল্যাটের সমস্ত সুযোগ-সুবিধেগুলো আপনিই আমাকে দেখিয়ে দেবেন।'

অ্যানি অনুভব করলো, ও লাল হয়ে উঠেছে। বললো, 'আমি শুধু এক বারই ওখানে গিয়েছিলাম···আপনার জন্যে ফ্ল্যাটটা দেখতে।'

'তাহলেও আমার চাইতে বেশি জানেন,' সহজ সুরে বললো লিয়ন।

অ্যাপার্টমেন্টের সমস্ত কিছুই পছন্দ হলো লিয়নের। ওখান থেকে বেরিয়ে একটা রেঁস্তোরায় গেল ওরা। ওখানকার কোমল নীলাভ অন্ধকার, মাথার ওপরে কৃত্রিম তারকার মধুর ঝিলিমিলি, আরামদায়ক বসবার আসন—সব কিছুই ভালো লাগছিল অ্যানির। ওরা দু'জন মুখোমুখি বসলো।

'আপনার ব্যাপারে হেনরী খুব আশাবাদী।' লিয়ন বলে।

'কিন্তু উনি আপনাকে নিয়েই সবচে বেশী আশা করেন মিঃ বার্ক।'

'আচ্ছা অ্যানি, এই 'মিস্টার' কথাটা আমরা কি বাদ দিতে পারি না?' ওর হাত ধরলো লিয়ন, 'আমি লিয়ন—শুধু লিয়ন।'

'বেশ তো,' মৃদু হাসলো অ্যানি। 'আপনি আসলে কি করতে চান, বলুন তো?'

'প্রথমত প্রচণ্ড ধনী হতে চাই,' টেবিলের নিচে লম্বা পা দুটো ছড়িয়ে দিলো লিয়ন। 'জ্যামাইকার একটা সুন্দর জায়গায় আমি থাকবো, ঠিক আপনার মতো সুন্দরী কয়েকটি মেয়ে আমার দেখাশুনো করবে, আর আমি বসে বসে যুদ্ধের ওপরে একখানা দারুণ উপন্যাস লিখবো—যা কিনা প্রচণ্ড বিক্রি হবে।'

'আপনি লিখতে চান?'

'অবশ্যই।' কাঁধ নাচালো লিয়ন। 'লেখার কথাটা যুদ্ধের পরেই আমার মাথায় এসেছে। যুদ্ধের আগে আমি ছিলাম সাফল্যের প্রতি নিবেদিত, অর্থ অর্জনই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন বোধহয় কোনো কিছুই আমি তেমন বিশেষ করে চাই না—শুধু একটি জিনিস ছাড়া। এখন আমি প্রতিটি মুহূর্ত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকতে চাই।'

'সেটা আমি বুঝতে পারি,' বললো অ্যানি। 'যুদ্ধে জড়িত যে কোনো মানুষের মনেই অমন অনুভূতি আসা স্বাভাবিক।'

'তাই নাকি? আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম, কোনো মহিলারই হয়তো যুদ্ধের কথাটা মনে পড়ে না।'

'না না, যুদ্ধটা কি জিনিস তা সকলেই বুঝেছে—এ বিষয়ে, আমি নিশ্চিত।'

বিচিত্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো লিয়ন, 'আজ অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে ফেলেছি, যে সমস্ত কথা হয়তো আমার মনেই তালা বন্ধ করে রাখা উচিত ছিলো।' বিল আনতে ইঙ্গিত করে ফের বললো, 'কিন্তু তা না করে, আপনার অনেকটা সময় নিয়ে

নিয়েছি। এবারে বাকি বিকেলটা ইচ্ছেমতো কাটান। নতুন একটা পোশাক কিনুন, চুল বাঁধুন—কিংবা একটি সুন্দরী মেয়ে অন্য যা কিছু করে, তারই কিছু করুন।'

বিকেলটা ছুটি নিলো অ্যানি। ফিফথ্ এভিন্যু দিয়ে আনমনা পথ চলতে চলতে আচমকা এক সময় মনে হলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে—বাড়িতে ফিরে ওকে পোশাক পালটে নিতে হবে। অ্যালেন ওকে তুলে নিতে আসবে। কিন্তু ওর পক্ষে কিছুতেই অ্যালেনকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। এতো শীঘ্রি নিজের মতামতকে খণ্ডন করে আপোস করে নেয়ার কোন অর্থই হয় না। ...ডিনারের সময়েই ওকে কথাটা বলবে অ্যানি। হুট করে বলা চলবে না যে, 'অ্যালেন আমি তোমাকে বিয়ে করছি না।' খাবার সময় ধীরে সুস্থে বলতে হবে কথাটা।

কিন্তু ব্যাপারটা ততো সহজ হলো না। এখন আর নিরিবিলি সস্তা ফরাসী রেস্তোঁরা নয়, কারণ অ্যালেনের পক্ষে এখন আর আত্মপরিচয় গোপন করার কোনো প্রয়োজন নেই। 'টুয়েন্টি ওয়ান'-এ গিয়ে ঢুকলো ওরা। পরিচারকরা নত হয়ে অভিবাদন জানালো অ্যালেনকে, সবাই নাম ধরে ডাকতে লাগলো। এখানকার সমস্ত লোকই যেন অ্যালেনের পরিচিত।

হাতঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে আচমকা বিল দেবার জন্যে ইঙ্গিত করলো অ্যালন।

'অ্যালেন!'

'বলো, আমি শুনছি,' পরিচারকের দিকে ফের ইঙ্গিত করলো অ্যালেন।

'কাল রাত্তিরে তুমি আমাকে যা বলেছিলে, কথাটা সেই সম্পর্কে।··· অ্যালেন, তোমাকে আমি খুবই পছন্দ করি, কিন্তু···'

'ওহো, কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছো। ফ্ল্যাট ইজারা নেবার কাগজপত্রগুলো আমি লিয়ন বার্ককে পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ বিকেলেই ও'র সঙ্গে কথা হলো। কথাবার্তা শুনে কিন্তু দিব্যি ভালোই লাগলো ভদ্রলোককে। উনি ইংরেজ, তাই না?'

'ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছেন। কিন্তু অ্যালেন, শোনো···'

অ্যালেন উঠে দাঁড়ায়, 'কথাটা ট্যাক্সিতেই বলতে পারো।'

'লক্ষ্মীটি অ্যালেন, বোসো। কথাটা আমি এখানেই বলতে চাই।'

মৃদু হেসে অ্যানির কোটটা এগিয়ে ধরে অ্যালেন, 'ট্যাক্সির ভেতরটা অন্ধকার···আরও রোমান্টিক। তাছাড়া আমাদের দেরী হয়ে গেছে।'

অসহায়ভাবে উঠে দাঁড়ায় অ্যানি, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'মরোক্কোতে,' ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসে অ্যালেন। ট্যাক্সিতে বসে সামান্য হেসে বলে, 'আমার বাবা মরোক্কোতে রয়েছেন। আমি ও'কে বলেছিলাম তোমাকে নিয়ে একবারটি ওখানে হয়ে যাবো।···এবারে বলো, কি বলবে।'

'অ্যালেন, তুমি আমার সম্পর্কে যেমন করে চিন্তা করো, সে জন্যে আমি গর্বিত। তোমার মতো এতো সুন্দর মানুষের সঙ্গে আমার বোধহয় এ পর্যন্ত আর পরিচয় হয়নি। কিন্তু…' এল মরোক্কোর নিয়ন বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেয়ে অ্যানির পরবর্তী কথাগুলো দ্রুত বেরিয়ে আসে, 'কিন্তু বিয়ে…কাল রাতে তুমি যা বলেছিলে… আমি দুঃখিত অ্যালেন, আমি…

'সু-সন্ধ্যা মিঃ কুপার,' এল মরোক্কার দ্বাররক্ষী ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'আপনার বাবা ভেতরে আছেন।'

'ধন্যবাদ পিট,' একখানা নোট হাত বদল হয়ে যায়। ওকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে অ্যালেন।

পানশালার কাছে বিশাল একটা গোল টেবিলের ধারে এক দঙ্গল লোকের সঙ্গে বসেছিলেন জিনো কুপার। অ্যালেনকে উনি হাত নেড়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিবার জন্যে ইঙ্গিত জানালেন। পরিচালক কিন্তু ওদের দেয়ালের কাছ বরাবর অন্য একটা টেবিলের দিকে নিয়ে গেল। জিনো তৎক্ষণাৎ এসে যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে। পরিচয় আদান-প্রদানের জন্যে একটুও অপেক্ষা না করে উনি অ্যানির হাত খানা তুলে নিয়ে সজোরে চাপ দিতে লাগলেন, 'তা হলে এই সেই মেয়ে, অ্যাঁ?' আস্তে করে শিস দিলেন জিনো, 'নাঃ তুমি ঠিকই বলেছো বাছা, এমন মেয়ের জন্যে অবশ্যই অপেক্ষা করে থাকা যায়।… ওরে কে আছিস, খানিকটা শ্যাম্পেন নিয়ে আয়—' অ্যানির দিক থেকে চোখ না তুলেই আদেশ দিলেন তিনি।

'অ্যানি পান করে না,' অ্যালেন বললো।

'আজ রাতে করবে,' আন্তরিক সুরে বললেন জিনো, 'আজ রাতে পান করার মতো কারণ আছে।'

মৃদু হাসলো অ্যানি। জিনোর উষ্ণতা রীতিমতো সংক্রামক।

'আমাদের পরিবারের নতুন মহিলাটির উদ্দেশ্যে,' এক চুমুকে-আধ গ্লাস শ্যাম্পেন খালি করে দিয়ে হাতের উল্টো পিঠে মুখটা মুছে নিলেন জিনো। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ক্যাথলিক?'

'না, আমি···'

'তাহলে অ্যালেনকে বিয়ে করার সময় তোমাকে ধর্ম পালটাতে হবে।'

'মিঃ কুপার, অ্যালেনকে আমি বিয়ে করছি না।' এই তো। জোরালো এবং স্পষ্টভাবে কথাটা বলেছে অ্যানি।

'কেন?' জিনোর চোখ দুটি কুঁচকে ওঠে, 'তুমি কি ক্যাথলিক বিরোধী নাকি?'

'আমি কোনো কিছুরই বিরোধী নই।'

'তাহলে আটকাচ্ছেটা কোথায়?'

'আমি অ্যালেনকে ভালোবাসি না।'

প্রথমটাতে জিনো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যালেনের দিকে, 'মেয়েটি এসব কি ছাইপাঁশ বলছে হে?'

'বলছে, ও এখনও আমার প্রেমে পড়েনি।' জবাব দিলো

অ্যালেন।

'এটা কি রসিকতা, না অন্য কিছু? আমার তো মনে হয় তুমি বলছিলে, তুমি ওকে বিয়ে করছো।'

'বলেছিলাম এবং করবো। কিন্তু ও যাতে আমাকে ভালোবাসে, প্রথমে তাই করবো।'

'তোমরা দুটোতেই কি পাগল, না অন্য কিছু?'

'আমি তো তোমাকে বলেছি, বাবা—' অ্যালেন মিষ্টি করে হাসলো, 'গতকাল রাত্রি অব্দি অ্যানির ধারণা ছিলো, আমি বীমাসংস্থায় সংগ্রামরত সামান্য একটা এজেন্ট। ওর চিন্তা ভাবনাগুলোকে এখন নতুন করে সাজিয়ে নিতে হবে।'

'কি আবার সাজাবে?' জানতে চাইলেন জিনো, 'টাকা-পয়সা আবার কবে থেকে অসুবিধের জিনিস হলো, শুনি?'

'প্রেমের ব্যাপারে আমরা কোনদিনই আলোচনা করিনি, বাবা। আমার মনে হয় না, অ্যানি কখনও আমাকে গভীর ভাবে নেবার কথা চিন্তা করেছে। পাছে আমি চাকরিটা খুইয়ে ফেলি, এই দুশ্চিন্তাতেই ও বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে অ্যানির দিকে তাকালেন জিনো, 'অ্যালেন আমাকে যেমন বলেছে, তুমি কি সত্যি সত্যিই ওর সঙ্গে গত সপ্তাহগুলোতে তেমনি করে বেড়িয়েছো, অখাদ্য রেঁস্তোরাগুলোতে বসে খেয়েছো?'

সামান্য হাসলো অ্যানি। ...জিনোর কণ্ঠস্বর রীতিমতো চড়া। অ্যানি অনুভব করছিলো, ঘরের অর্ধেক লোক ওদের কথা-

বার্তা উপভোগ করছে।

উরুতে চাপড় মেরে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন জিনো, 'এটা কিন্তু চমৎকার ব্যাপার!' নিজের জন্যে আরও খানিকটা শ্যাম্পেন ঢেলে নিলেন উনি। 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আমাদের পরিবারে তুমি সুস্বাগত।'

'কিন্তু অ্যালেনকে আমি বিয়ে করছি না।'

কথাটা খারিজ করে দেবার ভঙ্গিমায় হাত নাড়লেন জিনো, 'দ্যাখো বাপু, ছটা সপ্তাহ ধরে যদি তুমি ওই বদ খাদ্যগুলো গিলতে পারো, অ্যালেনকে একটা হতভাগা ভূষোমাল হিসেবেও মেনে নিতে পারো—তাহলে এখন তুমি ওকে নিশ্চয়ই ভালো-বাসবে।' পাতলা চেহারার একটি যুবাপুরুষ আচমকা কোত্থেকে যেন হাজির হয়ে নিঃশব্দে ওদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে-ছিলো। তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন জিনো, 'আরে রোনি যে!' অ্যানির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে রোনি উলফ্।' পরক্ষণেই শূন্যে আঙুল দুলিয়ে বললেন, 'ওহে, রোনির চিরাচরিত পানীয় এনে দাও।' শূন্য থেকেই যেন একজন পরিবেশক হাজির হয়ে এক পাত্র কফি আগন্তুকের সামনে এনে রাখলো।

'তুমি আবার বলে বোসো না যেন যে তুমি রোনির নাম শোনোনি,' জিনো অ্যানির দিকে তাকিয়ে গর্বিত সুরে বললেন, 'কাগজে ওই কলমটা সবাই পড়ে।'

'অ্যানি নিউইয়র্কে নতুন,' অ্যালেন দ্রুত বললো, 'ও শুধু

টাইমসের কথাই জানে।'

'ভালো পত্রিকা।' কালো চামড়ায় বাঁধানো ছোট্ট একখানা জীর্ণ খাতা বের করে কালো কুচকুচে চোখে অ্যালেন এবং জিনোর দিকে তাকায় লোকটা, 'বেশ এবারে ওঁর নামটা বলুন। আর ওর ওপরে দাবিটা কার, সেটাও জানিয়ে দিন —পিতার, না পুত্রের?'

'এবারে দাবিটা দুজনেরই,' জিনো বললেন, 'এই ছোট্ট মেয়েটি শীঘ্রিই আমার সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছে। নাম অ্যানি ওয়েলশ্— বানানটা ঠিক মতো লিখো রোনি··· ওর সঙ্গে অ্যালেনের বিয়ে হচ্ছে।'

রোনি শিস দিয়ে ওঠে, 'একেবারে জোর খবর! শহরের নতুন মডেলের বিরাট পুরস্কার বিজয়! না কি অভিনেত্রী? বলবেন না, দেখি আমি নিজেই অনুমান করতে পারি কি না···আচ্ছা, আপনি কি টেক্সাস থেকে আসছেন?'

'আমি ম্যাসাচুসেট থেকে এসেছি, অফিসে কাজ করি,' অ্যানি শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো।

রোনির চোখ দুটো ঝিলমিল করে ওঠে, 'আশা করছি এর-পরেই আপনি বলবেন যে আপনি টাইপ করতে পারেন।'

'সেটা আপনার কলমের পক্ষে তেমন একটা কিছু খবর হবে বলে আমার মনে হয় না। তাছাড়া আমার মনে হয়, আপ-নার জানা উচিত যে অ্যালেন আর আমি···'

'শোনো অ্যানি,' জিনো বলে ওঠেন, 'রোনি একজন বন্ধু

লোক।'

'না, না— ও'কে বলতে দিন,' প্রায় শ্রদ্ধা জড়িত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে রোনি।

'নাও, নাও—আর একটু শ্যাম্পেন নাও,' বলতে বলতে জিনো অ্যানির গ্লাসটা ভরে দিলেন।

রাগ সামলাবার প্রচেষ্টায় গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো অ্যানি। ও প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করছিলো, অ্যালেনকে ও বিয়ে করছে না। কিন্তু ও বুঝতে পারছে, জিনো স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই ওকে থামিয়ে দিচ্ছেন এবং হয়তো আবারও তাই করবেন।

'কার হয়ে কাজ করেন আপনি?' রোনি প্রশ্ন করলো।

'হেনরি বেলামি,' অ্যালেন বললো, 'তবে কাজটা অস্থায়ী।'

'অ্যালেন!' ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমায় ওর দিকে ফিরে তাকায় অ্যানি। আর রোনি তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দেয় ওকে।

'দেখুন মিস ওয়েলশ, প্রশ্ন করাটাই আমার কাজ।' রোনির মুখে অন্তরঙ্গ হাসির ছোঁয়া, 'আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। নিউইয়র্কে অভিনেত্রী অথবা মডেল হতে আসে নি, এমন মেয়ের দেখা পাওয়া সত্যিই বড়ো স্বস্তিকর। আপনার যা রূপ, তাতে আপনি ইচ্ছে করলেই নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারেন।'

'ও কাজ করতে চাইলে ওকে আমরা একটা পুরো মডেলিং এজেন্সীই কিনে দেবো,' গম্ভীর গলায় জিনো বললেন। 'কিন্তু

ও শুধু ঘর-গৃহস্থালী করবে, আর বাচ্চা বিয়োবে।'

'মিঃ কুপার—' অ্যানির সমস্ত মুখ জ্বালা করে ওঠে।

সেই মুহূর্তে রোনি সামান্য হেসে বললো, 'জিনো, আপনার বান্ধবী এসে গেছেন। উনি কি খবরটা জানেন?'

'এই হচ্ছে অ্যাডেল মার্টিন।' দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিনো বললেন, 'বোসো খুকুমণি। বসে আমার ছেলের প্রেয়সী অ্যানি ওয়েলসকে একটু কুশল সম্ভাষণ করো।'

বিস্ময়ে অ্যাডেলের পেন্সিলে আঁকা ভ্রূজোড়া ধনুকের মতো ওপরের দিকে উঠে গেলো। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে জিনোর পাশে বসে, অ্যানিকে এক টুকরো ক্ষীণ হাসি উপহার দিয়ে বললো, 'কি করে কাজটা হাসিল করলে ভাই? আমি তো গত সাত মাস ধরে এই বেবুনটাকে বিয়ের আসরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। আমাকে তোমার মন্তরটা একটু শিখিয়ে দাও না, তাহলে দুটো উৎসবই দিব্যি একসঙ্গে করা যাবে!'

রোনি মৃদু হাসলো। তারপর বিদায় জানাবার ভঙ্গিতে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। অ্যানি লক্ষ্য করলো, ও অন্য একটা টেবিলে গিয়ে যোগ দিতেই আর একজন পরিবেশক দ্রুত আর এক পাত্র কফি ওর সামনে এনে রাখলো। কফির পেয়ালায় ধীরে সুস্থে চুমুক দিয়ে কালো খাতাটা বের করে দরজার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটা, যাতে প্রতিটি নতুন আগন্তুককেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে পারে।

'রোনি কিন্তু চমৎকার লোক,' অ্যানির দৃষ্টি লক্ষ্য করে অ্যালেন বললো।

'একেবারে ব্যস্তবাগীশ!' খিঁচিয়ে উঠলো অ্যাডেল।

'আসলে আমরা বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুত হতে যাচ্ছি, এ খবরটা ছাপিয়ে দেবার জন্যেই তুমি ওর ওপরে এতো খাপ্পা,' জিনো টিপ্পনী কাটলেন।

'ওঃ কি সাংঘাতিক মানুষ! আমাকে একেবারে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছিলো!' জিনোর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো অ্যাডেল, 'আচ্ছা, সেটা হলেই বা কেমন হয়? বিয়ের আসরে অ্যালেন তোমার আগে বর সেজে যাবে, তুমি ওর কাছে হেরে যাবে—তুমি তা নিশ্চয়ই হতে দিতে পারো না?'

'বিয়ের আসরে আমি গিয়েছিলাম অ্যাডেল। কিন্তু রোজানা মারা যাবার পরেই আমার বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে গেছে। একজন পুরুষের কেবল একটিই স্ত্রী থাকতে পারে।··· রোমান্স? তা যতো খুশি হোক না, কিন্তু স্ত্রী শুধু একজন।'

'এ নিয়মটা কে বানিয়েছে, শুনি?' অ্যাডেল প্রশ্ন করলো।

'ও কথা ভুলে যাও অ্যাডেল,' শীতল কণ্ঠে জিনো বললেন। 'তা ছাড়া আমি আবার বিয়ে করলেও, সে মেয়ে তুমি হতে পারো না—কারণ তোমার একবার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।'

অ্যাডেলকে বিষন্ন হতে দেখে জিনো পরমুহূর্তেই বললেন, 'ওহো, ভালো কথা মনে পড়েছে, অ্যাডেল। আরভিঙ্‌কে আমি আসছে কাল তোমার বাড়িতে দুটো কোট নিয়ে যেতে

বলেছি। যেটা পছন্দ হয়, নিয়ে নিও।'

সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাডেলের অভিব্যক্তি পালটে যায়, 'দুটোই মিস্ক?'

'তা ছাড়া আবার কি? মাস্করাটও হতে পারে।'

'ওঃ জিনো…' অ্যাডেল ও'র কাছে ঘন হয়ে এগিয়ে আসে, 'মাঝে মাঝে তুমি আমাকে অ্যাত্তো খেপিয়ে দাও, তবু তোমাকে আমার ক্ষমা করতেই হয়। তোমাকে অ্যাত্তো ভালোবাসি আমি।' বলেই টুপ্ করে জিনোর গালে চুমু খায়।

অ্যালেনের বাহুতে আস্তে করে টোকা দিলো অ্যানি, 'অ্যালেন, রাত একটা বাজে। এবারে আমাকে বাড়িতে ফিরতে হবে।'

'বাড়ি?' জিনোকে বিস্ময়ে বিভ্রান্ত বলে মনে হলো, 'কি জঘন্য কথা। পার্টিটা সবেমাত্র চালু হতে শুরু করেছে।'

'কাল আমাকে কাজ করতে হবে মিঃ কুপার।'

জিনো উদার হাসি ছড়ালেন, 'খুকুমণি, আমার বাছাকে খুশি করা ছাড়া তোমাকে আর কক্ষনো কিছু করতে হবে না। ওকে চুমু খাবে, ওর সাথে শুবে—এগুলোই শুধু করতে হবে।'

'কিন্তু আমার একটা চাকরি আছে—'

'ছেড়ে দাও,' চতুর্দিকে শ্যাম্পেন বিতরণ করতে করতে জিনো বললেন।

'চাকরি ছেড়ে দেবো?'

'কেন ছাড়বে না?' এবারে প্রশ্ন করলো অ্যাডেল মার্টিন। 'জিনো আমাকে বিয়ে করবে বললে, আমি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত উন্নতির আশা ছেড়ে দেবো।'

'আমি আমার কাজকে ভালোবাসি। ওভাবে আমি কাউকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসবো না।'

'হ্যাঁ, কর্মদাতার একটা নোটিশ অন্তত পাওয়া উচিত,' জিনো বললেন। 'ঠিক আছে, কাল তাহলে ওঁকে বলে দাও—উনি যাতে অন্য কাউকে খুঁজে নিতে পারেন, সেজন্যে একটা সুযোগ দাও।' পরিচারককে বিল আনতে ইঙ্গিত করলেন জিনো।

কোটটা পরিয়ে নিতে নিতে অ্যানি ভাবলো, বাড়িতে যাবার সময় ট্যাক্সিতে ও যখন অ্যালেনকে একা পাবে, তখনই বিষয়-টার মীমাংসা করে নেবে। কিন্তু ট্যাক্সি নয়, চালক শুদ্ধ্ কালো রঙের একটা ঢাউস গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। জিনো ওদের গাড়িতে উঠতে ইঙ্গিত করলেন। অ্যানির বাড়ির সামনে গিয়ে থেমে গেলো গাড়িটা। অ্যাডেল আর জিনো গাড়িতেই রইলেন, অ্যালেন দরজা অব্দি এগিয়ে এলো ওর সঙ্গে।

'অ্যালেন,' অ্যানি ফিসফিসিয়ে বললো, 'তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার।'

একটু ঝুঁকে আলতো করে ওকে একটা চুমু দিলো অ্যালেন, 'আমি জানি, আজ রাতে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু আর এমনটি হবে না। তোমার সঙ্গে জিনোর দেখা হওয়ার দরকার ছিলো, সেটা হয়ে গেছে। কাল শুধু আমরা দুজনে বেরুবো।'

'জিনোকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু অ্যালেন, ওঁকে তোমার বলতে হবে।'

'কি বলতে হবে ?'

'বলতে হবে আমি তোমাকে বিয়ে করছি না। আমি কক্ষনো বলিনি, করবো।'

'অ্যানি·· তুমি কি অন্য কাউকে ভালোবাসো ?'

'না—কিন্তু···'

'ব্যাস, সেটুকুই যথেষ্ট। তুমি আমাকে শুধু একটা সুযোগ দাও। কাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি তোমাকে তুলে নেবো,' ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আলতো করে ওকে চুমু দিলো অ্যালেন। তারপর এক ছুটে সিঁড়ি পেরিয়ে নিচে নেমে গেলো।

গাড়িটা উধাও হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলো অ্যানি। সিঁড়ি পেরিয়ে নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। দরজায় একটা সাদা লেফা আঠা দিয়ে লাগানো। তাতে ছেলেমানুষী অক্ষরে লেখা : 'যতো রাতই হোক, ফিরে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ো। জরুরী। নীলি।'

ঘড়ির দিকে তাকালো অ্যানি। রাত দুটো। কিন্তু 'জরুরী' কথাটার নিচে দাগ দেওয়া রয়েছে। পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে নীলির দরজায় আলতো করে টোকা দিলো অ্যানি, মনে ক্ষীণ আশা—নীলি হয়তো এ আওয়াজ শুনতে পাবে না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই খাটের ক্যাঁচক্যাঁচে আওয়াজ শোনা যায়, দরজার নিচে রুপোলী আলোর রেখা ফুটে ওঠে, চোখ কচলাতে কচলাতে নীলি দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ায়।

'ওফ্, কটা বাজে বলো তো ?'

'অনেক দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু তুই লিখেছিস দরকারটা জরুরী।'

'হ্যাঁ, এসো—ভেতরে এসে পড়ো।'

'কাল অব্দি অপেক্ষা করলে হয় না? আমিও ভীষণ ক্লান্ত রে নীলি।'

'আমি এখন একদম জেগে গেছি। আর শীতে জমে যাচ্ছি!' অ্যানি ওকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকতেই ও বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে চাদরের নিচে ঢুকে পড়লো। তারপর হাঁটু উঁচু করে বসে মুচকি মুচকি হেসে প্রশ্ন করলো, 'কথাটা কি হতে পারে অনুমান করো!'

'নীলি—হয় বল, নয়তো আমাকে ঘুমোতে যেতে দে।'

'আমরা শো'টা পেয়ে গেছি!'

'চমৎকার।···নীলি, তুই যদি কিছু মনে না করিস, তো এবারে আমি···'

'ব্যাস, শুধু এই? শুধু চমৎকার? আমরা হিট দ্য স্কাইতে ঢুকতে পেলাম··· আমার জীবনে সব চাইতে বড়ো ঘটনাটা ঘটলো, আর তুমি কিনা স্রেফ উড়িয়ে দিলে কথাটা?'

'তোর জন্যে আমি রোমাঞ্চিত,' জোর করে কণ্ঠস্বরে খানিকটা উৎসাহের সুর ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে অ্যানি। 'কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা এতো ভয়ংকর ভাবে কেটেছে, যে···

'কি হয়েছে?' নীলি তৎক্ষণাৎ সচকিত হয়ে উঠে। 'অ্যালেন কি তাজা হতে চেষ্টা করেছিলো নাকি?'

'না, ও আমাকে বিয়ের কথা বলেছে।'

'তাতে ভয়ংকরের কি হলো?'

'আমি ওকে বিয়ে করতে চাই না।'

'তা হলে সে কথা ওকে বলে দাও!'

'বলেছি, ও শুনবে না।'

নীলি ক'াধ ঝ'াকালো, 'কাল আবার বোলো।'

'কাল পত্রিকায় খবরটা বেরিয়ে যাবে।'

'তুমি আবার অদ্ভুত কথাবার্তা বলছো,' নীলি বিচিত্র দৃষ্টিতে অ্যানির দিকে তাকালো, 'তুমি সামান্য একটা ইনস্যুরেন্সের লোককে বিয়ে করছো, এ খবরটা কোনো সাংবাদিক ছাপাতে যাবে কেন বলো তো?'

'তার কারণ, সেই সামান্য লোকটা আসলে একজন কোটি-পতি।'

অবশেষে নীলি যখন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলো, তখন বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সারা ঘরময় আনন্দে নেচে বেড়াতে লাগলো। 'ওফ্ অ্যানি! তুমি তো মেরে দিয়েছো!'

'কিন্তু অ্যালেনকে আমি ভালোবাসি না, নীলি!'

'ওর যা টাকা আছে, তাতে ওকে ভালোবাসতে শেখাটা সহজ হবে।'

'কিন্তু আমি বিয়ে করতে বা চাকরি ছাড়তে চাইনে। এই প্রথম আমি নিজের ইচ্ছেমতো চলছি, মাত্র দু মাস হলো স্বাধীনতা পেয়েছি···এ আমি ছেড়ে দিতে রাজী নই।'

'স্বাধীনতা! একে তুমি স্বাধীনতা বলো?' নীলি তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ওঠে। 'একটা বিশ্রী ঘরে থাকা, সকাল সাতটার সময় উঠে তাড়াহুড়ো করে অফিসে ছোটা, ড্রাগস্টোরে বসে লাঞ্চ খাওয়া, কিংবা কখনো সখনো বেলামি আর তার কোনো মক্কেলের সঙ্গে জুটে টুয়েন্টি ওয়ানে যাওয়া আর কালো রেশমের কোট পরে শীতে জমে যাওয়া—এর নাম স্বাধীনতা? বিয়ে করলে কি এমন ত্যাগ করতে হচ্ছে তোমাকে?'

'নীলি, ব্যাপারটা আমি অন্যভাবে বলছি—শোন। তুই এখন আনন্দে টইটুম্বুর হয়ে রয়েছিস, তার কারণ তুই হিট দ্য স্কাইতে ঢুকছিস। ধর, কয়েক সপ্তাহ মহলার পর তোর জীবনে অ্যালেনের মতো কেউ একজন এসে তোকে বিয়ে করতে চাইলো, শোটা শুরু হবার আগে তোকে তার থেকে বের করে দিতে চাইলো। তুই কি তাতে রাজী হবি?'

'হবো না? এতো তাড়াতাড়ি হবো যে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।'

অ্যানি নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এতো ক্লান্ত যে তর্ক করারও ইচ্ছে নেই। শুধু বললো, 'আমি চলি রে নীলি, শুভ রাত্রি। কাল আমরা ওই নিয়ে কথা বলবো।'

ঘড়ির সংকেতর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিকভাবে

ঘুম ভাঙলো অ্যানির।

দ্রুত বেশবাস সেরে নেয় সে। অফিসে পৌঁছেই ও অ্যালেনকে টেলিফোন করবে। তারপর বিষয়টার পুরোপুরি নিষ্পত্তি করে ফেলবে।

অ্যানি অফিসে পৌঁছেই একটা হট্টগোলের মাঝে পড়ে গেলো। ক্যামেরাম্যান আর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতে করতে ঝাঁঝরা করে ফেললো ওকে। একের পর এক ফ্লাশ জ্বলতে লাগলো। অ্যানি চিৎকার করে উঠতে চাইছিলো। লোকগুলোকে কোন-ক্রমে এড়িয়ে হেনরি বেলামির অফিস ঘরে ঢুকতেই লিয়ন বার্কের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে ও সবেমাত্র কথা বলতে শুরু করেছে, তার মধ্যেই দরজাটা সজোরে খুলে গেলো। লোক-গুলো এখানেও অনুসরণ করেছে ওকে। ওদিকে হেনরি মৃদু হেসে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ওকে, লিয়নের মুখেও হাসির ছোঁয়া।

পিতৃসুলভ স্নেহে হেনরি নিজের একখানা হাত দিয়ে ওকে বেষ্টন করে ধরলেন, 'এসবে তোমাকে অভ্যস্ত হতে হবে অ্যানি প্রতিদিন তো আর কোনো মেয়ে একজন লাখোপতির সঙ্গে বাগ্দত্তা হয় না!' অ্যানির শরীরে কম্পন অনুভব করে নিজের বন্ধন দৃঢ়তর করলেন হেনরি, 'এসো, একটু আরাম করে বসে একটা বিবৃতি দাও। শত হলেও এ ছেলেগুলো এই করেই রুজিরোজগার করছে।'

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলো অ্যানি, 'কি চান আপনারা?'

ফের এক হাতে অ্যানিকে জড়িয়ে ধরলেন হেনরী, 'বন্ধুগণ, আপনারা আর একখানা ছবি তুলে নিন। এর শিরোনামা আপনারা দিতে পারেন : হেনরি বেলামি তাঁর নতুন লাখো-পতি সচিবকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।'

আরও ফ্লাশ জ্বললো।

তারপর হেনরি ওদের সঙ্গে করমর্দন করলেন, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে অফিস ঘরের বাইরে নিয়ে চললেন। দরজাটা বন্ধ হতেই অ্যানি শুনতে পেলো হেনরী বলছেন, 'হ্যাঁ, এই অফিসেই ওদের দেখা হয়েছিলো…'

হতভম্বের মতো বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে অ্যানি। এই আকস্মিক নিস্তব্ধতা যেন ওই বিভ্রান্তির চাইতেও অলীক। লিয়ন এগিয়ে এসে একটা ধরানো সিগারেট ওর হাতে তুলে দেয়। অনেকটা ধোঁয়া একসঙ্গে ভেতরে টেনে নিয়ে কেশে ওঠে অ্যানি।

'ঘটনাটা একটু সহজ ভাবে নিন,' মৃদু স্বরে ওকে বললো লিয়ন। 'আমি অ্যালেন কুপারকে বিয়ে করছি না।'

'ঘাবড়াবেন না। আসলে প্রথম পৃষ্ঠার প্রচারে সবাই ভয় পেয়ে যায়।'

ব্যস্তসমস্ত ভাবে অফিস ঘরে ফিরে এলেন হেনরি, 'তাহলে গতকাল তুমি আমাকে অমন ভাবে বোকা হতে দিলে কেন শুনি? ছোকরা এতো গভীরভাবে ব্যাপারটা নিয়েছে জানলে আমি কক্ষনো ও সমস্ত কথা বলতাম না।'

'অ্যানির একটা দুর্লভ প্রতিভা আছে,' লিয়ন বললো, 'ও অন্যকে দিয়ে কথা বলিয়ে নেয়।'

'আমি এক্ষুনি এজেন্সীতে ফোন করবো,' হেনরি বললেন। তোমার নিশ্চয়ই এখন অনেক কাজকর্ম থাকবে। যাকগে, অফিসের কথা ভেবে তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, আমরা সামলে নেবো। অন্য কাউকে খুঁজে নেবো আমি।'

'তার মানে আমি চাকরিটা ছেড়ে দেবো বলে আপনি আশা করছেন?' অ্যানির কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে ওঠে।

ওর দু কাঁধে হাত রেখে হেনরি অন্তরঙ্গভাবে হাসলেন, 'এ সব এখনও তোমার মাথায় ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে না। দাঁড়াও না, তোমার বিয়ের লিষ্টি শুরু করা অব্দি অপেক্ষা করো—তখন দেখবে, তোমার নিজেরই একটি সেক্রেটারীর দরকার হবে।'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'আমি চলি,' লিয়ন বললো, 'হেনরী একটু ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে বিদায় জানাবেন।' অ্যানির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো লিয়ন, 'আপনার সৌভাগ্য কামনা করি।'

দরজাটা বন্ধ হতেই হিনরীর দিকে ফিরে তাকায় অ্যানি, 'আমি এসব বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনাদের দুজনের কারুরই যেন এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই!'

'নেই?' হেনরিকে বিভ্রান্ত দেখায়, 'অবশ্যই আছে। তোমার জন্যে আমরা ভীষণ ভাবে আনন্দিত।'

'লিয়নেরও কোনো চিন্তা নেই!' অ্যানি অনুভব করলো, ফের

ওর গলা ভারি হয়ে উঠেছে।

'লিয়ন?' হেনরি যেন হতবুদ্ধি হয়ে উঠলেন, 'লিয়ন কেন চিন্তা করবে? মিস স্টেইনবার্গ ওর চিঠিপত্রের দিকে নজর রাখেন…' আচমকা থেমে গেলেন উনি, অভিব্যাক্তি পালটে গেলো ও'র। প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, 'না অ্যানি। একটা হত-কুচ্ছিৎ লাঞ্চ খেয়েই তুমি ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে?'

'ঠিক তা নয়,' অ্যানি অন্য দিকে ওর দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। 'আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম…ভেবেছিলাম, আমরা বন্ধু…'

চামড়ার কৌচে শরীর ডুবিয়ে বসলেন হেনরি, 'এদিকে এসো।' অ্যানি কাছে গিয়ে বসতেই ওর হাতদুটি তিনি নিজের মুঠোয় তুলে নিলেন, 'দ্যাখো অ্যানি, আমার ছেলে থাকলে আমি চাইতাম, সে যেন ঠিক লিয়নের মতো হয়। কিন্তু মেয়ে থাকলে তাকে বলতাম, সে যেন লিয়নের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে।'

'ঠিক স্পষ্ট হলো না…'

'দ্যাখো, কিছু ভেবে বলছি না—কোনো কোনো পুরুষ মেয়েদের কাছে একেবারে দুঃসংবাদ। অ্যালেনও ঠিক তেমনি ছিলো, কিন্তু তুমি তাকে সেখান থেকে সরিয়ে এনেছো।'

'কোন্ হিসেবে দুঃসংবাদ?' অ্যানি প্রশ্ন করলো।

হেনরী কাঁধ ঝাঁকালেন, 'সব কিছুই তাদের কাছে বড় সহজে আসে। অ্যালেনের কাছে আসে তার অর্থের জন্যে। আর লিয়নের ব্যাপারে সেটা হয়, তার কারণ সে ভারি সুপুরুষ।'

'অ্যালনেকে আমি ভালোবাসিনে, হেনরি।'

'কিন্তু লিয়নের সঙ্গে একটা লাঞ্চের পরেই তোমরা একেবারে প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠলে?'

'সেটা সত্যি নয়। তাছাড়া এখন আমি অ্যালেনের কথা বলছি। তাকে আমি ভালোবাসিনে। লিয়নের সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই।'

'বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসার মতো তো ডজন ডজন লাখোপতি রয়েছে। যাই হোক, সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পুরো মিটে যাবে—অ্যালেন তখন অন্য কারুর সঙ্গে ডেট করতে শুরু করবে। তুমি আশা করছো লিয়ন তখন তোমাকে নিয়ে বেরুবার প্রস্তাব করবে।...প্রথমটাতে, হয়তো মাসখানেকের জন্যে ব্যাপারটা কিন্তু দারুণ হবে। তারপর একদিন আমি এসে দেখবো, তোমার চোখ দুটো পুরো লাল। তুমি আমাকে একটা মাথাধরার গল্প বানিয়ে বলবে, কিন্তু তোমার চোখ কিন্তু সেই লালই থেকে যাবে। কাজেই আমি তখন অ্যালেনের সঙ্গে কথা বলবো। সে কাঁধ নাচিয়ে বলবে, 'হ্যাঁ, মেয়েটির সঙ্গে আমি অবশ্যই ডেট করেছিলাম, আর ওকে আমি পছন্দও করি যথেষ্ট। কিন্তু ও ঠিক আমার যোগ্য নয়। আপনি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখবেন? কথা বলে, ওকে আমার পেছন থেকে সরিয়ে দিন।' বুঝলে কিছু?

টেলিফোন বেজে উঠলো। স্বয়ংক্রিয় ভাবেই অ্যানি সেটা তুলে নেবার জন্যে এগোলো। হেনরি ওকে হাত নেড়ে সরিয়ে

দিলেন, 'তুমি বোসো। মনে রেখো, তুমি আর এখানে কাজ করছো না।' ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেলেন উনি, 'হ্যালো— হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইনটা ওকে দিন। ...বলো, জেনিফার। হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে গেছে। কি বলছো? হ্যাঁ, সে ব্যাপারে কি? সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটি কিন্তু এখানেই বসে আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই খুব রোমাঞ্চিত।' অ্যানির দিকে ফিরে তাকালেন হেনরি, 'জেনিফার নর্থ তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।' তারপরেই ফের টেলিফোনে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, বিলক্ষণ ভাগ্যবতী।... শোনো খুকুমণি, তোমার চুক্তিপত্র আজই তৈরি হয়ে যাবে আমি ওগুলো দেখে, সই করার জন্যে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।—হ্যাঁ, চমৎকার আছি।'

রিসিভার রেখে ওর দিকে তাকালেন হেনরি, 'এই একটি চতুর মেয়ে— জেনিফার নর্থ।'

'কে, সে?'

'ওঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারিনে বাপু।' হেনরী আর্তনাদ করে ওঠেন 'তুমি কি কখনও পত্রিকা-টত্রিকাও পড়ো না? প্রায় প্রতিদিনই তো পত্রিকার প্রথম পাতায় ওর খবর থাকতো। সবেমাত্র কিছুদিন হলো ও এক রাজপুত্তুরকে ঝেড়ে ফেলেছে। এ শহরে ও এসে হাজির হয়েছিলো একেবারে হঠাৎ— ঘূর্ণিঝড়ের মতো। আসলে ও এসেছে কালিফোনিয়া থেকে, প্রায় তোমারই বয়সী...আর সঙ্গে ওই রাজপুত্তুরটি। ছেলেটি ওর পানিপ্রার্থনা করলো... মিস্ককোট, হীরের আংটি—

এসব উপহার দিলো। এ পি. ইউ.পি—সব কটা সংবাদ সংস্থা ওদের কথা ছাপলো। কিন্তু চারদিন পরেই প্রথম পৃষ্ঠাগুলোতে ফের খবর বেরুলো— জেনিফার বিচ্ছেদ চায়।'

'উনি কি পান করেন?' প্রশ্ন করলো অ্যানি।

'ও কিছুই করে না।'

'কিন্তু উনি যদি হিট দ্য স্কাইতে থাকেন, তাহলে…'

'আমি ওকে একটা ছোট্ট ভূমিকা পাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি, হেলেনও তাতে রাজী হয়েছে। কিন্তু আপাততঃ জেনিফার বা হেলেনকে নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই। এখন আমার চিন্তা, তোমাকে নিয়ে।'

'হেনরি, আমি আপনার এখানে কাজটা রাখতে চাই

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইলেন হেনরী। অবশেষে বললেন, 'বেশ, তুমি এখানে থাকতে পারো। কিন্তু একটা শর্তে। তুমি অ্যালেনের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়ে থাকবে।'

'হেনরী!' অ্যানি প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? আপনি কি আমার কথা কিছুই শোনেন নী? আমি অ্যালেনকে বীয়ে করতে চাই না।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে বলিনি, বাগদত্তা হয়ে থাকতে বলেছি। সেটাই তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে।'

'নিরাপদ?'

'হ্যাঁ। অন্তত লিয়নের সঙ্গে তুমি জড়িত হয়ে পড়বে বলে আমার কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। লিয়নের একটা ব্যাপার

আছে, সে অন্য কারুর প্রেমিকার পেছনে ছোটে না।'

'কিন্তু আমি তখন অ্যালেনকে নিয়ে কি করবো?'

'ঠেকিয়ে রাখবে। ওকে বলো, নিউইয়র্ক এখনও তোমার কাছে নতুন—আর সামান্য কটা দিন তুমি তোমার নিজের ইচ্ছে মতো করে কাটাতে চাও, এক্ষুনি চট করে বিয়ে করতে চাওনা। আচ্ছা, তোমার একুশ বছর বয়েস কবে হচ্ছে?'

'মে মাসে।'

'বেশ। তা হলে ওকে বলো, সেই অব্দি তুমি অপেক্ষা করতে চাও।'

'কিন্তু তারপর?'

'তার মধ্যে কতো কি হয়ে যেতে পারে, তা কে জানে। মে মাসের মধ্যে আরও একটা আণবিক বোমা বিস্ফোরণ হতে পারে। অ্যালেন অন্য একটি মেয়ের দেখা পেতে পারে। লিয়ন বার্ক সমকামী হয়ে উঠতে পারে। এমন কি তুমিও অ্যালেনের প্রেমে পড়তে পারো। কিন্তু মে মাসে তুমি মত পালটাতে পারো। মনে রেখো, বিয়ের আসরে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি মোটেই বাঁধা নও। আর আসরে গিয়ে দাঁড়ালেও, শেষ কথা কটি বলার আগে পর্যন্ত তুমি পালিয়ে আসতে পারো।'

—সেদিন রাতে অ্যালেন লিমুজিন গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হলো। বললো, 'ডিনারে শুধু আমরা দুজনেই থাকবো। কিন্তু

জিনো কফি খাবার জন্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। জানি, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে আজ আমরা শুধু দুজনেই থাকবো। কিন্তু জিনো আজ লা র'দ-এ টনি পোলারের উদ্বোধন রজনীতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে ভীষণ পেড়াপিড়ি করছে।'

অ্যালেন ওর হাতটা তুলে নেয়। অ্যানি টেনে সরিয়ে আনে হাতটা, 'অ্যালেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'এক্ষুনি নয়···দেখি, তোমার চোখদুটো বন্ধ করো তো।' ঝট করে মখমলের একটা ছোটো বাক্স খুলে ধরে অ্যালেন, 'এবারে তুমি তাকাতে পারো। আশা করি, ঠিক তোমার মাপ মতোই হবে।'

গাড়ির অন্ধকারের মধ্যেও সরে সরে যাওয়া পথের আলোয় ঝিলমিল করে ওঠে হীরেটা।

'এ আমি নিতে পারি না।' অ্যানি সঙ্কুচিত হয়ে সরে যায়।

'তোমার পছন্দ হয় নি?'

'পছন্দ! আজ অব্দি এমন জিনিস আমি চোখেই দেখিনি।'

'দশ ক্যারেট,' সহজ ভঙ্গিতে বললো অ্যালেন। 'তবে চৌকো করে কাটা বলে, মোটেই ততোটা জাঁকাল নয়।·· ভালো কথা, তুমি কি হেনরি বেলামিকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছো?'

'না, আমার তা ইচ্ছে নয়। অ্যালেন, আমার কথাটা তোমাকে শুনতেই হবে। আমরা বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুত নই—'

ওর আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দেয় অ্যালেন, 'ঠিক মাপ মতো

হয়েছে।' অপলক চোখে অ্যালেনের দিকে তাকায় অ্যানি, 'অ্যালেন···তুমি কি বুঝতে পারছো না, আমি তোমাকে কি বলতে চেষ্টা করছি ?'

'হ্যাঁ। তুমি বলতে চাইছো, তুমি আমাকে ভালোবাসো না।'

'তাহলে কেন তুমি এমন করছো ?'

'কারণ, প্রান দিয়ে চাইলে পাওয়া যায় না—পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত আমি কোনো কিছুই তেমন করে চাইনি। কিন্তু তোমাকে পাবার জন্যে আমি একেবারে স্থির নিশ্চিত।'

জানালার কাচ নামিয়ে দিয়ে অ্যালেন বললো, 'লেয়ন, এবারে আমাদের স্টর্ক ক্লাবে নিয়ে চলো।'

দশটার সময় জিনো ক্লাব ঘরে এসে হাজির হলেন। তারপর যথারীতি হুল্লোড়। লা র'দ-এ ওরা গিয়ে যখন পৌঁছলো, তখন রাত এগারোটা। সমস্ত ঘর কানায় কানায় ভর্তি। শ্যাম্পেন আর এক বোতল স্কচ আনার নির্দেশ দিয়ে জিনো বললেন, 'অ্যাডেল ওর অভিনয় শেষ হলেই চলে আসবে। ও আবার স্কচ পছন্দ করে। বলে শ্যাম্পেন খেলে বড্ড মুটিয়ে যেতে হয়।' টেবিলগুলোর সামনে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করছিলো অ্যানি। দেখছিলো একটু ভালো জায়গায় বসতে পাবার জন্যে কতো চেষ্টা-চরিত্র চলছে··· পরিচারকের হাতের তালুতে গোপনে টাকা

গুঁজে দেওয়াও চলছে সমানে।···

সাড়ে এগারোটার সময় পুরোপুরি মঞ্চের রূপসজ্জা নিয়ে অ্যাডেল পৌঁছলো।

'এভাবে এসেছো কেন শুনি?' ওকে দেখেই জিনো খেঁকিয়ে উঠলেন। 'তুমি জানো না, এসব আমি ঘেন্না করি?'

'কি করবো বলো! আসতে যদি দেরী হয়ে যায়!'

'কটা বছর আগে সিনেত্রার জন্যে সবাই পাগল ছিলো।' অ্যালেন বললো, 'এখন আবার মহিলারা টনি পোলারকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করেছেন। আমি এর অর্থ বুঝি না।'

'বোঝার চেষ্টাও কোরো না,' জিনো মুখ বাঁকালেন।

'আরে! ওই দ্যাখো···' অ্যাডেল আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'হেলেন লসন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে! ওর মিস্কটার দিকে দ্যাখো একবার, একেবারে লাল হয়ে গেছে! আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ওটা অন্তত দশ বছরের পুরনো। অথচ কত্তো পয়সা ওর! শুনেছি, ও নাকি ভীষণ কঞ্জুস।··· আরে, ওটা নিশ্চয়ই জেনিফার নর্থ!'

চিত্রগ্রাহীদের পরিবেষ্টিত জেনিফারের দিকে অ্যানিরও দৃষ্টি ছুটে গিয়েছিলো। মেয়েটি অনস্বীকার্য ভাবে সুন্দরী। যেমন দীর্ঘাঙ্গী, তেমনি আকর্ষণীয় শরীর। সাদা পোশাকে ঝলমলে পুঁতির অলঙ্করণ, দুই স্তনের মাঝামাঝি অসামান্য খাঁজটার প্রমাণ রাখার জন্যে বুকের কাছটা যথেষ্ট গভীর করে কাটা। চুলগুলো প্রায় সাদা। কিন্তু আসলে ওর মুখখানাই অ্যানির

মনোযোগ কেড়ে রাখলো—অকৃত্রিম সৌন্দর্যময় একখানা মুখ, যা ওর দীর্ঘ চুল এবং শরীরের নাটকীয় সৌন্দর্য থেকে একেবারে আলাদা। পরিচারকরা কোনোক্রমে ওকে ঘরের ঠিক উলটো দিকে বেষ্টনীর কাছাকাছি একটা টেবিলের কাছে নিয়ে এলো। ওদের দলের সকলে আসন গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত হেনরি বেলামিকে দেখতে পায় নি অ্যানি।

'নাঃ, ডেট করছেন বটে তোমার বড়ো সাহেব!' অ্যালেন বললো।

'একসঙ্গে হেলেন লসন আর জেনিফার নর্থ!'

'না না, ওই তো আর একটা রয়েছে,' অ্যাডেল বললো, 'ওই যে চেয়ারে বসছে। ওই লোকটাই নির্ঘাৎ জেনিফারের ডেট। কি দারুণ দেখতে লোকটা!'

'উনি লিয়ন বার্ক,' নিরুত্তাপ গলায় বললো অ্যানি।

'ওঃ তা হলে এই সেই লিয়ন বার্ক!' অ্যালেন বললো।

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো অ্যানি। লক্ষ্য করলো, লিয়ন জেনিফারের কোটটা কুর্সির পেছনে ঝুলিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। চোখ ধাঁধানো একটুকরো হাসি দিয়ে লিয়নের ওই শিষ্টতাটুকুর পুরস্কার দিলো জেনিফার।

আচমকা শিস দিয়ে উঠলো অ্যালেন, 'আমি ভাবছি ওই সোনালী ভেনাসটি আজ রাত্তিরে আমার পুরোনো বিছানাটাতেই দলিত মথিত হতে যাচ্ছেন কিনা।'

হঠাৎ ঘরের আলোগুলো ক্ষীণতর হয়ে আসে। শেষ মুহূর্তের

ফরমাশ নেবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে পরিচারকের দল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য থেমে যায়, উন্মুখ আগ্রহে নিশ্চুপ হয়ে উঠে দর্শকবৃন্দ। অন্ধকার মঞ্চ থেকে ঐকতান বাদ্যে টনি পোলারের গানের সুর শোনা যায়। বৃত্তাকার আলোটা মঞ্চের মাঝামাঝি এসে স্থির হতেই দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দর্শকদের সরব প্রশংসা গ্রহণ করে। লোকটা লম্বা, সুদর্শন আর সব মিলিয়ে কেমন ছেলেমানুষি ভাব। যে কোনো মেয়েই ওকে বিশ্বাস করবে, যে কোনো নারীই ওকে আগলে রাখতে চাইবে।

দেখতে শুনতে লাজুক মনে হলেও, টনি পোলার গানগুলো ভালোই গাইলো। প্রথম পর্যায়ের গানগুলো শেষ হবার পর, ও যে সত্যিই কঠিন পরিশ্রম করছে সেটা দেখাবার জন্যে টাই-এর বাঁধনটা ঢিলে করে দিলো। তারপর একটা বহনযোগ্য মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে দর্শকদের মাঝখানে নেমে এসে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে লাগলো। জেনিফারের কাছ দিয়ে যাবার সময় ওদের চার চোখের দৃষ্টি মিলিত হলো। সহসা কি যেন হলো টনির, একটা পঙ্‌ক্তি ভুল হয়ে গেলো ওর—দ্রুত সরে এলো জেনিফারের কাছ থেকে। তারপর ও কি দেখেছে তা যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না এমনিভাবে আবার ফিরে গিয়ে শেষ করলো গানটা···কিন্তু ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে রইলো জেনিফারের দিকে। গানটা শেষ হবার পর আবার ঘরের কেন্দ্রস্থলে ফিরে গেলো টনি এবং আর একটি বারও

জেনিফারের দিকে না তাকিয়ে অনুষ্ঠানের অবশিষ্ট অংশটুকু শেষ করলো।

ইতিমধ্যে আলো জ্বলে ওঠে, চড়া সুরে নাচের বাজনা শুরু হয়। অ্যানিকে নাচার প্রস্তাব দেয় অ্যালেন।

সামান্য কয়েকদিন পরেই অ্যানির খবর ফের পত্রিকায় ছাপা হলো। রোনি উলফ ওদের বাগদানের আংটির কথাটা ঘটা করে লিখেছিলো। অফিসে পৌঁছে অ্যানি দেখলো, স্টেইনবার্গ এবং অন্য মেয়েরা অধীর উত্তেজনায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। ওর আংটিটি দেখার জন্যে।

ও যখন চিঠিপত্রগুলো গোছগাছ করছিলো, তখন লিয়ন বার্ক এসে ওর টেবিলের কাছে দাঁড়ালো। অ্যানির হাতটা একটিবার তুলে ধরে, একটু শিস দিয়ে ফের হাতটা ছেড়ে দিলো লিয়ন, 'বেশ ভারি, তাই না? লোকটাকে কিন্তু বেশ ভালো বলেই মনে হয়, অ্যানি।'

'খুব ভালো,' মৃদু স্বরে বললো অ্যানি। 'আর জেনিফার নর্থকেও তো খুব ভালো বলেই মনে হলো।'

'আজ অব্দি আমি যতো ভালো মেয়ে দেখেছি, জেনিফার নর্থ তাদের মধ্যে একজন।' লিয়নের মুখে এক বিচিত্র অভিব্যক্তি 'সত্যিই ভালো।'

লিয়ন নিজের অফিসে ফিরে যায়।

লাঞ্চের পর অ্যানি অফিসে ফিরে ওর টেবিলে একখানা ভাঁজ-

করা খবরের কাগজ দেখতে পায়। পত্রিকার কোণায় একটুকরো কাগজে লেখা—দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।'

ছ' নম্বর পৃষ্ঠায় জেনিফারের সুন্দর একখানা ছবি— আর সেই সঙ্গে টনি পোলার। কালো অক্ষরের শিরোনামাটা ঘোষণা করছে: 'ব্রডওয়ের নতুনতম রোমান্স।' পুরো গল্পটাই খোশ মেজাজে লেখা হয়েছে। টনি পোলারের ভাষ্য হিসেবে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। 'লিয়ন ওকে নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দেয়।'

পত্রিকাটা বন্ধ করে পা এলিয়ে বসে অ্যানি। এক অবর্ণনীয় সুখে সহসা নিজেকে যেন ভারি দুর্বল মনে হয় ওর। 'লিয়ন ওকে আমার হাতে তুলে দেয়…' লাইনটা বারবার শুধু ওর মনে ঘুরে ফিরে আসে।

'অ্যানি…'

আচমকা স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে ও। দ্যাখে, নীলি ওর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'অ্যানি, আমি জানি আমার পক্ষে এখানে আসাটা একটা বিশ্রী ব্যাপার। কিন্তু আমি কিছুতেই বাড়িতে যেতে পারছি না… তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা বিশেষ দরকার।' নীলির সমস্ত মুখখানা অশ্রুসিক্ত।

'তুই মহলায় যাস নি?' জিজ্ঞেস করে অ্যানি।

সহসা সংযম হারিয়ে দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে নীলি।

'অ্যানি, আমি ওই অনুষ্ঠানটাতে নেই,' আরও জোরে ফুঁপিয়ে

ওঠে নীলি।

'তার মানে ওরা পশেরোসকে নিচ্ছে না?'

'নিচ্ছে···শুধু আমাকেই ওরা বাদ···'

'শুরু থেকে বল। কি হয়েছিলো?'

'কি আবার হবে? দশ মিনিট দেরী করে ইংলণ্ডের রানীর মতো হেলেন লসন এসে হাজির হলেন। পরিচালক বললেন, 'আপনার পছন্দ মতো তারকাদের বেছে নিন, মিস লসন।' তারপর যারা ও'র অচেনা, তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলেন···' বলতে বলতে থেমে যায় নীলি, অশ্রুজলে নতুন করে ওর চোখের কোল দুটি কানায় কানায় ভরে ওঠে।

'তারপর কি হলো?'

'ডিক আর চার্লির দিকে তাকিয়ে উনি ঘাড় নাড়লেন, কিন্তু আমার ঠিক ওপর দিয়ে এমন ভাবে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন, যেন আমি আদৌ ওখানে নেই। তারপর ডিক আর চার্লিকে বললেন, 'তাহলে তোমরাই পশেরোস। তা শোনো, আমাদের একত্রে একটা নাচ করতে হবে। তোমরা বরং একটু বেশি করে শাক-সবজি খাও, কারণ আমাকে তোমাদের চারদিকে ঘোরাতে হবে কিনা।'

'ওঁকে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই— ও'কে। তা আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মিস লসন, আপনি তো জানেন যে পশেরোসে তিনজন আছে। আমি তাদের মধ্যে একজন। আমার নাম নীলি···'

উনি আমার দিকে একটিবারও না তাকিয়ে পরিচালকের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার ধারণা, যা কিছু ঠিক করার—ঠিক হয়ে গেছে।'

নীলি আবার প্রচণ্ড ভাবে ফোঁপাতে শুরু করে।

'নীলি, প্লিজ···' অ্যানি জানতো, মিসেস স্টেইনবার্গ এবং অন্যান্য মেয়েরা এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ওর সব চাইতে বিশ্রী আতঙ্কটা বাস্তবায়িত হয়ে উঠলো, যখন লিয়ন বার্ক এসে দরজাটা খুলে দাঁড়ালো। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে ওঠা নীলিকে দেখে প্রশ্নালু চোখে ওর দিকে তাকালো লিয়ন।

'এ হচ্ছে নীলি,' অ্যানি ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে বললো, 'ও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে।'

'সেটা খুবই কম করে বলা হলো,' লিয়ন বললো।

'আ···আমি দুঃখিত। আমি যখন কাঁদি, তখন জোরে জোরেই কাঁদি।' আয়ত চোখদুটি মেলে লিয়নের দিকে তাকায় নীলি, 'আপনি নিশ্চয়ই হেনরী বেলামি নন?'

'না, আমি লিয়ন বার্ক।'

'নীলি আজ একটা ব্যাপারে ভীষণ হতাশ হয়েছে,' অ্যানি বললো।

'হতাশ। আমি মরে যাওয়ার জন্যে তৈরী,' বিষয়টার গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্যে নীলি নতুন করে ফোঁপাতে শুরু করে।

'এই সোজা পিঠ ওয়ালা চেয়ারটাতে বসে মরাটা নিশ্চয়ই খুব অস্বস্তিকর হবে,' লিয়ন বললো, 'তার চাইতে এ ব্যাপারটাকে

আমার ঘরে নিয়ে যাই না কেন ?'

লিয়নের চামড়ার সোফায় আরাম করে বসে নতুন করে কেঁদে-কেটে সম্পূর্ণ ঘটনাটা ফের পুনরাবৃত্তি করলো নীলি। সহানুভূতির ভঙ্গিমায় ঘাড় নেড়ে লিয়ন বললো, 'কিন্তু হেলেন এ ধরনের একটা কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।'

'ও একটা খুনে,' চিৎকার করে উঠলো নীলি।

লিয়ন ঘাড় দোলালো, 'আমি ওর হয়ে কিছু বলছি না। ওর ব্যবহার একটু রূঢ়ই বটে— কিন্তু এটা ঠিক হেলেনের মতো কাজ নয়।'

'কিন্তু ঘটনাটা যেমন ঘটেছে, আমি ঠিক তেমনই বলেছি··· একটুও বানিয়ে বলিনি।'

রিসিভার তুলে নিয়ে অনুষ্ঠানটার প্রযোজক গিলবার্ট কেসকে লাইনটা দিতে বললো লিয়ন। প্রথমটাতে কুশলবার্তা বিনিময়ের পর ফুটবলের আগামী তালিকা নিয়ে আলোচনা করলো ওরা। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, এমনি ভাবে লিয়ন বললো, 'ভালো কথা গিল, তুমি পশেরোস নামে একটা দলকে চুক্তিবদ্ধ করিয়েছো···হ্যাঁ—আমি জানি, হেলেন ওদের সঙ্গে একটা নাচ করতে চায়। কিন্তু তুমি তো জানো, পশেরোসে মোট তিনজন ছিলো··· হ্যাঁ ···অবশ্য সেটা তোমার ব্যাপার নয়···' রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে লিয়ন নীলিকে ফিস-ফিস করে বললো, 'তোমার দুলাভাইটি সত্যিই একটি বদমাস —চুক্তিতে সই করার আগেই ও তোমাকে হটিয়ে দিয়েছিলো।

'তা সত্ত্বেও ও আমাকে মহলাতে নিয়ে গিয়ে বোকা বানিয়েছে!' লাফিয়ে উঠলো নীলি, 'আমি ওকে…'

লিয়ন ওকে শান্ত হতে ইঙ্গিত জানায়। কিন্তু রাগে জ্বলতে থাকে নীলির চোখদুটো, 'আমি গিয়ে ওকে খুন করে ফেলবো।'

'তোমার বয়েস কতো? সত্যি করে বলো!'

'উনিশ…

'ওর বয়েস সতেরো,' অ্যানি ফিসফিসিয়ে বলে।

'কোনো কোনো জায়গায় কাজ করার জন্যে আমার বয়েস উনিশ বছরই বলতে হয়,' নীলি যুক্তি দেখায়।

লিয়ন গিলকে মামলার ভয় দেখিয়ে রাজী করিয়ে ফেলল নীলিকে নেওয়ার ব্যাপারে। নীলির সাথে আলাদা করে সপ্তাহে একশ ডলারের একটা চুক্তি করা হবে। কিছুক্ষণের মাঝে গিল টেলিফোন করে লিয়নকে জানিয়ে দিল বিষয়টা।

রিসিভার রেখে দিয়ে নীলির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, 'তুমি তাহলে অনুষ্ঠানটাতে রইলে।'

একছুটে এগিয়ে এসে গভীর কৃতজ্ঞতায় ওকে জড়িয়ে ধরলো নীলি, 'ওহ্ মিঃ বার্ক…আপনি কি দারুণ!' তারপরেই জাপটে ধরলো অ্যানিকে, 'অ্যানি, এ আমি কোনোদিনও ভুলবো না! আমি যদি কিছু করতে পারি…অথবা যদি কোনদিন তোমার কোনো প্রয়োজন হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই এর শোধ দেবো…আমি দিব্যি কেটে বলছি…'

টেলিফোন বেজে উঠছিলো। রিসিভারটা তুলে নিলো লিয়ন।

পরক্ষণেই হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'আবার গিল কেস।'

লিয়ন হেসে না ওঠা পর্যন্ত এক অজ্ঞাত আশঙ্কা অনুভব করছিলো অ্যানি।

'আমি জানি না গিল।' নীলির দিকে তাকিয়ে লিয়ন প্রশ্ন করলো, 'তোমার নামটা কি বলো তো?'

ওর ছেলেমানুষি চোখদুটো বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে, 'কেন··· নীলি।'

'নীলি,' নামটা পুনরাবৃত্তি করলো লিয়ন। তারপরেই ফের নীলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'নীলি, কি?'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে নীলি বলল, 'নামটা হবে নীলি ও'হারা।'

'গিল, নামটা হবে—নীলি ও' হারা।' লিয়ন মুচকি হাসলো, 'হ্যাঁ, ও' হারা।···তাহলে কাল মহলার সময় চুক্তিটা ঠিক করে রেখো—আর চুক্তিটা যেন সাধারণ ন্যায্য চুক্তি হয়—কোরাসের নয়।' রিসিভার রেখে দিয়ে লিয়ন বললো, 'তাহলে মিস নীলি ও'হারা, তুমি বরঞ্চ এখন অবিলম্বে গিয়ে অভিনেতৃ সঙ্ঘে যোগ দাও। প্রথম চাঁদা একটু বেশিই—হয়তো একশো ডলারের ওপরে। তবে তোমার যদি অগ্রিম নেবার প্রয়োজন হয়···'

'আমি সাতশো ডলার জমিয়েছি,' গর্বিত সুরে বললো নীলি।

'চমৎকার! আর ওই নামটাই যদি তুমি পাকাপোক্ত ভাবে রাখতে চাও, তবে আমি খুশী হয়েই সেটা কাগজপত্রে বৈধ করে নেবার বন্দোবস্ত করবো।'

'তার মানে ওই নামটা যাতে কেউ চুরি করে নিতে না পারে?'
মৃদু হাসলো লিয়ন, 'তার চাইতে বরং বলা যাক, তাতে অনেক ব্যাপারে সুবিধে হবে। ধরো তোমার সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে, হিসেবের খাতাপত্র পরীক্ষা করার ব্যাপারে…'
'আমার আবার হিসেবপত্র? সেদিন কি কখনো আসবে?'
অফিসের বাইরে এসে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমায় অ্যানিকে জড়িয়ে ধরলো নীলি, 'অ্যানি, আমার এতো আনন্দ লাগছে যে মনে হচ্ছে আমি যেন ফুসফুসের সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করতে পারি।'
'তোর জন্যে আমিও খুব খুশী হয়েছি।'
'একদিন আমি যে করেই হোক, এর প্রতিদান দেবো অ্যানি আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দেবোই।'
নীলি অফিস থেকে বেরিয়ে যেতেই অ্যানি যান্ত্রিকভাবে একটু-করো সাদা কাগজ টাইপরাইটারে গুঁজে নিলো।

২

প্রতিদিন মহলার খুঁটিনাটি ঘটনা অ্যানিকে এসে বলতো নীলি। অবশেষে একদিন এসে জানালো, ও একটা 'ভূমিকা' পেয়েছে —জনতার দৃশ্যে তিন লাইনের একটা ছোট্ট ভূমিকা। কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কথা, নাটকের উপনায়িকা টেরি কিঙ্-এর বদলী হিসেবেও থাকছে। টেরি কিঙ্ যেমন সুন্দরী, তেমনি আবেদনময়ী। সেদিক দিয়ে নীলিকে ওর বদলী হিসেবে কল্পনাই করা যায় না। তবু যে ওকেই মনোনীত করা হয়েছে তার কারণ, দলের অন্য কোনো মেয়েই গান গাইতে জানে না।…নীলি আরও জানালো, মেল হ্যারিস নামে ওর একটি ছেলে-বন্ধু জুটেছে। ছেলেটির বয়স ছাব্বিশ, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, পেশায় একজন প্রেস এজেন্ট—কিন্তু একদিন সে প্রযোজক হবে বলে আশা রাখে। মেল শহরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট্ট হোটেলে থাকে, আর প্রতি শুক্রবার রাত্রিবেলা পরিবারের সকলের সঙ্গে একত্রে ডিনার খাবার জন্যে ব্রুকলিনে ফিরে যায়।

'বুঝলে অ্যানি, ইহুদী পুরুষরা নিজেদের পরিবার সম্পর্কে ভীষণ

সচেতন হয়,' বলে নীলি।

'আমিও সেরকমই শুনেছি। কিন্তু আইরিশ মেয়েদের সম্পর্কে ওদের ধারণা কেমন, তা জানিস?'

নীলি ভ্রু কোঁচকালো, 'সে তো আমি বলতেই পারি যে, মঞ্চের জন্যে আমি ও' হারা নামটা নিয়েছি—আসলে আমি অর্ধেক ইহুদী।'

'নীলি, ওভাবে তুই কিছুতেই লুকোতে পারবি না।'

'দরকার হলে তাই করবো। মোটকথা, আমি ওকে বিয়ে করছি—এ তুমি দেখে নিও,' অস্ফুটকণ্ঠে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরের মধ্যে নাচতে থাকে নীলি।

'এটা কি গানরে? ভারি সুন্দর তো!'

'এটা আমাদের নাটকেরই একটা গান।'

'এই, তুই গানটা আবার কর তো?'

'কেন?'

'এমনিই—কর।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো নীলি, তারপর জোর করে আবৃত্তি শোনাতে বাধ্য হওয়া একটা বাচ্চার মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গানটা গাইলো। অ্যানি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না। অসাধারণ কণ্ঠস্বর নীলির।

: নীলি! তুই তো সত্যিই ভালো গাইতে পারিস রে!'

'সবাই পারে,' নীলি হাসলো।

'কিন্তু নীলি, গান তুই সত্যিই ভালো করিস!'

মহলার দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে অ্যানি নিজেও হিট দ্য স্কাইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে জড়িয়ে পড়লো। সেদিন শেষ বিকেলে অ্যানি যখন অফিস থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়েছে তখন হেনরি ওর কাছে এসে হাজির হলেন। বললেন, 'অ্যানি, একটা বিশেষ কাজে আমাকে এক্ষুনি একজায়গায় যেতে হচ্ছে। অথচ হেলেন লসন আশা করছে, আমি ওর নতুন স্টক ভরা ব্যাগটা নিয়ে ওর কাছে যাবো। ব্যাগটা আমার টেবিলের ওপরে রয়েছে।'

: সেটা কি আমি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো?

: না, তুমিই সেটা নিয়ে ওর কাছে যাও। ব্যাগটা তুমি বুথ থিয়েটারে, মঞ্চের পেছন দিকের দরজার কাছে নিয়ে যাও। এখন যে কোনো মুহূর্তেই ওদের মহলা ভেঙে যাবে। ওকে বোলো, কাল আমি ওর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কথা বিশদ ভাবে বলবো।

এসব কাজ অ্যানির আদৌ পছন্দ নয়। হেলেন লসনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করা ওর কাছে প্রতিদিনকার আর পাঁচটা সাক্ষাৎকারের মতো নয়। হেনরি ওকে ধরে ফেলেছেন বলে বিশ্রী লাগছিলো ওর।···থিয়েটারে পৌঁছে নিতান্ত ভয়ে ভয়ে মঞ্চের দিককার কালো, মরচে ধরা দরজাটা খুলে ধরলো ও। অন্ধকারে পথ হাতড়ে শূন্য থিয়েটার হলে গিয়ে ঢোকে অ্যানি। তৃতীয় সারির বেঞ্চনীর ওপরে গিলবার্ট কেস বসে আছে, মঞ্চের ঝলমলে আলো থেকে চোখদুটো আড়াল করার জন্যে টুপিটা

সামনের দিকে খানিকটা নামানো। মঞ্চের পেছন দিকে কোরাসের মেয়েরা ক্লান্ত ভাবে বসে রয়েছে—কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথাবার্তা বলছে, কয়েকজন পায়ের ডিমগুলোকে নরম করার জন্যে ম্যাসাজ করছে, একজন কি যেন একটা বুনছে। অ্যানি লক্ষ্য করলো নীলি সোজা হয়ে বসে এক দৃষ্টিতে হেলেন লসনের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষের কাছে একটা প্রেমের গান গাইছে হেলেন। হেলেনের শরীরে মাঝবয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে—কোমরের কাছটা ভারী হয়েছে, নিতম্বদুটি ছড়িয়ে পড়েছে খানিকটা।

অ্যানি লক্ষ্য করলো, যদিও হেলেনের চিবুকের নিচে এক থাক চর্বি জমেছে কিন্তু ওর চোখদুটি আজও খুশির ছোঁয়ায় ঝিলমিলিয়ে ওঠে— কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো আজও তেমনি নেমে এসেছে কাঁধ অব্দি। গানের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছিলো হেলেন নতুন প্রেম-সন্ধানী এক বিধবার ভূমিকায় রূপদান করছে। কিন্তু তার আগে ও অন্তত পনেরো পাউণ্ড ওজন কমিয়ে নিলো না কেন?

ইতিমধ্যে গান শেষ করে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো হেলেন। ক্রমে সমস্ত মঞ্চটাই ফাঁকা হয়ে গেলো। অ্যানি বেরিয়ে এসে রূপসজ্জার ঘরের দরজায় টোকা দিলো।

'ভেতরে আসুন!'

ভেতরে ঢুকতেই বিস্মিত চোখ তুলে তাকালো হেলেন, 'কে

আপনি ?'

'আমি অ্যানি ওয়েলস্…

'দেখুন, আমি ক্লান্ত এবং ব্যস্ত। কি চান আপনি ?'

'আমি এই ব্যাগটা নিয়ে এসেছি,' রূপসজ্জার টেবিলে ব্যাগটা রাখলো অ্যানি, 'মিঃ বেলামি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, হাত নেড়ে ওকে যেতে ইঙ্গিত করে হেলেন। কিন্তু অ্যানি দরজার দিকে যেতেই ফের ও চিৎকার করে, 'এক মিনিট দাঁড়ান তো। আরে, আপনি না সেই মেয়ে যার কথা আমি পড়লাম ? যে নাকি অ্যালেন-কুপারকে পেয়েছে, আংটি পেয়েছে আরও কতো সব কথা ?'

'আমি…অ্যানি ওয়েলস।'

মিষ্টি করে হাসলো হেলেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুশী হলাম। আসলে আমি অমন জঘন্য ব্যবহার করতে চাই না। কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে জানো তো, তারা দারোয়ানের চোখে ধুলো দিয়ে দেখা করতে এসে হাজির হয়।… দেখি ভাই তোমার আংটিটা—' আংটিটা দেখে প্রশংসায় মৃদু শিস দিয়ে ওঠে হেলেন, 'ভারী সুন্দর তো। আমার একটা আছে, এটার দ্বিগুণ বড়ো। কিন্তু সেটা আমি নিজেই নিজের জন্যে কিনেছিলাম।' অ্যানির হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হেলেন। মিঙ্ক কোটটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে বলে, 'এটাও আমি নিজে কিনেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো পুরুষ মানুষই আমাকে কোনোদিন কিছু দেয় নি। তবে কিনা, একদিন

হয়তো আমি সঠিক মানুষটির দেখা পেয়ে যাবো···সে আমাকে অজস্র উপহারে ভরিয়ে দেবে···এই কুৎসিত ইঁদুরের দৌড় থেকে উদ্ধার করবে আমাকে।' অ্যানির দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো হেলেন, 'তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো? আমার একটা গাড়ি আছে, তোমাকে নামিয়ে দিতে পারি।'

ওরা যখন বাইরে এসে দাঁড়ালো তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। তাই হেলেনের প্রস্তাবে রাজী হলো অ্যানি। হেলেন চালককে বললো, 'আগে আমাকে নামিয়ে দাও। তারপর মিস ওয়েলস যেখানে যেতে চান, নিয়ে যাও।'

কিন্তু হেলেনের বাড়ীর সামনে গাড়িটা এসে থামতেই হেলেন কি এক আকুল আবেগে অ্যানির হাত ধরে বললো, 'ওপরে এসে আমার সঙ্গে এক পাত্র পান করে যাও না, অ্যানি! একা একা পান করতে আমার ঘেন্না ধরে যায়। এখন তো মোটে ছটা বাজে। আমার এখান থেকেই তুমি তোমার বন্ধুকে ফোন করতে পারো— সে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।'

অ্যানি বাড়ী ফিরতে চাইছিলো, কিন্তু হেলেনের ঐকান্তিক আগ্রহী কণ্ঠস্বর ও উপেক্ষা করতে পারলো না। হেলেনকে অনুসরণ করে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে ঢুকলো ও। অ্যাপার্টমেন্টটা উষ্ণ আর আকর্ষণীয়। দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি। অ্যানি অবাক হয়ে দেখছিলো। এখানে না এলে ও হেলেনের চরিত্রের এদিকটা হয়তো কল্পনাই করতে পারতো না।

'তোমার শ্যাম্পেন কেমন লাগে—অন রকস্?' হেলেন জানতে

চাইলো।

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তো আমি একটা কোক নেবো।'

'আরে, আমার এই বুদবুদে ভরা জলটা একটু নিয়েই দ্যাখো না! এ ছাড়া আমি আর কিছু পান করি না। আর তুমি যদি সাহায্য না করো, তো আমি একাই আজ রাত্তিরের মধ্যে বোতলটা খতম করে ফেলবো।' তারপর অ্যানিকে টানতে টানতে শোবার ঘরে নিয়ে আসে। 'খাটটা দেখেছো? আট-ফুট চওড়া। ফ্র্যাংককে বিয়ে করার সময় এটা বানিয়ে ছিলাম। ফ্র্যাংক হচ্ছে একমাত্র পুরুষমানুষ যাকে আমি আজ অব্দি ভালোবেসেছি।...রেডকে যখন বিয়ে করলাম, তখন এই হতচ্ছাড়া খাটটাকে আমি জাহাজে করে ওমাহায় নিয়ে গিয়েছিলাম...তারপরে আবার নিয়ে আসতে হয়েছে। এটার যা দাম, তার চাইতে এসবে খরচা পড়েছে অনেক বেশি।...ওই হচ্ছে ফ্র্যাংক—' রাত-টেবিলে রাখা একখানা আলোকচিত্রের দিকে দেখায় হেলেন।

'খুব সুন্দর কিন্তু,' অ্যানি অস্ফুটে বললো।

ওখানে থেকেই অ্যানি অ্যালেনকে ফোন করে। 'তুমি কোথায়?' প্রশ্ন করে অ্যালেন। 'আমি তিন তিনবার তোমাকে ফোন করেছি, আর প্রতিবারই নীলিকে পেয়েছি। ও তো রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে গেছে, বিশেষ করে ও আবার প্রাণসখার সঙ্গে বেরোবার জন্যে সাজগোছ করছে কিনা!...ভালো কথা, আমি

জিনোর সঙ্গে রয়েছি। উনি জানতে চাইছেন, আজ রাত্তিরে আমাদের ডিনারে উনি হাজির থাকলে তুমি কিছু মনে করবে কি না।'

'আমি তাতে খুশীই হবো অ্যালেন, তুমি তো তা জানো।'

'বেশ, তাহলে আধঘণ্টার মধ্যে আমরা তোমাকে তুলে নেবো।'

'ঠিক আছে, তবে আমি কিন্তু বাড়িতে নেই। আমি হেলেন লসনের এখানে রয়েছি।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর অ্যালেন জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি আমাকে ওখানে যেতে বলছো?'

ঠিকানাটা লিখে নিলো অ্যালেন। অ্যানি শুনলো, অ্যালেন জিনোকে বলছে, 'ও হেলেন লসনের বাড়িতে রয়েছে।...কি? ...ঠাট্টা নাকি!' তারপর অ্যানিকে বললো, 'শোনো অ্যানি, তুমি বিশ্বাস করো চাই না করো, জিনো হেলেনকেও ডিনারে নিয়ে আসতে বললেন।'

'ও:...ও'রা কি পরস্পরকে চেনেন?' প্রশ্ন করে অ্যানি।

'না, কিন্তু তাতে কি এসে যায়?'

'অ্যালেন, আমি কি করে ও'কে

'জিজ্ঞেস করো!'

অ্যানি ইতস্তত করতে থাকে। অ্যালেনের মতো একজন মর্যাদাসম্পন্ন মহিলাকে তো এমন অন্ধের মতো ডেট করতে বলা চলে না। তবু মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায় অ্যানি, 'অ্যালেন জানতে চাইছে, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হবেন

কিনা। ও'র বাবাও ডিনারে আসছেন।'

'ওর বাবার ডেট হিসাবে?'

'মানে···শুধু আমরা চারজন থাকবো।'

'আলবৎ যাবো।' হেলেন চিৎকার করে ওঠে। 'আমি ওকে এল মরোক্কোতে দেখেছি। দারুণ চেহারা।'

'উনি খুশী হয়েই আসবেন,' শান্ত গলায় বলে রিসিভার নামিয়ে রাখে অ্যানি। 'ওরা আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের নিতে আসবে।'

'আধঘণ্টার মধ্যে তুমি বাড়ি গিয়ে পোশাক পালটে আসবে কি করে?'

'পালটাবো না, এভাবেই যাবো।'

'কিন্তু তোমার পরনে একটা পোলো কোট···আর ট্যুইডের স্যুট।'

'অ্যালেন আগেও আমাকে এভাবে নিয়ে বেরিয়েছে। ও এতে কিছু মনে করবে না।'

'কিন্তু আমি যে জিনোর মনে আমার সম্পর্কে একটা সুন্দর ছাপ রাখতে চাই,' হেলেন বাচ্চা মেয়ের মতন ঠোঁট বাঁকায়। এরপর সাজগোজ করতে লেগে যায়।

'এই, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো?'

হেলেনকে ভালোই লাগছিলো। অ্যানির মতে অলঙ্কারের বাহুল্য খানিকটা বেশি। কিন্তু শত হলেও, উনি হেলেন লসন বলে কথা।

এল মরোক্কোতে জিনোর সঙ্গে হেলেনের আলাপ দিব্যি জমে

উঠলো। একই খাবার আনার নির্দেশ দিলো দুজনে, সীমাহীন শ্যাম্পেন উদরস্থ করলো, দুজনে দুজনের রসিকতায় প্রাণ খুলে হাসলো। সাংবাদিকরা এসে হেলেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছিলো 'এ মেয়েটিকে আমার পছন্দ!' হেলেনের পিঠে চাপড় মেরে গর্জন করে উঠলেন জিনো। 'ও যা ভাবে, তাই বলে···কোনো লুকোছাপা নেই।··· তোমার উদ্বোধন রজনীতে আমরা একটা বিশাল পার্টি দেবো, হেলেন।'

হেলেনের সমস্ত ব্যক্তিত্ব পালটে যায়। লাজুক হাসি হেসে বাচ্চা মেয়েদের মতো গলায় বলে, 'তাহলে ভীষণ ভালো হবে, জিনো! সেদিন তোমাকে ডেট হিসেবে পেতে আমার খুব ভালো লাগবে।'

'সঠিক তারিখটা কতো?'

'ষোলোই জানুয়ারী। দু সপ্তাহের মধ্যে আমরা নিউ হ্যাভেনে যাচ্ছি, তারপর তিন সপ্তাহের জন্যে ফিলাডেলফিয়া।'

'আমরা তা হলে নিউ হ্যাভেনে আসছি,' জিনো দ্রুত বললেন, 'অ্যানি, অ্যালেন, আর আমি—'

'না,' হেলেন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'নিউ হ্যাভেনে গেলে যাচ্ছেতাই হবে। ফিলাডেলফিয়াতে অনুষ্ঠান করার আগে নিজেদের একটু ঘষে মেজে নেবার জন্যে ওখানে আমাদের মোটে তিনটে প্রদর্শনী হবে!'

'তা দোষ-ত্রুটিগুলো আমরা না হয় মেনেই নেবো!'

'তা নয়। শুক্রবার রাত্রে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। তার-

পর পরদিন দুপুরে আবার— তার আগে সকাল বেলায় মহলা। তুমি গেলে আমি সারা রাত তোমার সাথে ফুর্তি করতে চাইবো। কিন্তু দুপুর বেলায় অনুষ্ঠান থাকলে তার আগের দিন রাত্তিরে সে সব কিছুই করতে পারবো না।'

অ্যানির দিকে ফিরে তাকায় হেলেন, 'চলো অ্যানি, আমরা মেয়েদের ঘরে গিয়ে মুখটুখগুলো একটু ঠিক করে আসি।'

সাজঘরে হেলেন ওর বিধ্বস্ত মুখে পাউডার ঘষতে ঘষতে বললো, 'অ্যানি, জিনোকে আমার পছন্দ।'

নিজের চুল নিয়ে খেলা করতে করতে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ রেখে ও ফের বললো, 'মানে, সত্যিই ওকে আমার পছন্দ। আচ্ছা অ্যানি, তোমার কি মনে হয় ও-ও আমাকে পছন্দ করে?'

'নিশ্চয়ই করে,' প্রানপণ প্রয়াসে কণ্ঠস্বর হালকা করে রাখতে চেষ্টা করে অ্যানি।

ওর দিকে ফিরে তাকায় হেলেন, 'আমার একজন পুরুষমানুষের বড়ো প্রয়োজন অ্যানি···সত্যি বলছি আমার ভেতরে আগুন জ্বলছে। তোমাকে আমার ভালো লাগে, অ্যানি। আমরা দুজনে ভীষণ বন্ধু হবো। তোমার ফোন নম্বরটা লিখে দাও।'

'তুমি হেনরী বেক্কামির অফিসেই আমাকে পাবে,' অ্যানি বলে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,— সে আমি জানি। কিন্তু ধরো, আমি যদি তোমাকে বাড়িতে পেতে চাই?'

হলঘরের টেলিফোন নম্বরটা লিখে অ্যানি বললো, 'কিন্তু সাড়ে

নটা থেকে পাঁচটা অব্দি আমি অফিসে থাকি। আর সাধারণত প্রতিদিন রাতেই অ্যালেনের সঙ্গে বেরোই।'

'ঠিক আছে, এবারে চলো, ওরা হয়তো ভাবছে।'

রাত তিনটে নাগাদ কালো গাড়িটায় চেপে বাড়ির সামনে এসে নামলো অ্যানি। নীলির দরজার নিচে আলোর রেখা দেখে আলতো করে টোকা দিলো ও।

'আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।' নীলি বললো। 'আজ সন্ধ্যাটা মেলকে নিয়ে আমার দারুন কেটেছে। ও আমার স্তনগুলোর খুব প্রশংসা করছিল। খুব মিষ্টি করে চুমু খেয়েছে। এরপরই আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি— আমি এখনও কুমারী। কিন্তু তুমি এতো রাত অব্দি কোথায় ছিলে?'

মহলায় হেলেন লসনের সঙ্গে দেখা করার পর থেকে সমস্ত ঘটনাই ওকে বললো অ্যানি। হেলেনকে যে ওর খুব ভালো লেগেছে তাও বললো।

'আচ্ছা, তুমি কি অসুস্থ?' এগিয়ে এসে অ্যানির মাথায় হাত ছোয়ায় নীলি। 'হেলেন এক সাংঘাতিক মহিলা, কেউ ওকে পছন্দ করে না।'

'ও আসলে কেমন, তা তুই জানিস না।'

'ওফ্ অ্যানি! পুরো একটা মাস অ্যালেনের সঙ্গে বেরিয়েও তুমি ওর সম্পর্কে কিছু জানতে পারোনি, আর একটা রাত হেলেনের সঙ্গে কাটিয়েই তুমি ওর ব্যাপারে একেবারে সবজান্তা হয়ে গেছো! আসলে ও হয়তো তোমার কাছ থেকে কিছু

পেতে চায়। কিন্তু তুমি ওর পথের বাধা হয়ে দাঁড়ালে ও একটা পোকার মতোই তোমাকে মাড়িয়ে চলে যাবে।'

'ওভাবেই ওকে তোরা দেখিস। আমি তর্ক করতে চাই না। কিন্তু আমার সামনে তুই ওকে হেয় করবি, আমি তা চাই না।'

দরজার বাইরে টেলিফোন বেজে ওঠে।

'এতো রাত্তিরে আবার কোন পাগল টেলিফোন করলো? নির্ঘাৎ ভুল নম্বর হবে।'

'আমি ধরছি,' অ্যানি এগিয়ে যায়।

'কিগো মেয়ে…' দূর থেকে হেলেনের খুশি খুশি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'হেলেন। খারাপ কিছু হয়েছে নাকি?'

'আমি তোমাকে শুধু শুভরাত্রি জানাতে চাইছিলাম।' উচ্ছল কণ্ঠে হেলেন বলতে থাকে, 'আমি পোশাক ছেড়ে প্যান্টি আর মোজা খুয়েছি, মুখে ক্রিম মেখে চুল বেঁধেছি, এখন শূন্য বিছানায় শুয়ে কথা বলছি।'

কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব কৌতূহল ফুটিয়ে তুললো, 'কি বললে? তুমি মোজা আর প্যান্টি কেচেছো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' হেলেন বললো, 'সত্যি বলছি। মা আমাকে এ অভ্যেসটা করিয়েছিলো। নিজের ঝি থাকা সত্ত্বেও রোজ রাত্তিরে বিছানায় শুতে যাবার আগে আমি ওগুলো ধুয়ে দিই। হয়তো এটা আমার আইরিশ স্বভাব।'

অ্যানি ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। কোটটা ও নীলির

ঘরে ফেলে এসেছে। বললো, 'হেলেন, এবারে আমাকে বিছানায় যেতে হবে। রেডিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে···আমি জমে যাচ্ছি।'

'আমি অপেক্ষা করবো।'

'কিন্তু আমি তো পারবো না···মানে ফোনটা···'

'কেন, ফোনের তারটা কি যথেষ্ট লম্বা নয়?'

'ফোনটা হলঘরে রয়েছে।

'কি বললে?'

'ফোনটা হলঘরের। আমার নিজের ফোন নেই।'

'তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো! তুমি আঙুলে একটা পঞ্চাশ হাজারী পাথর পরে রয়েছো, আর তোমার নিজের কিনা ফোন নেই? কোন চুলোয় থাকো তুমি?'

'ওয়েস্ট ফিফটি সেকেণ্ড ষ্ট্রীটে—লিয়ন অ্যাণ্ড এডিজের কাছে।'

: কাল আমি অফিসে তোমাকে ফোন করবো।

অ্যানি ফোনটা ছেড়ে দিতেই নীলি প্রায় চীৎকার করে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলো। 'নিজের কানে না শুনলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে, হেলেন তোমাকে ফোন করেছে। তবে তুমি যাই বলো, ওর একটা মতবল অবশ্যই আছে। হয়ত: জিনোকে পাবার জন্যেই ও তোমাকে ব্যবহার করছে। এ বয়সে বুড়ো মালের স্বাদ পেতে চায়, আর কী!'

: তোর ধারণা ঠিক নয়।

: তবে হেলেন সম্পর্কে অন্য রকম কথাও শোনা যায়। মহলা

থেকে ও প্রায়ই সুন্দরী এক্সট্রা মেয়েদের ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় আর সারারাত ঐ মেয়েটিকে দিয়ে শরীর ম্যাসেজ করায় এবং নিজের বিভিন্ন অঙ্গ ওদের দিয়ে চোষা করায়। অর্থাৎ অস্বাভাবিক যৌন সুখ।'

: নীলি, হেলেন সম্পূর্ণ সাভাবিক।

: অ্যানি, তুমি অনেক কিছুই জাননা। টনি লাপেত্তা নামের এক লোকের সাথে হেলেনের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক মানে শোয়াশুয়ি আর কি। ওরা নিয়মিত করতো। করতে গিয়েই ধরা পড়েছে। শেষ পর্যন্ত হেনরীর হস্তক্ষেপে ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটে।

: এ গল্পোটা তুই কোথায় পেলি?

: বহুদিন আগে থেকেই জানতাম। তখন কেউ হেলেনের নাম উল্লেখ করতে হলে বলতো, 'টনির মাল।' তবে হেনরি বেলামি আর ওর স্বামীটির কথা থিয়েটারের মেয়েদের কাছ থেকে শুনেছি। সবাই জানে···

: এ গুলো সবগুজব।··· আচ্ছা শুভ রাত্রি।

: শুভ রাত্রি। তবে আমার কথা হেলেনকে একটু বোলো···· প্লিজ।

লাঞ্চের পরেই টেলিফোন করলো হেলেন, কি গো কাজের মেয়ে, কি খবর?'

'একটু ক্লান্ত,' বললো অ্যানি।

'শোনো, আজ রাত্তিরে 'কোপা'তে একটা নতুন অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। আমি জিনোকে ফোন করে আজ দ্বিতীয় শোতে আমাদের চারজনের ওখানে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ও রাজী আছে।'

'অ্যালেন জানে।'

'আমি তা কি করে জানবো?' একটু থেমে হেলেন বললো, 'আজ বাড়ি ফিরে তুমি আমার কাছ থেকে পাঠানো একটা ছোট্ট উপহার দেখতে পাবে।'

'উপহার? কেন?'

টেলিফোনে নীলির কথা হেলেনের কাছে বললো অ্যানি। নীলি অ্যানির বান্ধবী জেনে ওর সাথে পূর্বের ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো হেলেন এবং নীলির জন্যে কিছু করতে চেষ্টা করবে বলে কথা দিল।

বাকি সময়টা অফিসের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইলো অ্যানি। বাড়িতে ফিরে ওর রুমে কালো কুচকুচে একটা টেলিফোন সেট দেখে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো অ্যানি।

ঃ ওটা লাগাবার খরচা আর প্রথম দু মাসের বিল হেলেন দিয়ে দিচ্ছে।—নীলির কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু তা আমি হতে দিতে পারি না।'

'শোনো, যা করার তা ও করে ফেলেছে। আমি জানি না অ্যানি, তুমি ওকে মন্ত্র করেছো কি না। কিন্তু আমি যে তোমার বন্ধু—এ কথা তুমি ওকে বলার পর, ও সত্যিই আমার সঙ্গে

ভালো ব্যবহার করেছে।' অ্যানি মৃদু হাসতেই নীলি ওকে থামিয়ে দেয়,' কিন্তু তাতে কিছুই পালটাচ্ছে না। আমি এখনও মনে করি, ও একটা জানোয়ার ?'

৩

'কোপা'তে রাত্রিটা ভারি আনন্দেই কেটেছিলো। অ্যানি বাড়িতে ফিরে আসার মিনিট কুড়ি পরেই ওর ঘরের টেলি-ফোনটা প্রথমবারের মতো বেজে উঠলো।

'জাগিয়ে দিলাম নাকি ?' অপর প্রান্ত থেকে হেলেনের উচ্ছসিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'না, সবে বিছানায় শুয়েছি,' বললো অ্যানি।

'আমি যে জিনোকে মোটেই বাগে আনতে পারছি না, অ্যানি!' হেলেনের কণ্ঠস্বর পালটে যায়। 'বিদায় নেবার সময় ও আমাকে চুমু দিতে চেষ্টা পর্যন্ত করে নি।'

'তার মানেই হচ্ছে, তোমার প্রতি ওর শ্রদ্ধা আছে।'

'শ্রদ্ধা কে চায় ? আমি তো চাই ও আমাকে শোয়াক। আমার যোনীতে চুমু খাক্।'

'তুমি তা বলতে পারো না হেলেন, আসল ব্যাপারটা তার ঠিক

উলটো।'

: আমার নুনু, আর কি করে সে তা বোঝাবে, শুনি ?

: তোমাকে নিয়ে বেড়িয়ে, তোমার সঙ্গে সময় কাটিয়ে—এক সঙ্গে আনন্দ করে।'

: ঠাট্টা করছো নাকি ? আমার মতে, কোনো পুরুষমানুষ তোমাকে পছন্দ করলে তোমাকে নিয়ে বিছানায় শুতে চাইবেই।

: কিন্তু হেলেন, অ্যালেনের সঙ্গে আমার কয়েক টন ডেট হয়েছে —ও কখনো··· মানে ইয়ে করতে চেষ্টা করেনি।

: তুমি কি চাও না অ্যালেন তোমাকে ইয়ে করুক।

: মোটেই না।

সামান্য নীরবতার পর হেলেন বললো, 'তাহলে কি তুমি হিম-কন্যা নাকি ?'

: মনে তো হয় না।

: মনে হয় না বলতে তুমি কোন্ ছাই বোঝাচ্ছো ? এর পরই তুমি বলবে, তুমি এখনও একেবারে কুমারী।

: তুমি এমন করে বলছো, যেন সেটা একটা অসুখ।

: না, কিন্তু কুড়ি বছর বয়সে অধিকাংশ মেয়েই কুমারী থাকে না। মানে···কাউকে তোমার মনে ধরলে তুমি চাইবে, সে তোমার ওপরে চাপুক—নয় কি ?

: জিনোর সম্পর্কে তোমার কি তাই মনে হয় ?

: আলবৎ। এখনও আমি অবিশ্যি ওর প্রেমে পড়িনি, কিন্তু পড়তে পারি।

'তাহলে সেজন্যে একটু সময় অন্তত দাও,' ক্লান্তস্বরে বললো অ্যানি, 'তুমিই ওঁকে ফোন করার সুযোগটা দাও।'

: কিন্তু ধরো, আমি অপেক্ষা করে রইলাম··· ও ফোন করলো না। তখন ?'

: হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু তুমি চেষ্টা করো···

: ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো হেলেন। 'তাহলে তাই করবো।'

: আচ্ছা হেলেন, হেনরীকে তুমি ভালোবাসোনি ?

: তার মানে ?

: তুমি হেনরির প্রেমে পড়েছিলে, নয় কি ?

'হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে বিছানায় শুয়েছিলাম। কিন্তু আমি কোনদিনই ওর প্রেমে মজিনি। একটা মজার কথা শুনবে ?' হেলেন হাই তুললো, 'বছর খানেক আগে—সেদিন আমার মনটা খুব খারাপ, তাই হেনরি আমার সঙ্গে বাড়িতে এসে-ছিলো। আমরা ঠিক করলাম, অতীতের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার জন্যে আমরা আবার ওই ব্যাপারটা করবো। কিন্তু হেনরী কিছুতেই তা করে উঠতে পারলো না। ওরটা দাঁড়ালো না। আসলে শত হলেও হেনরীর বয়েস হচ্ছে···পঞ্চাশের কোঠায় বয়েস এখন ওর ন্যাতানো অঙ্গ মাড় দিয়ে শক্ত করে তোলা সহজ নয়।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অ্যানির কণ্ঠস্বরে চাপা বিস্ময়ের সুর ফুটে ওঠে, 'কিন্তু জিনোও তো পঞ্চাশের কোঠায়···'

: জিনো ইতালিয়ান, ওদের মধ্যে সব সময় তাজা আগুন গনগন করে জ্বলে।···নাঃ অ্যানি, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনে। আমি এখুনি ওকে ফোন করে শুভরাত্রি জানাবো—যাতে ও আমাকে স্বপ্ন দ্যাখে।

: হেলেন! এখন ভোর চারটে··· তুমি ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেবে।

: বেশ, তাহলে তোমার কথাই থাকলো। ও ফোন না করা অব্দি আমি অপেক্ষা করবো।

চতুর্থ দিনেও ফোন না পেয়ে হেলেন একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠলো। টেলিফোনে অ্যানিকে বললো, 'এই আমার ভাগ্য, অ্যানি!'

মাহলার জন্যে সমস্ত হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে অ্যানির। এ ব্যাপারে ওরও খানিকটা দায়িত্ব রয়ে গেছে—ও-ই জিনোর সঙ্গে হেলেনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো।··· 'আর একটা দিন সময় দাও, হেলেন,' ও বললো, 'প্লিজ।'

সোদন রাতে এল মরোক্কোতে জিনো অ্যানিকেই নাচের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন। তারপর চুপিচুপি বললেন, 'তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হবে, অ্যানি। ওই লসন মহিলাটিকে তুমি আমার পেছন থেকে সরিয়ে নাও।'

: এতে ও খুব দুঃখ পাবে। অন্তত উদ্বোধন উপলক্ষে ফিলাডেলাফিয়ায় যেতে পারেন।

: বেশ, কিন্তু সেদিন রাত্তিরের ট্রেনেই আমি আবার ফিরে আসবো। রাজী ?

: রাজী।

নিউ হ্যাভেনে উদ্বোধনের একসপ্তাহ আগে থেকেই সমস্ত অফিস জুড়ে দারুণ কর্ম তৎপরতা। শুক্রবার উদ্বোধন, তাই বুধবারেই হিট দ্য স্কাইয়ের পাত্রপাত্রীরা নিউ হ্যাভেনে রওনা হয়ে গেলো। বৃহস্পতিবার হেনরি বেলামী অ্যানিকে ডেকে বললেন, 'শোন, আসছে কাল একটার ট্রেনে আমরা রওনা দিচ্ছি। তোমার জন্যে ট্যাফ্‌ট্‌ হোটেলে আমি একটা ঘর ঠিক করে রেখেছি।'

'আমার জন্যে ?'

'কেন, তুমি যেতে চাও না ? লিয়ন এবং আমাকে যেতেই হচ্ছে। কাজেই আমি ধরেই নিয়েছি যে তুমিও যেতে চাইবে। তা ছাড়া শত হলেও, হেলেন তোমার বান্ধবী। আর তোমার ছোট্ট বান্ধবী ও'হারাও তো অভিনয়ে রয়েছে।'

'খুশি হয়েই যাবো। আমি কোন দিনও উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখিনি।'

'তাহলে আর কি, কোমর বেঁধে তৈরি হয়ে নাও।'

ট্রেনে সমস্ত সময়টা হেনরী এবং লিয়ন কাগজপত্র মুখে নিয়ে বসে রইলো। নিউ হ্যাভেনে পৌঁছতে পৌঁছতে সেই সন্ধ্যা। হোটেলে ঢুকে হেনরী অ্যানিকে বললেন, 'ঘরে গিয়ে হাত-মুখ

ধুয়ে এসো। পানশালাতেই দেখা হবে।'

নিজের ঘরে গিয়ে ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নেয় অ্যানি। আচমকা টেলিফোনের কর্কশ আওয়াজে সংবিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় অ্যানি।

'এই মাত্র মহলা থেকে ফিরলাম,' নীলি বললো। 'মিঃ বেলামি হেলেনের সঙ্গে দেখা করতে থিয়েটারে গিয়েছিলেন। উনিই বললেন যে তুমিও এখানে এসেছো। শুনে এতো মজা লাগলো, যে কি বলবো।'

'আমারও লাগছে। তারপর···সব কেমন চলছে?'

'সাংঘাতিক।' নীলি যথারীতি একদমে বলতে থাকে, 'কাল রাত থেকে আজ ভোর চারটে অব্দি আমাদের ড্রেস রিহার্সেল হয়েছে।'

'হেলেন কি থিয়েটার থেকে ফিরেছে?'

'না, এখনও হেনরী বেলামির সঙ্গে ড্রেসিংরুমের দোর বন্ধ করে বসে রয়েছে।' একটু থেমে নীলি বললো, 'এই অ্যানি, আমি···মানে আমরা ওই কাজটা করে ফেলেছি।'

'কি করে ফেলেছিস?'

'আহা। তুমি যেন কিচ্ছুটি বোঝো না।'

'নীলি··· তার মানে তুই···'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। প্রথমটাতে আমার খুব ব্যাথা লাগছিলো··· তারপর মেল···'

'কি সব বলছিস তুই নীলি?'

'তারপর মেল আমার নীচে…'

'নীলি।'

'তুমি আর ন্যাকামো কোরো না, অ্যানি। আজকাল শুধু ওই সব করার জন্যেই কেউ বিয়ে করে না।…ও আমাকে সত্যি-কারের ভালোবাসে, আমিও বাসি।'

'কিন্তু…কিন্তু নীলি…তুই যা করেছিস…' বিহ্বলতায় গলা বুজে আসে অ্যানির।

'ওকে নিচে শোয়ানোর কথা বলছো? শোনো— মেল বলে, দুজন যদি দুজনকে ভালোবাসে তাহলে তারা যা কিছুই করুক না কেন, তা সমস্তই স্বাভাবিক। তাছাড়া ব্যাপারটা যে কি দারুণ! ওফ্, আমি আজকের রাতের জন্যে এখন আর যেন অপেক্ষা করে থাকতে পারছি না…'

'নীলি, দোহাই ঈশ্বরের!'

'দাঁড়াও না, তোমার যখন হবে তখন বুঝবে।…ঠিক আছে, তাহলে শো'য়ের পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। দ্বিতীয় দৃশ্যে আমার তিনটে লাইন আছে— খেয়াল রেখো কিন্তু।'

থিয়েটারের সমস্ত টিকিটই আগে থেকে বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো। তৃতীয় সারিতে একপাশে হেনরি এবং আর এক পাশে লিয়নের মাঝখানে বসে উদ্বোধন রজনীর রোমাঞ্চ অনুভব করছিলো অ্যানি। ছোট্ট ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করলো নীলি। অ'াটস'াট পোশাকে জেনিফার নর্থের দৈহিক সম্পদ দেখে দর্শ-

করা স্পষ্টই মুগ্ধ হলো। অসাধারণ মিষ্টি গলায় দুখানা গান গেয়ে সকলকে মাতিয়ে দিলো টেরি কিঙ্। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে সকলের উর্ধ্বে হেলেন লসন। সমস্ত দর্শককুল মুগ্ধ, বিস্মিত, আত্মহারা হেলেন লসন নামক জীবন্ত উপকথার অভিনয়ে, সঙ্গীতে আর ব্যক্তিত্বময় রূপ মাধুর্যে।

কিন্তু অভিনয় শেষে গিল কেসের ঘরে সকলের উপস্থিতিতে হেলেন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো, এ বইতে টেরি কিঙ্কে রাখা চলবে না।

'তা কি করে সম্ভব? টেরি কিঙের সঙ্গে আমাদের চুক্তি করা আছে।' গিল কেস কাঁধ ঝাঁকালেন।

'ওসব চুক্তি-টুক্তির ব্যাপার আমার সব জানা আছে,' বিশ্রী-ভাবে হাসলো হেলেন। 'একটা বুদ্ধি বের করে ওকে সরিয়ে দাও। তুমি তা পারো···কারণ তুমি আগেও অনেকবার তা করেছো।'

'কিন্তু তাহলে সোমবার ফিলাডেলফিয়ায় ওর জায়গায় কে অভিনয় করবে?' গিল ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।

'আমি তেমন একজনকে জানি,' আচমকা অ্যানির কথায় সকলে ওর দিকে ফিরে তাকায়। 'আমি জানি, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার এক্তিয়ার নেই,কিন্তু···'

'তুমি কাকে জানো?' প্রশ্ন করে হেলেন।

'নীলি ও' হারা। ও টেরির বদলী হিসেবে রয়েছে। সব কটা গানই ও জানে···আর সত্যিই ভালো গায়।'

'অসম্ভব,' গিল উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

'নীলি সারা জীবন দেশে দেশে ঘুরে অভিনয় করেছে, দর্শকদের সামনে দাঁড়াতে ও অভ্যস্ত।' অ্যানি বললো, 'মিঃ কেস, ও হয়তো সত্যিই ভালো করতে পারবে।'

'বেশ,' খানিকটা ইতস্তত করলেন গিল, 'তা হলে না হয় সেই চেষ্টাই করে দেখা যাবে।'

...নির্জন পথ ধরে এগুতে এগুতে অ্যানি প্রশ্ন করে, 'টেরি কিঙ্‌কে নিয়ে ওঁরা তাহলে কি করবেন?'

'দল ছেড়ে চলে যাবার জন্যে ওকে বাধ্য করানো হবে।'

'কিন্তু কি করে?'

'কলজের জোর থাকলে কাল মহলায় এসো, দেখতে পাবে।' লিয়ন বলে।

'যাই হোক, নীলিটা তাহলে একটা সুযোগ পাবে।'

'তোমাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা।'

কোনো কথা না বলে বাকি পথটুকু পেরিয়ে এলো ওরা। অ্যানিকে সোজা নিজের ঘরে নিয়ে এলো লিয়ন। ওর কোটটা খুলে দিলো। তারপর এক মুহূর্তে স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে নিজের হাত দুখানা এগিয়ে দিলো সামনের দিকে। এক ছুটে ওর বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো অ্যানি, নিজের ঠোঁট দিয়ে খুঁজে নিলো লিয়নের হিমেল অথচ আগ্রাসী ঠোঁট দুটিকে। চুম্বনের প্রতিদান দেবার অসীম ব্যগ্রতায় নিজেই অবাক হলো অ্যানি, একটু একটু করে ডুবে যেতে লাগলো চুম্বনের অপার

বিস্ময়ের অনন্ত গভীরে। নিবিড় আনন্দে সমস্ত শরীর শিউরে উঠতে লাগলো ওর।

আচমকা নিজের আলিঙ্গন থেকে অ্যানিকে মুক্ত করে দেয় লিয়ন, 'তোমাকে মনস্থির করে নিতে হবে, অ্যানি।' ওর আংটিটার দিকে তাকালো সে, 'নিউ হ্যাভেনের এই রাত শেষ হয়ে যাবে। সোমবার আবার নিউইয়র্কে ফিরে যাবে তুমি। তখন হয়তো আজকের এই ঘটনাকে অলীক বলে মনে হবে তোমার।'

'এটাকে আমি ছুটকো প্রেম বলে মনে করি না,' লিয়নের বিছানায় বসলো অ্যানি। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। এ কথাটা আজ অব্দি আমি কাউকে বলিনি, লিয়ন।'

লিয়নের আলতো আলিঙ্গন অনুভব করলো অ্যানি। পরক্ষণেই ওকে ছেড়ে দিলো সে।...লিয়ন টাই খুলছে।...কিন্তু অ্যানি এখন কি করবে? এখন কি করার কথা ওর? এ কথা সত্যিই যে ও লিয়নের সঙ্গে শুতে চায়। কিন্তু তাই বলে ও তো আর বেহায়া মেয়ের মতো নিজের পোশাক খোলার জন্যে টানাটানি শুরু করতে পারে না। হে ঈশ্বর, কেন ও এসব কথা আগে কারুর সঙ্গে আলোচনা করেনি। এখন কি হবে? লিয়ন জামা খুলছে।...ওকে তো কিছু একটা করতেই হবে— এমনি করে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না।

'পোশাক খোলার জন্যে অন্য ঘরে যেতে চাও?' কোমরের বেল্ট খুলে স্নানঘরের দিকে দেখালো লিয়ন।

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে স্নানঘরে ছুটে গেলো অ্যানি, বন্ধ দরজার

আড়ালে পোশাকের আবরণ থেকে মুক্ত করে নিলো নিজেকে। এবারে? এমনি নগ্ন অবস্থায় শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।··· অথচ ভালোবাসার মানুষটির কাছে নিজেকে সঁপে দেবার এই অপরূপ মুহূর্তের কথা কতোবার স্বপ্ন দেখেছে ও। স্বপ্ন দেখেছে, মৃদু আলোয় বিস্তৃত বিলাসী শয্যায় শুভ্র স্বচ্ছ রাত্রিবাস পরে ও প্রেমিক পুরুষটির আলিঙ্গনে একটু একটু করে লীন হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের সেই পুরুষটির মুখ ওর কাছে চিরদিনই অস্পষ্ট ছিলো। কিন্তু এখন তার মুখ একেবারে সুস্পষ্ট, ওর পরনেও কোনো স্বচ্ছ আচ্ছাদন নেই। বিলাসী শয্যার বদলে নিউ হ্যাভেনের একটা ছোট্ট হোটেল ঘরে কর্কশ আলোর উজ্জ্বলতায় নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠছে ও···বুঝতে পারছে না কি করবে।

'এন শুনছো, এখানে আমার ভীষণ একলা লাগছে!' উঁচু কণ্ঠস্বরে লিয়নের আহ্বান শোনা গেলো।

পাগলের মতো চারদিক হাতড়ে একটা বড়োসড়ো তোয়ালে পেয়ে গেলো অ্যানি। তোয়ালেটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ভীরু হাতে স্নানঘরের দরজা খুললো ও। বিছানায় শুয়ে ছিলো লিয়ন, চাদরটা কোমর অব্দি টানা। স্নানঘরের আলো নেভাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো অ্যানি।

'ওটা ওমনি থাক,' লিয়ন বললো, 'আমি তোমাকে দেখতে চাই।'

অ্যানি বিছানার কাছে আসতেই ওর হাত দুটো নিজের হাতে

তুলে নিলো লিয়ন। তোয়ালেটা খসে পড়লো মেঝের ওপরে। চাদরটা সরিয়ে লিয়ন ওকে নিজের কাছে টেনে নিলো। তার আদরে-সোহাগে সবটুকু অস্বস্তি কেটে গেলো অ্যানির। ওর মনে হলো, নিজের শরীরের ওপরে লিয়নের শরীরের ভার যেন পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক অনুভূতি।…তারপর এলো সেই মুহূর্ত। …লিয়নকে খুশি করতে চাইছিলো অ্যানি। কিন্তু আচমকা এক আকস্মিক যন্ত্রণায় ওর কণ্ঠ থেকে এক টুকরো আর্তস্বর বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলো লিয়ন।

'অ্যানি…' লিয়নের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখলো ও।

'করো, লিয়ন,' অ্যানি বললো, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নিচু হয়ে ওকে চুমু দিলো লিয়ন, তারপর নিজের মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে রইলো আধো-অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

'বিশ্বাস করো অ্যানি, তুমি এখনও কুমারী আছো জানলে আমি কিছুতেই তোমাকে স্পর্শ করতাম না।'

এক লাফে বিছানা থেকে উঠে স্নানঘরে ছুটে যায় অ্যানি। সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তোয়ালেতে মুখ চেপে কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'কেঁদো না, সোনা,' দরজাটা ঠেলে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় লিয়ন।

'সব কিছুই আগেকার মতো রয়ে গেছে…এখনও তুমি কুমারীই রয়েছো।'

'সে জন্যে আমি মোটেই কাঁদছি না।'

'তাহলে ?'

'তুমি···তোমার জন্যে। তুমি আমাকে চাও না।'

'চাই বই কি, ভীষণ ভাবে চাই।' ওকে জড়িয়ে ধরে লিয়ন, 'কিন্তু আমি তা পারি না, অ্যানি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুমি···

'কি আশা করেছিলে তুমি ?' অ্যানির অশ্রুমুখী চোখে ক্রোধের অস্পষ্ট ঝিলিক, 'আমি মোটেই আজে-বাজে মেয়েমানুষ নই।'

'অবশ্যই তা নও। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এতোদিনে···ধরো কলেজে···কিংবা অ্যালেনের সঙ্গে তো বটেই···'

'অ্যালেন কোনদিনও আমাকে ছোঁয়নি।'

'এখন তো তাই মনে হচ্ছে।'

'আমার কৌমার্যতে তোমার কি খুব বেশি এসে যায় ?'

'অবশ্যই।'

'দুঃখিত,' নিজের কানে নিজের কথাটাকেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় অ্যানির। একটা তোয়ালে জড়িয়ে লিয়নের দিকে তাকায় ও, 'দয়া করে এখান থেকে যাও, আমি পোশাক পরে নেবো। আমি কক্ষনো ভাবিনি যে এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার জন্যে আমাকে কোনোদিন ক্ষমা চাইতে হবে। আমি ভেবেছিলাম, আমি যাকে ভালবাসবো সে···সে এতে খুশি হবে··· অ্যানির কণ্ঠস্বর বুজে আসে, নতুন করে ছুটে আসা অশ্রুবিন্দু লুকোবার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নেয় ও।

'সে খুশি হয়েছে,' দুহাতে ওকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়

লিয়ন। ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমি চেষ্টা করবো, যাতে তোমার ব্যাথা না লাগে। কিন্তু লাগলেই আমাকে বলো,কেমন ?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' লিয়নের ক'াধে মাথা গোঁজে অ্যানি, 'আমি তোমাকে খুশি করতে চাই।'

'সেটা উভয়তঃ, তবে এবারে তোমার পক্ষে সেটা হয়তো সহজ হবে না···প্রথম বারে সেটা নাকি খুব কমই হয়ে থাকে।'

'তার মানে তুমিও ঠিক মতো জানো না ? তুমি কোনদিনও কোনো কুমারী মেয়েকে···

'না,' স্মিত হাসিতে স্বীকার করে নেয় লিয়ন, 'তাহলে বুঝতেই পারছো, আমিও এ ব্যাপারে তোমার মতোই অনভিজ্ঞ।'

'ভালোবাসা দাও, লিয়ন···তুমি আমার হয়ে যাও···আমি আর কিচ্ছুটি চাইবো না,' লিয়নকে শক্ত করে জড়িয়ে থাকে ও। ···দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে প্রথম সঙ্গমের সবটুকু যন্ত্রণা। তারপর এক সময় লিয়নের শরীরটা শক্ত হয়ে উঠতেই সবিস্ময়ে অনুভব করে, নিজেকে ওর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে লিয়ন···তার মানে কামনার চরমক্ষণটিতেও ওকে নিরাপদ রাখার কথা চিন্তা করেছে মানুষটা। সমস্ত পিঠটা ঘামে ভিজে উঠেছে ওর।···সেই মুহূর্তে অ্যানি বুঝতে পারে, ভালোবাসার মানুষকে খুশি করতে পারাই জীবনের সব চাইতে পরম পাওয়া। নিজেকে পৃথিবীর সব চাইতে ক্ষমতাময়ী নারী বলে মনে হয় ওর।

: এবারে ঘুমোও, ওর চুলে হাত বুলিয়ে দেয় লিয়ন।

: লিয়ন···আমি এখানে ঘুমোতে পারবো না।'

'কেন ?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর লিয়নের।

: ধরো, ভোরবেলা হেলেন বা নীলি যদি ফোন করে ?'

: ওদের কথা ভুলে যাও। আমি ঘুম ভেঙে দেখতে চাই, তুমি আমার বুকে শুয়ে আছো।'

লিয়নের চোখে-মুখে-কপালে অজস্র চুমু এঁকে দেয় অ্যানি। তারপর ওর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে আসে, 'তেমনটি অনেক···অনেক বার হবে লিয়ন। কিন্তু আজ নয়।' স্নানঘরে গিয়ে দ্রুত পোশাক পরে নেয় অ্যানি। হেলেন বা নীলির জন্যে কিছু নয়— আসলে আজ একদিনের পক্ষে বড্ড বেশী ঝড় বয়ে গেছে। লিয়নের পাশে শুলে সারারাত ও একফোঁটাও ঘুমোতে পারবে না।

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে বিছানার কাছাকাছি এগিয়ে আসে অ্যানি। কথা বলতে শুরু করেই দেখতে পায়, লিয়ন ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদু হাসিতে সারামুখ ভরে ওঠে ওর·· দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

পরদিন যখন মহলা শুরু হয় তখন দর্শকের সারিতে বসে বসে অ্যানি দেখলো কেমন কৌশলে পরিচালক ও এজেন্ট হেলেনের মন রক্ষার জন্যে টেরি কিঙ্‌কে প্রথমে ক্ষেপিয়ে তুললো এবং পরে নাটক থেকে ওকে মাইনাস্ করে দিলো।

রাগে গনগন করতে করতে টেরি বেরিয়ে যেতেই হেনরী মঞ্চে গিয়ে

পরিচালকের সঙ্গে দ্রুত একটু আলোচনা সেরে নিলেন। পরিচালক ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েই উঁচু গলায় ডাকলেন, 'নীলি ও' হারা!' নীলি দ্রুত এগিয়ে গেলো ওঁর সামনে। 'তেইশ নম্বর গানটা শিখে নিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'আমি ও'র দুটো গানই জানি।'

'আপাতত একটা জানলেই চলবে,' মৃদু হাসলেন উনি। 'তুমি গিয়ে দেখে নাও, টেরির পোশাকগুলো তোমার ঠিক হচ্ছে কি না।'

দুপুরের প্রদর্শনীটা ভালোভাবেই উতরে গেলো। পেশাদারী দক্ষতায় নিজের ভূমিকায় অভিনয় করলো নীলি।

'তুমি এখুনি নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছো নাকি?' অ্যানিকে জিজ্ঞেস করলো হেলেন।

'হ্যাঁ।'

'আমরা কাল সকালেই ফিলাডেলফিয়ায় চলে যাচ্ছি। সোমবার তাহলে ফের দেখা হচ্ছে! তুমি জিনো আর অ্যালেনকে নিয়ে আসবে কিন্তু!'

লিয়ন অপেক্ষা করছিলো। পরের ট্রেনেই তার সঙ্গে নিউইয়র্কে ফিরে এলো অ্যানি। রাতটা কাটালো লিয়নের ফ্ল্যাটে, ভোরবেলা প্রাতরাশ সেরে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দেখলো, টেবিলের ওপরে ফুলে ভরা বিরাট একটা ফুলদানী। সেই সঙ্গে অ্যালেনের লেখা এক টুকরো চিঠি — 'আমি যেমন করে

তোমার অভাব অনুভব করেছি, আশা করি তুমিও তেমনি-ভাবে আমার জন্যে অভাব অনুভব করছো। ফিরে এসেই ফোন করো—'

নম্বরটা ঘোরায় অ্যানি।

'অ্যালেন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।···আমি··· আমি তোমাকে আংটিটা ফিরিয়ে দিতে চাই।'

এক দীর্ঘ নীরবতা। অ্যালেনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমি এক্ষুনি তোমার কাছে যাচ্ছি!'

'না অ্যালেন,' অ্যানি যেন শিউরে ওঠে, 'আমি অন্য কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা করবো···আংটিটা তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।'

'আংটি আমি চাইনে, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কথা বলার কিছু নেই, অ্যালেন।'

'নেই? আমি তিন মাস ধরে প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে ভালো-বেসে এসেছি, আর তুমি শুধু মাত্র একটা টেলিফোন করে সেসব কিছু ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিতে চাও? আচ্ছা নিউ হ্যাভেনে আমার নামে তোমাকে কেউ কিছু বলেছে কী?'

'নিউ হ্যাভেনে তোমার নামে আমাকে কেউ কিছু বলেনি। আমি···' বলতে গিয়ে শিউরে ওঠে অ্যানি, 'আমি একজনকে ভালোবেসে ফেলেছি, অ্যালেন।'

: কে সে?'

: লিয়ন বার্ক।'

'চমৎকার।' অ্যালেনের হাসিটা বিশ্রী শোনায়, 'যাক, তোমাদের মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে একখানা কুটির যোগাড় করে দিতে পেরেছি বলে আমি বিশেষ আনন্দিত।'

'আংটিটা আমি তোমাকে ফেরত দিতে চাই, অ্যালেন।'

'আমি সেটা ফেরত পাবার বিষয়ে এতটুকুও উদ্বিগ্ন নই। কাজেই তুমিই বা কেন অতো চিন্তিত হচ্ছো?'

৪

নিউ হ্যাভেনের তুলনায় ফিলাডেলফিয়ার উদ্বোধন প্রদর্শনী অনেক বেশী সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ ভাবে শেষ হলো। লিয়ন ও অ্যানি ট্রেন থেকে নেমে সোজা থিয়েটারে এসে ঢুকেছে। ভিড় ঠেলে নীলির ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো ওরা। দরজার বাইরে নীলিকে ঘিরে কয়েকজন সাংবাদিকের ভিড়। পাশে মেল—মেলের নির্বাক মুখে গর্বের রোশনাই।

'নীলি, তুই দারুণ করেছিস!' ওকে জড়িয়ে ধরে অ্যানি।

'সত্যি? সত্যি বলছো? একটু অভ্যেস হয়ে গেলে দেখো, আরও ভালো হবে।'

'আমি চলি, আবার হেলেনকে অভিনন্দন জানাতে হবে।' অ্যানি বলে।

'জিনো যদি না এসে থাকেন তাহলে তুমি বরং মানে মানে এ শহর থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো।'

...অ্যানিকে দেখতে পেয়েই দুহাত বাড়িয়ে ছুটে এলো হেলেন। তারপরেই লিয়নকে দেখে প্রশ্নালু চোখে অ্যানির দিকে তাকালো, 'আর সব কোথায়?'

'আসে নি।'

'তার মানে?'

'সে অনেক কথা, হেলেন।'

লিয়নের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো হেলেন, 'লিয়ন, তুমি হলে গিয়ে বোসো। অ্যানি এখানেই থাকুক। আমি ততোক্ষণে পোশাকটা পালটে ফেলি।'

লিয়ন ঘড়ির দিকে তাকায়, 'শেষ ট্রেনটা ধরতে হলে আমাদের কিন্তু এখুনি ওঠা দরকার অ্যানি।'

'হেনরী নিজেও থাকছে না, বদলি হিসেবে তোমাকেও রেখে যাচ্ছে না। তাহলে পার্টিতে আমার সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষটা থাকছে, শুনি?'

'হেনরী থাকছেন না কেন?' প্রশ্ন করে অ্যানি।

'কারণ আমি ওকে বলেছিলাম, জিনো থাকছে। তা জিনোর ব্যাপারটা কি হলো, বলো তো?'

ফের ঘাড়ির দিকে তাকায় লিয়ন, 'আমি বরং একটা ট্যাক্সি ধরি।' তারপর হেলেনের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'হেলেন, এখুনি যেতে হচ্ছে বলে আমার খুব খারাপ লাগছে,' অ্যানি বললো, 'কিন্তু লিয়ন ওই ট্রেনটাই ধরতে চাইছে…'

'ধরতে চাইছে ধরুক, তাতে তোমার কি ?'

'আমি লিয়নের সঙ্গে এসেছি,' দরজার দিকে উৎসুক চোখে তাকায় অ্যানি।

হেলেনের চাখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'ও, এবারে বুঝেছি। এখনও তুমি লিয়নের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি চালিয়ে যাচ্ছো।… ওহ্ ভগবান ভেবেছিলাম তুমি অন্য ধরনের মেয়ে— কিন্তু তুমিও দেখছি অন্য সকলের মতো। যখন তোমাকে আমার দরকার, তখনই তুমি আমাকে লাথি মেরে চলে যাচ্ছো…সবই আমার ভাগ্য।' হেলেনের গাল বেয়ে অশ্রু নামে, আজ উদ্বোধন রজনীতে আমি একেবারে একা…নির্বান্ধব।'

'হেলেন আমি সত্যিই তোমার বন্ধু। দাঁড়াও, লিয়নের সঙ্গে কথা বলে আসি' দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অ্যানি।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো লিয়ন। অ্যানি ছুটে এসে বললো, 'এভাবে ওকে আমরা একা একা ফেলে রেখে যেতে পারি না লিয়ন। ও মনে আঘাত পাচ্ছে।'

ওর দিকে তাকালো লিয়ন, 'কোনো কিছুই হেলেনকে আঘাত দিতে পারে না, অ্যানি।'

'কিন্তু লিয়ন, ও আমার বন্ধু।'

'তাই তুমি এখানে থাকতে চাইছো ?'

'আমার মনে হচ্ছে, সেটাই উচিত…'

'বেশ, তাহলে বিদায় বন্ধু—' মৃদু হেসে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো লিয়ন। প্রথমে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছিলো না অ্যানি। কিন্তু ততক্ষণে ট্যাক্সিটা উধাও হয়ে গেছে। আচমকা অ্যানি অনুভব করলো, ওর চোখ ফেটে জল নেমে আসছে। সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে আঘাত দিয়ে ফেলছে ও— সব চাইতে বেশি আঘাত দিচ্ছে নিজেকে।

পার্টি সেরে রাত তিনটের সময় হেলেনের স্যুইটে ফিরলো ওরা। বড়সড়ো একগ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে হেলেন প্রশ্ন করলো, 'এবারে বলো— জিনোর কি হলো?'

'বোধহয় দোষটা আমারই,' অ্যানি বললো, 'অ্যালেনের সঙ্গে আমি সব কিছু চুকিয়ে ফেলেছি।'

'কেন?'

'লিয়নকে ভালোবাসলে অ্যালেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা চলে না।'

'ফাজলামো হচ্ছে?' হেলেনের চোখদুটো কুঁচকে ওঠে, 'লিয়ন তোমাকে নিয়ে শুয়েছে বলেই তুমি নিশ্চয়ই মনে করছো না যে সে তোমাকে বিয়ে করবে— তাই নয় কি?'

'করবে বৈকি.....'

'সে কি বিয়ের কথা বলেছে?'

'হেলেন, ব্যাপারটা মাত্র তিন দিন আগে হয়েছে।'

'তা তোমার সেই প্রেমিক প্রবর এখন কোথায়? শোনো, যে

তোমাকে ভালোবাসবে সে তোমার সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকবেই। অ্যালেন লেগে থাকতো— তার অবস্থা হয়তো এখন খুবই করুণ।...আমি বাজি রেখে বলছি, জিনোও তাই আসেনি। হয়তো আমাকে সে তোমার মতোই সস্তা মেয়েমানুষ বলে মনে করেছে।'

'হেলেন!'

'আলবৎ! সে এখন আমার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাচ্ছে— ভাবছে, তার ছেলেকে তুমি যেমন আঘাত দিয়েছো, আমিও তাকে তেমনি করে আঘাত দেবো।'

'আমি অ্যালেনের সঙ্গে যা করেছি, তার সঙ্গে তোমার এবং জিনোর কোনো সম্পর্কই নেই।'

'তাহলে কেন সে এখানে আসেনি? তুমি একটি হতচ্ছাড়ি বেশ্যামাগী বলেই আমি আমার ভালোবাসার মানুষটাকে হারালাম।'

সবেগে ছুটে গিয়ে নিজের কোটটা তুলে নেয় অ্যানি।

'হেলেন! আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার বন্ধু...'

'বন্ধু! কি ছাই আছে তোমার, যে আমি তোমার বন্ধু হবো?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় হেলেন।

প্রচণ্ড ক্রোধ অ্যানিকে অশান্ত করে তোলে, 'হেলেন, আজ অব্দি যে একটি মাত্র বন্ধু তুমি পেয়েছিলে, তাকে তুমি এই মাত্র হারালে।... আমি যাচ্ছি। তোমার সৌভাগ্য কামনা করি—'

'না বোনটি, সৌভাগ্যের প্রয়োজন তোমার। লিয়ন বার্ক খুব

সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। আমি তা জানি— ছ বছর আগে আমিও ওর সঙ্গে কিঞ্চিৎ ফষ্টিনষ্টি করেছিলাম।' অ্যানির অবিশ্বাসী চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো হেলেন। 'হ্যাগো, আমি আর লিয়ন। ও তখন সবেমাত্র হেনরী বেলামিতে যোগ দিয়েছে। এমন ভাব দেখাতো, যেন আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তবে আমি অন্তত তোমার মতো বুদ্ধু ছিলাম না— রসটুকু নিঙরে নিয়ে, ছিবড়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আর বিশ্বাস করো, ওকে দেবার মতো বস্তু তোমার চাইতে আমার ঢের বেশি ছিলো।'

রাগ আর বিরক্তিতে দরজা খুলে একছুটে বেরিয়ে আসে অ্যানি। তারপর লিফ্‌টের কাছে পৌঁছে, থমকে দাঁড়ায় সহসা। ওর কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই। সর্বসমেত মোট পঁচাশি সেন্ট পাওয়া গেলো।

হলঘরে লিফ্‌টের পাশে একখানা চেয়ারে বসে পড়লো অ্যানি। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধু ক্ষতির অনুভূতি। হেলেন এখন আর ওর বন্ধু নয়— হয়তো কোনো দিনই বন্ধু ছিলো না। সবাই ওকে হেলেনের সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলো। লিয়নের সম্পর্কেও।...লিয়ন আর হেলেন। না না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু তা না হলে, হেলেন নিশ্চয়ই অমন একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলতো না। ওহ্‌ ঈশ্বর! হেলেন কেন ওকে কথাটা বললো?...মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো অ্যানি।

লিফ্‌টটি থেমে যাবার শব্দ শুনতে পেলো ও। একটি মেয়ে লিফ্‌ট থেকে নেমে ওকে পেরিয়ে এগিয়ে গেলো খানিকটা। তারপর থমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, 'অ্যানি না?' মেয়েটি জেনিফার নর্থ।

'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করলো জেনিফার।

ঝলমলে মেয়েটির দিকে তাকালো অ্যানি, 'বোধহয় সবকিছুই।'

'এমন দিন একসময় আমারও ছিলো,' জেনিফারের ঠোঁটে সমবেদনার হাসি। 'এসো, ওই দিকটাতে আমার ঘর। ওখানে বসে কথা বলা যাবে।' অ্যানির হাতধরে হলঘর দিয়ে এগিয়ে চলে জেনিফার।

বিছানায় বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে জেনিফারকে পুরো ঘটনাটা বললো অ্যানি। সব শুনে মৃদু হাসলো জেনিফার, 'সপ্তাহের শেষটা তোমার তাহলে দারুণ কাটলো!'

'তোমাকে এর মধ্যে জড়ানোর জন্যে আমি দুঃখিত,' অ্যানি বললো, 'বিশেষ করে এতো রাত্তিরে।'

'তাতে কিছু হয়নি, আমি আদৌ ঘুমোই না।' জেনিফার হাসলো, 'সেটাই আমার বড়ো সমস্যা। তবে তোমার একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে— আজকের রাত্তিরটা তুমি এখানে থাকো।'

'না আমি সত্যিই নিউইয়র্কে ফিরে যেতে চাই।'

জেনিফার একটা দশ ডলারের নোট তুলে দিলো অ্যানিকে, 'আমি নিউইয়র্কে গেলে তুমি আমাকে লাঞ্চে নিয়ে যেও।

আমি এর শেষটা শুনতে চাই।'

'এখানেই সব শেষ।'

মৃদু হাসলো জেনিফার, 'হেলেনের ব্যাপারটা অবশ্যই শেষ— এবং সম্ভবত অ্যালেনের ব্যাপারটাও। তবে লিয়নের ক্ষেত্রে তা নয়··· অন্তত ওর নাম বলার সময় তোমাকে যেমন দেখাচ্ছে, তাতে তাই মনে হয়।'

'কিন্তু হেলেন যা বললো, তারপরে আমি কি করে ওর কাছে ফিরে যাবো?'

'হেলেনের সঙ্গে সে যদি শুয়েই থাকে, তাহলেও আমি তাকে দোষ দিই না— হয়তো বাধ্য হয়েই তাকে ওটা করতে হয়েছিলো।' অ্যানিকে দরজা আর এগিয়ে দেয় জেনিফার, 'মনে রেখো, কোনো পুরুষ মানুষকে জয় করে নেবার একটি মাত্র পথ আছে। তা হচ্ছে— এমন করতে হবে, যাতে সে তোমাকে চাইবে।···তোমাকে আমার ভালো লাগে, অ্যানি। আমরা দুজনে খুব ভালো বন্ধু হবো।···আমিও একজন সত্যিকারের বন্ধু চাই। আমার ওপরে বিশ্বাস রাখো— লিয়নকে যদি তুমি চাও, তাহলে আমি যেমন বলেছি, তেমনি করো।'

ম্লান হাসলো অ্যানি, 'আমি চেষ্টা করবো, জেনিফার···আমি চেষ্টা করবো···'

ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার তলা দিয়ে খানিকটা বেরিয়ে থাকা তারবার্তাটা দেখতে পেলো অ্যানি।

'গতকাল রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় এমি কাকী মারা গিয়েছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বুধবার। তুমি এলে ভালো হয়। মা।'

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে ফোন করে মাকে একটা তারবার্তা পাঠালো অ্যানি— ও অবিলম্বে যাচ্ছে। খবর নিয়ে জানলো, বোস্টনের ট্রেন সকাল সাড়ে নটায় ছাড়বে। এখন সাড়ে আটটা।

ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা জিনিস গুঁজে নিলো ও।···ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা চেক ভাঙিয়ে নেবার মতো যথেষ্ট সময় আছে। কিন্তু অফিস এখনও খোলেনি। ফের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের নম্বর ঘোরালো অ্যানি।

'প্রিয় হেনরি, ব্যক্তিগত কারণে দূরে যেতে হচ্ছে। শুক্রবার ফিরে এসে সব বলবো। অ্যানি।'

শুক্রবার অফিসে ঢুকেই হেনরি অবাক, 'একি, তুমি ফিরে এসেছো।'

'আমি তো জানিয়ে দিয়েছিলাম, শুক্রবার ফিরবো।'

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি নির্ঘাৎ বিয়ে করেছো।'

'বিয়ে?' অবাক হলো অ্যানি, 'কাকে?'

'এমনি···ভেবেছিলাম আর কি,···' হেনরিকে বোকা বোকা দেখায়। 'আমার ভয় হচ্ছিলো তুমি হয়তো অ্যালেনের সঙ্গে পালিয়েছো।'

'পালিয়েছি? আমার কাকীমা মারা গেছেন, তাই আমাকে বোস্টনে যেতে হয়েছিলো।'

'যাকগে, ওসব কথা যেতে দাও।' ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেন হেনরি, 'তুমি ফিরে এসেছো তাতেই আমি খুশি।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই লিয়ন ঘরে এসে ঢোকে। ওকে ছেড়ে দিয়ে বালকোচিত স্বাস্তর ভঙ্গিমায় ঘুরে দাঁড়ান হেনরি, 'ও ফিরে এসেছে, লিয়ন···

'হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।' আবেগ বর্জিত কণ্ঠস্বর লিয়নের। 'ওর কাকী মারা গেছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে ও বোস্টনে গিয়েছিলো।'

মৃদু হেসে নিজের অফিস ঘরে ফিরে যায় লিয়ন। কিন্তু একটু পরেই হেনরির টেবিলের আন্তঃসংযোগে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'হেনরি, নীলি ও' হারার সঙ্গে চুক্তির কাগজপত্রগুলো দিয়ে অ্যানিকে একটু পাঠাবেন?'

চোখ মটকে একটা ফাইল বের করেন হেনরি, 'আমরা তোমার ছোট্ট বন্ধুটির ব্যাবসায়িক দিকটা দেখছি। ওর কোনো এজেন্ট নেই। ভবিষ্যৎও খুবই সামান্য—অন্তত এই অবস্থায়। তবু তোমার জন্যেই আমরা ওকে নিয়েছি।'

অ্যানি কাগজপত্র নিয়ে লিয়নের ঘরে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লিয়ন, 'হেনরি হয়তো তোমাকে বলেছেন যে আমরা নীলির অ্যাকাউন্টটা নিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, উনি বলেছেন,' চুক্তিপত্রের দিকে চোখ রেখে জবাব দেয় অ্যানি। এগিয়ে এসে কাগজগুলো নিজের হাতে তুলে নেয় লিয়ন, 'উনি কি এ কথাও বলেছেন যে গত চারদিন আমি

একেবারে দিশেহারা হয়েছিলাম ?'

অ্যানি চোখ তুলে তাকাতেই লিয়ন ওকে জড়িয়ে ধরে। লিয়নকে সজোরে আঁকড়ে ধরে অ্যানি।

সপ্তাহান্তিক ছুটিটা লিয়নের ফ্ল্যাটেই রইলো অ্যানি। এই দুদিন লিয়নের প্রেমক্রিয়ায় সাগ্রহে সাড়া দিয়েছে ও। দ্বিতীয় দিন রাতেই প্রথমবার অনুভব করেছে শৃঙ্গারের চরম পুলক। তখন থেকে আরো বেশি করে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে অ্যানি। মনে হয়েছে, ওর তৃষ্ণা বুঝি কিছুতেই মেটার নয়।

সেরাতে ক্লান্তিহীনভাবে সারাটা সময়ই রতিক্রিয়ায় মেতে ছিল ওরা। প্রত্যেকবার লিয়ন যখন তার যন্ত্রটা অ্যানির নববিকশিত যোনির ভেতর ঢুকাচ্ছিল তখন অ্যানির মনে হচ্ছিল এমন সুখ স্বর্গেও পাওয়া যাবে না।

লিয়নের কিছু কিছু ব্যাপার ওর বোধগম্য নয়। ওকে যে লোকটা ভালবাসে তা বোঝাই যায়। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনায় ওর মন্তব্য অ্যানির কাছে রহস্যময় লাগে।

'লিয়ন, নীল কার্ডটা পাবার পরে আমি যখন ওর হয়ে তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম, তখন বলেছিলে, তোমার এই ফ্ল্যাটটা পাবার হিসেব মিটে গেলো।'

'এখন আমাদের ফ্ল্যাট।'

'আমাদের ?'

'নয় কেন ? এখানে যথেষ্ট জায়গা। তাছাড়া একসঙ্গে থাকার

পক্ষে আমি যথেষ্ট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।'

লিয়নকে জড়িয়ে ধরে অ্যানি, 'লিয়ন! তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তটিতেই আমার মনে হয়েছিলো, একমাত্র তুমিই সেই মানুষ যাকে আমি বিয়ে করতে চাইবো।'

আস্তে করে ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় লিয়ন, 'আমি তোমাকে এখানে এসে থাকতে বলছি, অ্যানি। আপাততঃ শুধু সেটুকুই আমি বলতে পারি।'

আঘাতের চাইতে বেশি অপ্রস্তুত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয় অ্যানি।

৫

ফিলাডেলফিয়ায় হিট দ্য স্কাইয়ের তিনটে প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে। পাত্রপাত্রীরা এখন নিউইয়র্কে উদ্বোধনীর জন্যে উন্মুখ। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে ওদের অনুষ্ঠান সাধারণের মন জয় করবেই। তথাপি উত্তেজনা এখন তুঙ্গে, কারণ নিউইয়র্কের সমালোচকদের বিশ্বাস নেই।

রাত তিনটের সময় হোটেলে ফিরে এলো জেনিফার।

পোশাক খুলতে গিয়ে বীবরের চামড়ার নতুন কোটটাতে সস্নেহে হাত বোলালো ও— ফিলাডেলফিয়ার আইনজীবী রবির সঙ্গে

একটা রাত্তির কাটানোর ফল। আজও ওর সঙ্গ ছাড়তে চাই-ছিলো না লোকটা। কিন্তু জেনিফার এড়িয়ে এসেছে। তবে আসছে কাল হয়তো ফের রাজি হয়ে যাবে, কারণ ওর কিছু নতুন পোশাকের প্রয়োজন।··· রবির মতো লোকগুলো দেখতে বিশ্রী কিন্তু দরাজ-দিল।

ব্রা আর প্যান্টি খুলে পূর্ণ দৈর্ঘ্য আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে, খুটিয়ে খুটিয়ে নিজেকে যাচাই করে জেনিফার। নিখুঁত শরীর। পাশ ফিরে স্তনদুটোকে লক্ষ্য করে ও—আগের মতোই দৃঢ় আর উন্নত।···হাতদুটো মুড়ে স্তন দৃঢ় রাখার ব্যায়ামটা পঁচিশ বার করে নেয়। তারপর একটা বড়সড়ো কৌটো থেকে খানিকটা ওষুধ নিয়ে দুই স্তনে আলতো হাতে নিচ থেকে ওপরের দিকে মালিশ করতে থাকে নিপুণ দক্ষতায়। সব শেষে মুখ থেকে প্রসাধন তুলে, চোখের কোলে ভালো করে ক্রিম লাগিয়ে, রাত্রিবাসটা গলিয়ে নেয়।

ঘড়ির দিকে তাকালো জেনিফার। আশ্চর্য, প্রায় চারটে বাজে—অথচ এখনও ওর ঘুম পাচ্ছে না! বিছানার চাদরে পা ঢেকে সকালের পত্রিকাগুলোতে চোখ বোলায় ও। ওর ছুটো ছবি রয়েছে—একটা টনির সঙ্গে।···টনি! দিদি সঙ্গে না থাকলে টনি ইতিমধ্যেই ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুলতো।··· মিরি-য়ামের কথা মনে হতেই ভুরু কুঁচকে ওঠে জেনিফারের। মহি-লাকে কোনোমতেই টনির কাছ থেকে নড়ানো যায় না। টনি ওকে নিয়ে শুতে আগ্রহী না হলে, জেনিফার কিছুতেই ওকে

একা পাবে না।···

জানালার পর্দা চুইয়ে সূর্যের আলো ঘরে এসে ঢুকেছে। জেনিফার তখনও সজাগ। ঘুম না হবার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো ওর। নিজেকে সুন্দর দেখাবার একটা পথ হচ্ছে, যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়া। না ঘুমিয়ে শুধু শুয়ে থাকলেও প্রায় একই কাজ হয়—কোথায় যেন পড়েছিলো ও।

সুইৎজারল্যাণ্ডে জেনিফার যখন স্কুলে পড়তো তখন ওর সহপাঠিনী মারিয়া একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো, 'তোমার বয়েস কতো জেনিট?' জেনিফার তখন জেনিট ছিলো।

'উনিশ।'

'তুমি কখনও কোনো পুরুষ মানুষকে পেয়েছো?'

'না,' লজ্জায় লাল হয়ে মেঝের দিকে তাকালো জেনিফার। 'তবে আমি আর হ্যারি···আমরা অনেক দূর অব্দি এগিয়েছিলাম।'

'আমি একজনের সঙ্গে শুয়েছিলাম।'

'সবকিছু?'

'আলবৎ। গত গ্রীষ্ম। মাসীর সঙ্গে ছুটি কাটাতে সুইডেনে গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখা···সুন্দর চেহারা···অলিম্পিকে গিয়েছিলো—সাঁতার শেখায়। আমি জানতাম, বাবা একটা মোটাসোটা জার্মানের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক করছেন। তাই ঠিক করলাম, অন্তত প্রথমবার একজন সুদর্শন পুরুষের সঙ্গে ব্যাপারটা চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'মনে হচ্ছে, আমিও হ্যারির সঙ্গে ওটা করলে পারতাম। এখন

তো অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'না করে ভালোই করেছো। বিশ্রী, জঘন্য ব্যাপার।...আমার পেট হয়ে গিয়েছিলো।... 'ওরেন।' থুথু ফেলার মতো নামটা উগরে দিলো মারিয়া। 'সে-ই সব কিছুর বন্দোবস্ত করেছিলো। ডাক্তার...আরও কষ্ট...তারপর পেট খসানো। জ্বর হলো, ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম...আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর অপারেশন। আর কোনোদিনও আমার বাচ্চাটাচ্চা হবে না।'

'ওহ্ মারিয়া। আমি ভীষণ দুঃখিত...'

'নাঃ, ভালোই হয়েছে।' এক টুকরো চতুর হাসি ছড়ালো মারিয়া। 'বাবা যতো খুশি বন্দোবস্ত করুন—তারপর আমি সেই লোকটাকে আসল কথাটা জানিয়ে দেবো—ব্যাস। বাচ্চা হবে না এমন মেয়েকে কোনো পুরুষই বিয়ে করতে চায় না। অতএব আমাকে কোনোদিনও বিয়ে করতে হবে না।'

'কিন্তু তোমার বাবাকে কি বলবে?'

'আমি মাসীর দায়িত্বে ছিলাম, তাই মাসীই জবাবটা ঠিক করে দিয়েছে। বলবো, আমার জরায়ুতে টিউমার হয়েছিলো—তাই জরায়ুটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, ঘাড় নাড়লো মারিয়া, 'আমার জরায়ুটা বাদ দেওয়া হয়েছে ...তাতে ভালোই হয়েছে...আমাকে আর মাসিক ঋতুর ঝামেলা সইতে হয় না।' একটু থেমে মারিয়া বললো,

'আর দু-সপ্তাহ বাদে স্কুলের বছর শেষ হচ্ছে। গ্রীষ্মকালটা তুমি আমার সঙ্গে স্পেনে থাকবে, চলো।'

'মারিয়া!' উৎফুল্ল হয়ে উঠলো জেনফার, 'কিন্তু আমার যে কোনো টাকাপয়সা নেই, মারিয়া— শুধু বাড়ীতে ফেরার টিকিটখানাই আমার সম্বল।'

'তুমি আমার অতিথি হবে— আমি যা খরচ করতে পারবো, তার চাইতে আমার অনেক বেশী টাকা আছে।'

...দু-সপ্তাহ বাদে লোজানের ট্যাক্সতে চেপে মারিয়া বললো, 'এক্ষুনি আমরা স্পেনে যেতে পারছি না। এই যে আমার বাবার তার...' কাগজটা জেনিফারের হাতে তুলে দিলো ও। তারবার্তায় লেখা আছে, স্পেনে এখন যুদ্ধের ধ্বংসলীলা চলছে। তবে পরিস্থিতি শীগ্গিরই স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আপাতত গ্রীষ্মকালটা মারিয়া যেন সুইৎজারল্যাণ্ডেই কাটায়। তিনটে বছর সুইৎজারল্যাণ্ডেই থাকতে হলো ওদের।

প্রথম রাত্রে মারিয়ার প্রস্তাবে চমকে উঠেছিলো জেনিফার। কিন্তু মারিয়া ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝালো, এতে কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই। তারপর আবরণ মুক্ত হয়ে দর্পিত ভঙ্গিমায় দাঁড়ালো ওর সামনে। সুন্দর গড়ন মারিয়ার। কিন্তু ওর নিজের গড়ন ততোধিক সুন্দর জেনে এক গোপন পুলক অনুভব করলো জেনিফার। লাজুক হাতে নিজের পোশাক খুলে ফেললো ও।

'যতোটা কল্পনা করেছিলাম, তুমি তার চাইতে আরও বেশী সুন্দর,' নরম গলায় বললো মারিয়া। তারপর গভীর আশ্লেষে

ওর অবারিত স্তনে নিজের গাল ছুঁইয়ে বললো, 'দেখো, আমি তোমার সৌন্দর্যকে ভালোবাসি···শ্রদ্ধা করি। কিন্তু একটা পুরুষ মানুষ হলে এতোক্ষণে এসব ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতো।' জেনিফারের সর্বাঙ্গ সোহাগী হাত বুলিয়ে দেয় মারিয়া। অবাক হয়ে জোনফার অনুভব করে, নিবিড় পুলকে ওর সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে শুরু করেছে।···

এইভাবে প্রতিরাতে একটু একটু করে এগিয়েছে মারিয়া। পরম ধৈর্যে ওকে শিখিয়েছে, কি করে দেহের আহ্বানে সাড়া দিতে হয় এবং এইভাবে কেটে গেছে দীর্ঘদিন। ইতিমধ্যে অনেক পুরুষমানুষের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে ওদের। তাদের অনেককেই ভালো লেগেছে জোনফারের, কিন্তু মারিয়া সর্বদাই তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। একদিন এক ফাঁকে পানামার একটি সুদর্শন ছেলের সঙ্গে একটু বেড়াতে গিয়েছিলো জোনফার ছেলেটি ডাক্তারী পড়ে, আরও পড়াশুনা করার জন্যে নিউইয়র্কে যাচ্ছে। ছেলেটি ওকে চেয়েছিলো, জোনফারেরও ভালো লেগেছিলো পুরুষ মানুষের কঠোর স্পর্শ কিন্তু তবু তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মারিয়ার কাছে ফিরে এসেছিলো ও। মারিয়ার কাছে শপথ করে বলেছিলো, মাথাধরার জন্যে ও একটু ফাঁকা হাওয়ায় গিয়েছিলো মাত্র।···

ইতিমধ্যে জোনফারকে অনেক সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে দিয়েছে মারিয়া। জোনফার হাসতে শিখেছে এখন অক্লেশে ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে ও। কিন্তু

তিনবছর সুইৎজারল্যাণ্ডে কাটাবার পর, মারিয়ার বাবা ওকে দেশে ফিরে যেতে বললেন— রাজি হলো না মারিয়া। তারপর উনি চেক পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। তখন মারিয়ার আর কিছু করার রইলো না। ফিরে গেল ও।

সাতটা বাজে। শেষ সিগারেটটা ছাইদানে গুঁজে দিলো জেনিফার।··· ঘুমোতে ওকে হবেই। রবির কাছে ও সত্যিকারের সুন্দর হতে চায়। তাহলে হয়তো একটা গাউন আর মাকে পাঠাবার টাকাটা পেয়ে যাবে ও।

হিট দ্য স্কাইয়ের সফলতা সম্পর্কে নিউইয়র্কের সমস্ত সমালোচকরাই একমত। হেলেন লসনের জনপ্রিয়তা এখন নতুন শীর্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। নীলিও সপ্রশংস দৃষ্টিপাত অর্জন করেছে কয়েক জায়গায়।

নিউ ইয়ার্স ইভের পার্টিতে ওকে আর মেলকে নিমন্ত্রণ করেছিলো জনি। ওফ্, এমন দুর্দান্ত পার্টিতে নীলি জন্মেও কোনদিন যায়নি। আর সব চাইতে অবাক কাণ্ড— সেখানকার সবাই নীলিকে চেনে।

এই নিউ ইয়ার্স ইভের কথা নীলি কোনোদিনও ভুলবে না। মেল বলেছে, সেও ভুলবে না।···সেদিন রাতে মেলের হোটেলে পৌঁছে, মেলকে জড়িয়ে ধরলো নীলি, 'জানো আমার এত আনন্দ লাগছে, যে ভয় করছে।'

বিছানায় ওঠার জন্যে তৈরি হয়ে মেস বললো, 'ছেচল্লিশ সালটা সত্যি খুব দারুণ ভাবে শুরু হলো।'

উষ্ণতার লোভে গুটিসুটি হয়ে একটা পা দিয়ে মেসকে জড়িয়ে ধরলো নীলি।

'নীলি, জনি কি বললো, শুনলে? আমার চাকরি পাকা— সপ্তাহে আমি ছশো ডলার করে রোজগার করছি।'

'আমিও তাই।'

'তাহলে চলো, বিয়েটা সেরে ফেলি।'

'বেশ। জুনের এক তারিখে।'

'অতোদিন অপেক্ষা করতে হবে কেন?'

'কারণ তদ্দিন অব্দ আমরা ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছি। তার আগে আমি ফ্ল্যাট ছেড়ে দিলেও, ভাড়া গুনতে হবে।'

'তা আমরা সামলাতে পারবো — ভাড়া দেবো।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে? দু জায়গায় ভাড়া দেবো নাকি?'

'কিন্তু নীলি, আমি তোমাকে চাই—'

'সে তো পেয়েছোই,' খিলখিল করে হেসে ওঠে নীলি, 'এসো ...নাও আমাকে...'

অবাক বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে অ্যানি আর জেনিফার লক্ষ্য করছিলো, নীলি খুব স্বাভাবিক ভাবেই লোকগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছে, বিশাল পিয়ানোটাকে ঘরের ঠিক কোন্ জায়গাটাতে রাখতে হবে।

'এইমাত্র আমি জনসন হ্যারিস অফিসে সই করে এসেছি,' ঘোষণা করলো নীলি।

'হেনরীর কি হলো?' জানতে চাইলো অ্যানি।

'গতকাল এ ব্যাপারে আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলেছি। আমি ওঁকে বললাম যে জনসন হ্যারিস অফিস আমার কাছে এসেছিলো। তাই শুনে উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে ছেড়ে দিলেন!'

'ওরা তোমাকে একটা পিয়ানো দিলো?' জিজ্ঞেস করলো জেনিফার।

'না, তবে ওরা ভাড়াটা দেবে। ওরা আমাকে লা ক্যাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে— তিন সপ্তাহ বাদে সেখানে আমার উদ্বোধনী হবে।'

'কিন্তু তুই তো হিট দ্য স্কাইতে রয়েছিস,' বললো অ্যানি।

'লা ক্যাজে আমি শুধু মাঝ রাত্তিরে একটা করে শো করবো— আর তার জন্যে সপ্তাহে তিনশো ডলার করে পাবো! কি সাংঘাতিক কাণ্ড, তাই না? তারপরে জানো, জনসন হ্যারিস অফিস আমার জন্যে জেক হোয়াইটকে ঠিক করে দিয়েছে··· তাঁর মাইনেও ওরা দেবে। জেক শুধু সব চাইতে সেরা তারকাদের সঙ্গেই কাজ করেন। আমার গান শুনে উনি বলেছেন, একটু ঘষামাজা করে নিলে, আমি একেবারে বিখ্যাত হয়ে যেতে পারি!'

'ভালো কথা। তবে দেখো, আবার কোনো হেলেন লসন যেন এখানে এসে না ওঠে। তাহলে আমরা তোমাদের তিনটেকেই

বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।' অ্যানির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো জেনিফার।

'আমি স্রেফ টাকার জন্যেই এসব করছি। জুন মাসে আমি আর মেল বিয়ে করছি। তখন যাতে এরকম একটা সুন্দর সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট নিতে পারি, সেজন্যে আমি যথেষ্ট টাকা জমিয়ে ফেলতে চাই।'

'আচ্ছা, মেল কখন জনি মেলনের হয়ে লেখার সুযোগ পায়, বলো তো?' জেনিফার বললো, 'ওতো মনে হচ্ছে, পুরো সময়ের জন্যেই তোমার প্রেস এজেন্ট হয়ে কাজ করছে। এতো প্রচার পেতে আমি কাউকে কোনোদিনও দেখিনি।'

'কেন করবে না, শুনি?' নীলি বললো, 'শত হলেও, আমি যা রোজগার করছি তা সবই তো আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে।...কিন্তু ও কথা থাক— এসো, আমরা ফ্ল্যাটটা একটু সাফসুফো করে ফেলি। যে কোনো মুহূর্তে জেক এসে পড়বে।'

ওরা তিনজন একই সাথে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে।

কিছুদিনের মাঝেই বিখ্যাত হয়ে গেল নীলি। ওর অপূর্ব গানে মুগ্ধ হয়ে গেল নিউইয়র্ক আর ফিলাডেলফিয়ার দর্শকরা।

দু'সপ্তাহ পর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল মেল আর নীলি। ইতিমধ্যে হলিউড যাওয়ার প্রস্তাব এল নীলির কাছে। মিস্টার নীলি ও' হারা সাজতে হবে, এই ভয়ে মেল প্রথমটায় ওর সাথে যেতে চাইল না হলিউড। কিন্তু নীলির অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল ওকে।

৬

আলমারির সব চাইতে ওপরের তাকে জেনিফারের স্যুটকেসটা গুঁজে রেখে অ্যানি বললো, 'আমার আলমারিটা আমি তোমাকে দিতে পারতাম। কিন্তু তোমার দেওয়া পোশাকে সেটাও বোঝাই হয়ে গেছে। আসলে কারুরই এতো পোশাক থাকার কথা নয়। ...তুমি আর এসব কিনতে যেও না।'

'টনি যদি ক্রিসমাসে আমাকে একটা মিঙ্ক দেয়, তাহলে তুমি আমার পুরনোটা নিয়ে নিও।'

'পুরনো। ওটা তো মোটে গত বছরের।'

'ওটা আমার বিশ্রী লাগে...তাছাড়া তোমার চুলের রঙের সঙ্গে ওটা দারুণ মানাবে।'

'জেন, এখন ছুটো বাজে। আমাদের দুজনেরই এখন ঘুমোতে যাওয়া উচিত।'

'আমার পড়ার আলোটা তোমাকে বিরক্ত করবে কি?'

'না, তবে তুমি এতো কম ঘুমোও বলে আমার খারাপ লাগে। মাঝে মাঝে আমি মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে দেখি, তোমার বিছানা খালি।'

'তোমাকে যাতে বিরক্ত করতে না হয়, সেজন্যে বৈঠকখানায় বসে বসে সিগারেট খাই।'

'কেন, কেন? টনি?'

'খানিকটা তাই,' দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে জেনিফার, 'তবে গত এক বছরের ওপরে আমি ঘুমোইনি।...অবিশ্যি টনির ব্যাপারেও আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়েছি। ফেব্রুয়ারীতে ও একটা রেডিও-অনুষ্ঠান শুরু করার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছে।'

'হয়তো যাবার আগে তোমাকে বিয়ের কথা বলবে।'

'মিরিয়াম যদ্দিন আশেপাশে আছে, তদ্দিন বলবে না। আমরা যখন একা থাকি, তখন আমি ওকে দিয়ে প্রায় যে কোনো কাজই করিয়ে নিতে পারি। কিন্তু একমাত্র বিছানায় শোবার সময় আমরা একা হই। তখন চাদরের নিচে তো আমি কোনো সাক্ষী রেখে দিতে পারি না।'

'পালিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'সেটাও ভেবে দেখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা ততোখানি সহজ নয়। বিছানায় গিয়ে ও যে কোনো বিষয়ে কথা দেবে। কিন্তু-যে মুহূর্তে বিছানা থেকে নেমে আসবে, অমনি মিরিয়ামের অনুগত হয়ে উঠবে।' স্নানঘরের দিকে এগিয়ে যায় জেনিফার, 'নাও, এবারে তুমি ঘুমোও।'

একঘণ্টা পরেও জেনিফার সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে থাকে। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে এসে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢোকে ও। ব্যাগ থেকে ছোট একটা শিশি বের করে নেয়। তারপর বুলেট-

আকৃতির ছোট ছোট লালরঙা ক্যাপসুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। গতকাল রাত্রে ইরমা এগুলো ওকে দিয়েছিলো।

সেকোন্যাল। ইরমা চারটে ক্যাপসুল দিয়েছিলো ওকে। হিট দ্য স্কাইতে নীলির বদলে এসেছে ইরমা। ও বলে, এই ছে ট্ট লাল 'নগ্ন পুতুলগুলোই' ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একটা খেয়ে দেখবে নাকি ও?··· এক গ্লাস পানি নিয়ে বড়িটা এক মুহূর্ত ধরে থাকে জেনিফার। এটা নেশার জিনিস—মাদক দ্রব্য। কিন্তু ইরমা প্রতি রাতে একটা করে খায় এবং দিব্যি ভালোই আছে। তাছাড়া মোটে একটা বড়ি কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। বড়িটা গিলে ফেলে জেনিফার। তারপর শিশিটা ব্যাগে রেখে এক ছুটে বিছানায় গিয়ে ওঠে।

একসময় জিনিসটা অনুভব করলো জেনিফার। ওর সমস্ত দেহ যেন ভারহীন হয়ে গেছে···মাথাটা ভারি, অথচ যেন বাতাসের মতো হালকা। ঘুম আসছে ওর···ঘুম।···আহা, কি চমৎকার ওই ছোট্ট লাল নগ্ন পুতুলটা।···

ক্রিসমাসের কয়েক দিন আগে অ্যানি সপ্তাহের শেষটা লিয়নের কাছে যাবে বলে ব্যাগ গুছোচ্ছিলো। আচমকা জেনিফার বললো, 'আজ রাতে আমি টনিকে নিয়ে এক্ টাউনে যাবো।'

'আর মিরিয়াম?'

'লা বমব্রায় আজ একটা নতুন শো শুরু হচ্ছে। আমি

টনিকে বলেছি, থিয়েটার সেরে আমি পোশাক পালটাবার জন্যে বাড়িতে আসবো··· ও যেন এখান থেকে আমাকে নিয়ে যায়। মিরিয়াম তখন টনির দলবলের সঙ্গে লা বমব্রায় অপেক্ষা করবে···আমি ওকে একা পেয়ে যাবো···'

টনি যখন এসে পৌঁছলো, তখন জেনিফারের পরনে শুধু একটা ঢিলে গাউন।

'এই···শীগগিরি পোশাক পরে নাও। সাড়ে বারোটায় শো শুরু—'

টনির কাছে এগিয়ে এলো ও। আলতো গলায় বললো, 'আগে আমাকে জড়িয়ে ধরো।'

আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে, জেনিফারের গাউনের বোতাম খুঁজতে থাকে টনি, 'ওহ্, তুমি এমন বোতাম লাগানো পোশাক পরো কেন, বলো তো?' একটানে ওর গাউনটা কোমর অব্দি নামিয়ে আনে সে।

'জেন, এমন দুধ কারুর থাকা উচিত নয়,' আলতো হাতে জেনিফারের স্তন স্পর্শ করে টনী।

জেনিফার মৃদু হাসে, 'ওরা তোমার, টনি।'

হাঁটু মুড়ে বসে ওর স্তনের গভীরে মুখ গোঁজে টনি, 'ওহ্ ঈশ্বর, আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যতোবার ওদের ছুঁই, কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না।' টনির মুখ লোভাতুর হয়ে ওঠে।

আলতো হাতে টনির মাথাটা জড়িয়ে রাখে জেনিফার, 'টনি,

চলো আমরা বিয়ে করি।'

'নিশ্চয়ই···নিশ্চয়ই করবো, সোনা···' বাকি বোতামগুলো হাতড়াতে থাকে সে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে অনাদৃত গাত্রাবাস। খানিকটা পেছিয়ে যায় জেনিফার। হাঁটুতে ভর দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসে টনি। জেনিফার পেছিয়ে যায় আবার।

'টনি,' নিজের শরীরে মৃদু আঘাত করে ও, 'এ সব কিছুই আমার··· তোমার নয়!···কিন্তু 'আমরা' তোমাকে চাই।' তোমার পোশাক খুলে ফ্যালো।'

এক টানে সব কটা বোতাম ছিঁড়ে জামাটা খুলে ফেলে টনি। তারপর নগ্ন হয়ে দাঁড়ায় ওর সামনে।

'তোমার শরীরটা সুন্দর, টনি। কিন্তু আমারটাও সুন্দর।' মৃদু হেসে নিজের স্তনে হাত বোলায় ও— যেন নিজের স্পর্শে নিজেই রোমাঞ্চিতা হয়ে উঠছে।

টনির শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে ওঠে। ছুটে যায় জেনিফারের দিকে। কিন্তু ফের সরে যায় ও, 'তুমি দেখতে পারো, কিন্তু ছুঁতে পারবে না। অন্তত যতোক্ষণ ওরা তোমার না হচ্ছে।'

'কিন্তু ওরা তো আমার!' টনির কণ্ঠস্বর প্রায় গর্জন হয়ে ওঠে।

'না, বিয়ে না করা অব্দি তোমার নয়।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করবো—'

'কবে করবে, টনি?' জেনিফারের হাত নিজের স্তন ছুটোকে নিয়ে ইচ্ছে মতন খেলা করে,তারপর হাতটা নিজের পায়ের দিকে নেমে আসে একটু একটু করে।

'পরে আমরা ওই নিয়ে কথা বলবো— কিন্তু তার আগে…'

এবারে নিজেকে ধরা দেয় জেনিফার। টনি নিজের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ওর স্তন ছুটোকে… ক্রমশ তার হাত ছুটো ওর উরুসন্ধির দিকে নেমে আসে। পরক্ষণেই নিজেকে মুক্ত করে নেয় জেনিফার।

'জেন!' টনি হাঁফাতে থাকে, 'আমাকে কি করতে চাইছো তুমি? মেরে ফেলতে?'

'বিয়ে করতে। নয়তো এই শেষবার তুমি আমাকে স্পর্শ করলে।'

'করবো… করবো…'

'এখুনি, আজ রাতেই।'

'তা কি করে হবে? আমাদের রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে, লাইসেন্স লাগবে। আমি কথা দিচ্ছি কাল সকালেই…'

'না, ততোক্ষণে মিরিয়াম তোমার মন বদলে দেবে।'

মিরিয়ামের নামটা যেন এক প্রচণ্ড ধাক্কায় টনিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে। সমস্ত বাসনা মিলিয়ে যেতে থাকে একটু একটু করে। দ্রুতপায়ে ঘরের অন্য প্রান্তে ছুটে যায় জেনিফার। নগ্ন নিতম্বে ছন্দায়িত হিল্লোল তুলে ফিস ফাঁসিয়ে বলে, 'আমরা তোমার জন্যে ভীষণ অভাব অনুভব করবো, টনি।'

ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে টনি।

'টনি, চলো আজ রাতেই আমরা বিয়ে করি—'

'কি করে?'

'তোমার গাড়িতে চেপে আমরা এক্টন… মেরিল্যাণ্ডে চলে যেতে

পারি।'

'ওরা এমনি এমনি আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে?'

'দেবে।'

'কিন্তু মিরিয়াম···

'বিয়ের পরেই আমি ফোন করে মিরিয়ামকে খবরটা জানিয়ে দেবো। মিরিয়াম আমাকে গালাগাল দেবে—দিক। তুমি তখন আমার বাহুবন্ধনে থাকবে। আমার সব কিছু তখন তোমার হয়ে যাবে·· চিরদিনের জন্যে তোমার। তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশি, তা-ই করতে পারবে।'

'এখন···এখন আমাকে দাও, জেন···' টনি মিনতি জানায়, 'প্লিজ—তারপরেই আমরা এক্কটনে যাবো।'

'না, এক্কটনে যাবার পরে।'

'আমি আর পারছি না, জেন—ততোক্ষণ আমি অপেক্ষা করে থাকতে পারবো না।'

'পারবে!' টনির কাছে এগিয়ে এসে জেনিফার কানে কানে বলে, 'আজ রাত্তিরে···বিয়ের পরেই আমরা করবো।'

'বেশ, তুমিই জিতলে।' টনির ঠোঁটদুটো শুকনো। 'কিন্তু দোহাই তোমার, তাড়াতাড়ি চলো।'

'এ জন্যে তোমাকে দুঃখ করতে হবে না, টনি।' দুহাতে টনিকে জড়িয়ে ধরে জেনিফার, 'আমি তোমাকে পাগল করে দেবো!' ঠিক তখনই দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা যায়। তাড়াতাড়ি বহির্বাসটা গায়ে জড়িয়ে দরজা খোলে জেনিফার। হোটেলের

পরিচারক একটা তারবার্তা তুলে দেয় ওর হাতে।
'অ্যানির তার। আমি বরং লিয়নের ওখানে ফোন করে ওকে খবরটা জানিয়ে দিই। তারটা জরুরী হতে পারে।'
বিছানায় বসে ফোনের নম্বর ঘোরায় জেনিফার, টনি শোবার ঘরে এসে ঢোকে। বহির্বাসটা চেপে ধরে উঠে দাঁড়ায় জেনিফার।…অ্যানি কোথায়? এখনও ওরা সাড়া দিচ্ছে না কেন?
'হ্যালো, অ্যানি। এই মাত্র তোমার নামে একটা তার এসেছে। আচ্ছা…এক সেকেণ্ড…' তারবার্তাটা খুললো জেনিফার। টনি ওকে বিছানায় ঠেলে দিচ্ছে। এক হাতে তারবার্তা, অন্য হাতে রিসিভারটা ধরে নিঃশব্দে টনিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে জেনিফার। রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, 'না, টনি। এখন না। না।'…ওর শরীরে টনির শরীরের ভার। তারবার্তাটার দিকে তাকালো জেনিফার। টনির মুখ ওর স্তনচুটোকে খুঁজে পেয়েছে। ওঃ ঈশ্বর! 'অ্যানি…হ্যাঁ, আমি বলছি। …অ্যানি হে ঈশ্বর, তোমার মা মারা গেছেন, অ্যানি।' জেনিফার অনুভব করলো, টনি নির্দয় ভাবে ওর শরীরের গভীরে প্রবেশ করেছে। 'হ্যাঁ, অ্যানি। না, আর কোনো খবর নেই। আমি ভীষণ দুঃখিত।' রিসিভারটা রেখে দিলো জেনিফার। টনি ওর শরীরে শরীর বিছিয়ে, নিঃশেষিত হবার নিবিড় তৃপ্তিতে হাঁফাচ্ছে।'
'এটা ঠিক হলো না, টনি। তুমি পরিস্থিতিটার সুবিধে নিলে।'
'তুমিই তো সুবিধে নিয়ে জন্মেছো, সোনা…' মৃদু হেসে ওর

স্তন দুটো একটু দুলিয়ে দিলো টনি, 'একজোড়া সুবিধে।'
'আমরা বরং পোশাক পরে নিই। অ্যানি আসছে।'
জামাটা টেনে নিলো টনি, 'যা বাব্বা! তোমার জন্যে আমি খুব গরম হয়ে উঠেছিলাম—না? জামাটাতে একটাও বোতাম নেই! যাই, হোটেল থেকে একটা নতুন জামা নিয়ে আসিগে।'
'একটা ব্যাগও গুছিয়ে নিও।'
'কেন?'
'আমরা মেরিল্যাণ্ডে যাচ্ছি—মনে আছে?'
'এখন না, সোনা।' টনি মিষ্টি করে হাসলো, 'তাড়াতাড়ি করলে এখনও আমরা লা বমব্রার শোটা কিছুটা দেখতে পাবো। তুমি একটা জমকালো কিছু পরে নিও···ওখানে খবরের কাগজের লোকজন থাকবে।'
দরজাটার বন্ধ হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করলো জেনিফার, তারপর তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিতে শুরু করলো। টনি যখন ফিরে আসবে, তখন ও আর এখানে থাকবে না। অ্যানির সঙ্গে লরেন্সভিলে চলে যাবে।
অ্যানি আর লিয়ন যখন এসে পৌঁছলো, ততক্ষণে সমস্ত বন্দোবস্ত করা শেষ। এমন কি অ্যানির ব্যাগটাও গুছিয়ে রেখেছে জেনিফার।
'আমরা খুব ভোরের ট্রেনেই চলে যেতে পারি,' বললো অ্যানি।

সোমবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলো। অ্যানি সিদ্ধান্ত নিয়েছে

লরেন্সভিলের বাড়ীটা বিক্রি করে দেবে। নিউইয়র্ক থেকে কোনোদিনই আর ফিরে আসবে না সে।

অ্যানির আগেই জেনিফার নিউইয়র্কে ফিরে এল। এসে খবর পেল টনি ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। আপাতত টনির কাছে আর ধরা দিতে চাইল না জেনিফার। ওর প্রতিজ্ঞা, আগে বিয়ে তারপর অন্যকিছু।

সপ্তাহদুয়েকের মাঝেও জেনিফারকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে অবশেষে বিয়েতে রাজী হয়ে গেল টনি। বিয়ে হল মিরিয়ামের অজান্তে।

টনিকে বাচ্চাদের মতো আগলে রাখে মিরিয়াম। এবারে তা আর পারলো না। অবশ্য মিরিয়ামের এ ধরনের আচরণের একটা গভীর অর্থও আছে। টনি দৈহিক ও যৌনক্ষমতার দিক থেকে একজন সমর্থ পুরুষ হলেও মানসিক দিক থেকে ও বড় হয়ে উঠেনি। ডাক্তারেরা ছোট বেলাতেই ওকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন, ও কোনোদিন স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। তাই মিরিয়াম সবসময় ওকে আড়াল করে রাখে সবকিছু থেকে। বাবা মাকে হারিয়ে টনি বড়বোন মিরিয়ামের স্নেহ-যত্নেই বড় হয়েছে।

জেনিফারের বিয়ের দিন রাত্রেই লরেন্সভিল থেকে ফিরে এসে টেবিলে রাখা ওর চিঠিটা পেলো অ্যানি।

'শক্ত লড়াইয়ের শেষে, আমি জিতলাম। তুমি যখন এ চিঠি পড়বে, তখন আমি মিসেস টনি পোলায় হয়ে গেছি। আমার

সৌভাগ্য কামনা কোরো। ভালোবাসা রইলো। জেন।'

কিছুদিন বাদে সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে কের লরেন্সভিলে যেতে হলো অ্যানিকে। সপ্তাহ শেষের ছুটি কাটাতে লিয়নও গিয়ে হাজির হলো সেখানে। জায়গাটা মুগ্ধ করলো লিয়নকে। অ্যানির বাড়িটা দেখে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'এই পরিবেশে তোমাকে এতো সুন্দর লাগছে যে এমনটি আর কোনোদিনও মনে হয়নি।' তারপর বললো, 'অ্যানি, আমি বলেছিলাম, তোমাকে বিয়ে করলে তুমি আমাকে প্রতিপালন করবে— তা হয় না। কিন্তু এই সুন্দর বাড়ীটাতে আমি আতিথ্য স্বীকার করতে রাজী আছি।'

'এখানে?' অ্যানির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

'হ্যাঁ। তুমি চাইলে, বিয়েটা নিউইয়র্কেও হতে পারে। জেনিফার সেখানে রয়েছে…'

'আমার সব কিছুই সেখানে।…এ জায়গাটাকে আমি ঘেন্না করি…এখানে আমি থাকবো না।'

'তাহলে যা দেখতে পাচ্ছি, একমাত্র নিউইয়র্কে থাকলেই তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, লিয়ন।' অ্যানির দুগাল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে। 'সব জায়গাতেই ভালোবাসবো…যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাবো…শুধু এখানে নয়।'

ভোর চারটের ট্রেনে নিউইয়র্কে ফিরে গেলো লিয়ন। ট্রেনে

উঠে অ্যানির দিকে একবার ফিরেও তাকালো না, হাতও নাড়লো না।…

এমন বিশ্রী নিঃসঙ্গ ভাবে আর কোনো ক্রিসমাস কেটেছে বলে মনে পড়ে না অ্যানির। এবং এর জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে লরেন্সভিলকেই দায়ী করলো ও।…দেখতে দেখতে পাঁচটা দিন কেটে গেলো। মরিয়া হয়ে অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে অবশেষে ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলস হোটেলে হেনরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলো ও।

'হেনরী, লিয়ন কোথায়?'

'সে কি! আমি তো ভেবেছিলাম, সে তোমার সঙ্গেই রয়েছে!'

'গত রোববার থেকে আমি ওকে দেখিনি বা কোনো ফোনও পাইনি। আমি আসছে কাল নিউইয়র্কে ফিরছি।' সহসা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে অ্যানি, 'ওকে আপনি খুঁজে বের করুন, হেনরী!'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, শান্ত হও। তোমরা কি ঝগড়া-টগড়া করেছিলে নাকি?'

'তেমন কিছু নয়। সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝি…কিন্তু সেটা এতোখানি সাংঘাতিক বলে আমার মনে হয়নি।'

'কাল আমিও ফিরছি। আশাকরি, লিয়নও সম্ভবত সোমবার ফিরবে। ততোক্ষণ তুমি আরাম করে একটু বিশ্রাম করো না কেন?'

'বিশ্রাম! এখান থেকে পালাবার জন্যে আমার আর দেরি সইছে না!'

নিউইয়র্কে ফিরে এসে লিয়নের চিঠি পেলো অ্যানি।

'প্রিয় অ্যানি, আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার কিছু টাকা আছে। আর ইংলণ্ডে একটা বাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে আমি উঠতে পারি। বাড়ীটা আত্মীয়দের, কিন্তু কেউ সেটা ব্যবহার করে না। ওখানেই আমি কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিতে পারবো—আমি লিখবো···আঙুলের গাঁট নীল হয়ে গেলেও লিখবো।

এইসঙ্গে আমার ফ্ল্যাটের চাবিগুলো পাঠালাম। জেনিফারের বিয়ের পর তুমি একেবারে একা। ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়া এখনও শক্ত। আমার মনে হয়, তুমি ওখানে উঠে গেলেই ভালো হবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকার মতো বোকামো করো না। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি— প্রথমে যে গোলগাল ইংরেজ মেয়েটি আমাকে রান্নাবান্না করে দেবে, ঘরদোর দেখবে— আমি তাকেই বিয়ে করে ফেলবো।

আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, অ্যানি। কিন্তু একটা ছন্নছাড়া মানুষের একটা ভগ্নাংশ গ্রহণ করার পক্ষে, তুমি বড়ো বেশি ভালো। তাই আমি শুধু লেখাতেই মন দেবো—তাহলে অন্তত নিজেকে ছাড়া আর কাউকে আমি আঘাত দিতে পারবো না।···

আমার জীবনের সব চাইতে সুন্দর বছরটার জন্যে তোমাকে

ধন্যবাদ।'

৭

সুইমিং পুলের পাশে ছাতার নিচে বসে ফের আনির চিঠিটা পড়লো জেনিফার। এই প্রথম আনির চিঠিতে লিয়নের কোনো উল্লেখ নেই। আজকাল ও নাকি অনেকের সঙ্গেই বেরুচ্ছে, কিন্তু বিশেষ করে কারুর কথা লেখেনি। হয়তো এখনও লিয়নের জন্যে প্রতীক্ষা করছে ও।...কিন্তু জেনিফার কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে? হয় গানের রেকর্ডিং, নয়তো নতুন গান তোলা, অথবা রেডিওর অনুষ্ঠানের জন্যে মহলা দেওয়া—এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে টনি। রাতে খাবার সময় মিরিয়াম সর্বদা হাজির। রাত্রিবেলা বিছানায় টনি নিজের ক্ষুধা মেটাতেই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু কাজটা হয়ে গেলে জেনিফার আর তার নাগাল পায় না।

কিন্তু এভাবে আর চলে না। কাঁহাতক আর সুইমিং পুলের ধারে বসে থাকা যায়? এক লাফে ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে এলো জেনিফার।...নীলিকে হয়তো ওর বাড়িতেই পাওয়া যাবে। সবেমাত্র দ্বিতীয় বইটা শেষ করেছে নীলি, স্টুডিও

ওকে এক মাসের ছুটি দেবে বলে কথা দিয়েছে।···

মেল এসে দরজা খুলে দিয়ে, ওকে সুইমিং পুলের দিকে নিয়ে গেলো। নীলির সুইমিং পুলটা ঠিক জেনিফারদের মতো। মেলও কি সারাদিন এখানে বসে সময় কাটায়?

'নীলি স্টুডিওতে গেছে,' মেল জানালো।

'আমি ভেবেছিলাম ওর একমাস ছুটি।'

'হ্যাঁ, সুটিঙের আগে একমাস ছুটি। কিন্তু তার অর্থ একমাস ধরে সুটিঙের পোশাক-আশাক ঠিকঠাক করানো, মেক আপ টেস্ট বিজ্ঞাপনের জন্যে ছবি তোলানো— ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'তাহলে নীলি সত্যিই অনেক ওপরে উঠে গেছে।'

আচমকা নীলি এসে হাজির হলো। প্রথমেই বললো, 'কথাটা শুনেছো? টেড ক্যাসাব্লাঙ্কা আমার পোশাক করছে!' তারপর বললো, 'মেল, আমার জন্যে খানিকটা মাখন তোলা দুধ এনে দাও না। তুমি কিছু নেবে, জেন?'

'একটা কোক।'

'মেল হতে পারে, এমন কোনো জিনিসই আমি হাতের কাছে রাখি না।···মেল, তুমি বরং জেনকে একটা লেমনেড তৈরি করে দাও।' মেল চোখের আড়াল হতেই জেনিফারের দিকে ফিরে তাকালো নীলি, 'ওহ্ জেন, আমি যে কি করবো জানি না। মেল আজকাল কিছুই মানিয়ে নিতে পারছে না— যা করছে, সবকিছুতেই গোলমাল পাকিয়ে ফেলছে। টেড বলে, মেল এ শহরে একটা হাসির বস্তু।'

'ও কথার কোনো গুরুত্ব আমি দিই না। ওসব হতচ্ছাড়া সমকামীগুলো যে কি পদার্থ, তাতো তুমি জানোই।'

'কি বলছো তুমি!' নীলির দুচোখ ঝলসে ওঠে, 'টেডের বয়েস মোটে তিরিশ বছর, এর মধ্যেই সে তিরিশ লক্ষ ডলার কামিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া সে মোটেই সমকামী নয়!'

'তাই নাকি?'

'এতোক্ষণ টেড আর আমি কি করছিলাম, বলো তো? পোশাক ঠিকঠাক করছিলাম? হ্যাঁ, মেলকে আমি তাই বলেছি বটে। কিন্তু আসলে ওর জমকালো এয়ার কণ্ডিশণ্ড স্টুডিয়োতে এতোক্ষণ আমরা দুজনে…' মেলকে পানীয় নিয়ে আসতে দেখে আচমকা থেমে গেলো নীলি। মেলের হাত থেকে দুধের বোতলটা নিয়ে বললো, 'এর মধ্যেই আমি পাঁচ পাউণ্ড ওজন কামিয়ে ফেলেছি।' তারপর একটা শিশি বের করে, তার থেকে চকচকে একটা সবুজ ক্যাপসুল মুখে পুরে নিলো ও। 'সত্যি, এটা চমৎকার আবিস্কার! খিদেটা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। একমাত্র মুশকিল, এগুলো আমায় এতোই চাঙ্গিয়ে তোলে যে আমি ঘুমোতে পারি না।'

'সেকোন্যাল খেয়ে দ্যাখো,' প্রস্তাব দেয় জেনিফার।

'ওতে কি সত্যি সত্যি কাজ হয়?'

'চমৎকারভাবে হয়? ছোটছোটো সুন্দর লাল রঙের পুতুল, একটা খেলেই সমস্ত চিন্তার হাত থেকে রেহাই…ন ঘণ্টা টানা ঘুম।'

ঠাট্টা করছো না তো? তাহলে আমিও চেষ্টা করে দেখবো। মেল, তুমি এক্ষুনি ডাক্তার হোল্টকে ফোন করে বলে দাও, উনি যেন আমাকে একশোটা বড়ি পাঠিয়ে দেন।'

'একশোটা?' জেনিফারের কণ্ঠস্বর আটকে আসে। 'নীলি, ওগুলো অ্যাসপিরিন নয়। প্রতি রাত্তিরে তুমি মোটে একটি করে বড়ি খেতে পারো। কোনো ডাক্তার তোমাকে পাঁচটার বেশি বড়ি দেবেন না।'

'দেবেন না মানে? ডাক্তার হোল্ট স্টুডিয়োর ডাক্তার। আমি যা চাইবো, উনি আমাকে তাই দেবেন।···মেল, তুমি এক্ষুনি ও'কে ফোন করো।'

মেল চলে যেতেই নিজের চেয়ারটা জেনিফারের কাছে নিয়ে আসে নীলি, 'জানো, ওই কুত্তির বাচ্চাটা আমার পেট করে দেবার চেষ্টা করছে!'

'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি বাচ্চা-কাচ্চা চাও।'

'তাই বলে মেলকে দিয়ে নয়! ওকে আমি ঝেড়ে ফেলবো।'

'নীলি?'

'শোনো জেন, মেল আজকাল একেবারে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। গত সপ্তাহে আমি ডিভোর্সের ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। ও তাতে কি করলো জানো? ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ভাসালো। বলে কি না, আমাকে ছাড়া ও বাঁচবে না। এদিকে এখানকার সম্পত্তি সবই আমাদের দুজনের নামে। কাজেই মেল সবকিছুরই অর্ধেক অংশ দাবী করে বসতে পারে।'

'তাহলে ?'

'নিউইয়র্কের একটা নামজাদা বিজ্ঞাপনের অফিস থেকে মেলকে একটা ভালো চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হবে। মেল সেখানে গিয়ে যাতে একটা মেয়ের খপ্পরে পড়ে, সে বন্দোবস্তও করা হচ্ছে। তা হলেই আমি বিচ্ছেদ পেয়ে যাবো।'

'তুমি কি করে বুঝলে যে সে চাকরিটা নিতে রাজী হবে ?'

'রাজী করাবো। বলবো, ও সেখানে গিয়ে একটু স্থিতু হলেই, আমি এখানকার সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে ব্রডওয়েতে গিয়ে একটা কাজ নেবো। তখন আমার বাচ্চা হবে···আমরা নিউয়র্কেই থাকবো।'

'তাই ?'

'ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে যাবো।' অদ্ভুত দৃষ্টিতে জেনিফারের দিকে তাকালো নীলি, 'ক্ষেপেছো ? আমার পরের ছবিটা হয়ে গেলে, আমি পুরোপুরি একজন তারকা হয়ে যাবো।'

'সে তো তুমি নিউইয়র্কে, ব্রডওয়েতেও হতে পারো।'

'জেন, একটা ছবিতে নামলে, দুনিয়ার মানুষ তোমাকে চিনবে। আমার পরের ছবিটা যদি প্রথম দুটোর মতো হয়, তাহলে সপ্তাহে আমার মাইনে বাড়বে দু হাজার ডলার। তখন আমি হয়তো এই ভাড়াটে বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বেভারলি হিলসে একটা বাড়ি কিনবো।'

'তার চাইতে সঞ্চয় করো না কেন ?'

'কেন করবো ? এখন আমার আর চিন্তা-ভাবনা নেই। কেন

জানো? কারণ আমার প্রতিভা আছে, জেন। আগে আমি ভাবতাম, সবাই নাচতে বা গান করতে পারে। কিন্তু আমার দ্বিতীয় ছবিটাতে দেখলাম, আমি অভিনয়ও করতে পারি। কাঁদতে হলে, আমার গ্লিসারিনের দরকার হয় না।'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়িগুলো এসে যাবে,' মেল এসে চেয়ারে বসলো। 'নীলি আজ রাত্তিরে একটা সিনেমায় যাবে?'

'হবে না। কাল আমাকে ভোর ছটায় উঠতে হবে। কালার টেস্ট।'

বাড়িতে ফিরে, পার্টিতে যাবার জন্যে সযত্নে সাজগোজ করলো জেনিফার। আজকের রাত থেকেই নতুন পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু করবে ও।

আগস্ট মাসে ওর প্রথম ঋতু বন্ধ হলো। কিন্তু জেনিফার কাউকেই কিছু বললো না। সেপ্টেম্বরেও যখন কিছু হলো না, তখন ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলো ও। ডাক্তার অভিনন্দন জানালেন ওকে। জেনিফারের ইচ্ছে করছিলো, যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশটাকেও চিৎকার করে কথাটা জানিয়ে দেয়। কথাটা কাউকে বলতেই হবে।...নীলি! হ্যাঁ, নীলিকেই বলবে ও।

গাড়ি নিয়ে স্টুডিয়োতে গিয়ে হাজির হলো জেনিফার।

'আরে এসো, এসো!' নীলি উছলে উঠলো ওকে দেখে, 'একেবারে ঠিক সময়টিতেই এসে পড়েছো—আজ রাত্তিরেই আমি তোমাকে ফোন করতাম। জানো, সব বন্দোবস্ত পাকা। আসছে কাল মেল নিউইয়র্কে চলে যাচ্ছে।'

'এখনও কি টেড ?'

'অবশ্যই। তুমি কি মনে করো আমাকে ?' পরনের তোয়ালেটা খসিয়ে ফেললো নীলি, 'নতুন নীলিকে কেমন লাগছে, বলো তো ? এখন আমার কোমর বিশ ইঞ্চি, ওজন আটানব্বুই পাউণ্ড।'

'টেড কি তোমার এতো রোগা চেহারা পছন্দ করে নাকি ?'

'করে বৈকি।' ঢিলে গাত্রাবাসটা গলিয়ে নেয় নীলি, 'আমার এই ছোট্ট বুকদুটোও ওর খুব পছন্দ।'

সচেষ্ট প্রয়াসে সামান্য হাসি ফুটিয়ে তোলে জেনিফার। 'নীলি, আমি আজ ছমাস অন্তঃসত্ত্বা।'

'ওফ্,' মুহূর্তের জন্যে নীলিকে চিন্তিত দেখায়। 'ঠিক আছে, প্যাসাডেনায় একটা ডাক্তার আছে।···গর্ভপাত করানো খুবই সহজ।'

'নীলি, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না। আমি বাচ্চাটা চাই···মতলব করেই এটা করেছি।'

'তাহলে তো অতি উত্তম।···হ্যাঁ, এখন তুমি বলছো বলে দিব্যি বুঝতে পারছি।···ওটা নেমে যাক, তারপর আমি তোমাকে কিছু 'সবুজ পুতুল' দিয়ে দেবো। ওই লাল বড়িগুলোর জন্যে আমি রোজ রাত্তিরে তোমাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি। আচ্ছা, তমি কখনও হলদে বড়িগুলো খেয়ে দেখেছো ? ওগুলোকে নেম্বুট্যাল বলে। দুটোই যদি তুমি একসঙ্গে একটা করে খাও— একটা লাল আর একটা হলদে— তাহলে যা

দারুণ হয় না।'

'আমার বাচ্চা হবে, এখন আর আমি ও সমস্ত খেতে যাচ্ছি না।'

'কিন্তু না ঘুমোলে দেখতে খারাপ লাগবে— তাই নয় কি?'

'জীবনে এই প্রথম, দেখতে কেমন লাগবে ভেবে আমি এতো-টুকুও চিন্তিত নই, নীলি। আমি একটা সুস্থ সবল স্বাভাবিক সন্তান চাই। সেজন্যে সারা রাত জেগে কাটাতে হলেও আমি পরোয়া করি না।'

বাড়িতে ফিরেই জেনিফার বুঝতে পারলো, রাত্রে বাড়িতে পার্টি আছে।

পার্টিতে সকলের সামনেই কথাটা প্রকাশ করলো জেনিফার। সবাই চিয়ার্স জানালো। কিন্তু তার মধ্যেও মিরিয়ামের ভয়ার্ত দৃষ্টি ওর নজর এড়ালো না।...সবাই চলে যাবার পর মিরিয়াম হাসি মুখে ওকে বললো, 'তুমি এক ছুটে ওপরে চলে যাও। এখন তোমার যতোটা সম্ভব বিশ্রাম নেওয়া দরকার।'

জেনিফার চলে যেতেই টনির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো মিরিয়াম, 'আমার ধারণা, আমি তোমাকে কিছু ব্যবহার করতে বলেছি-লাম।'

'করতাম তো।' টনি বোকার মতো হাসলো, 'মনে হয় এটা একটা দুর্ঘটনার ব্যাপার।

'দুর্ঘটনা, মানে?' মিরিয়াম হিসহিসিয়ে ওঠে, 'ওগুলো যথেষ্ট

শক্ত করে তৈরি, ছেড়ে না। আমি তোমার জন্যে সেরা জিনিস-টাই কিনি।

'ওহো, কয়েক মাস হলো আমরা ওসব ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছিলাম। জেন বলেছিলো ও নাকি ডায়াফ্রাম ব্যবহার করছে।'

চোখের কোণ দিয়ে মিরিয়াম লক্ষ্য করলো, জেনিফার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। বললো, 'বাচ্চা হলে, তোমাকে আরও বেশী সময় বাড়িতে থাকতে হবে।'

'বেশ তো, থাকবো, কাঁধ ঝাঁকালো টনি।

'তাহলে ওই লাল চুল-ওয়ালা মেয়েটাকে তুমি ছেড়ে দিচ্ছো?'

'তুমি কি করে জানলে?' টনিকে শঙ্কিত দেখালো।

'এমন কিছু নেই, যা আমি জানি না। তবে ভয় নেই—জেনি-ফারকে কিছু বলবো না।'

'কি বলবে না?' জেনিফার ঘরে এসে ঢুকলো।

মিরিয়াম অবাক হবার ভান করলো। 'কিছু না, জেন,' টনি বললো। 'আমি বেটসিকে নিয়ে একটু মজা করি বলে, মিরি-য়ামের মাথায় ওসব পাগলামি ঢুকেছে।'

'মজা করো?' মিরিয়ামের গলা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, 'সপ্তাহে তিন-দিন ও মেয়েটাকে স্টুডিয়োর সাজঘরে নিয়ে গিয়ে ঠুঁসেছো।'

'দ্যাখো তো, তুমি কি করলে!' জেনিফারকে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে গুঙিয়ে ওঠে টান। সিঁড়ি বেয়ে জেনিফারকে অনুসরণ করে ও।

জেনিফার বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। টনি ওর ঘাড়ে মুখ ঘষতে শুরু করে, 'মিরিয়ামের কথায় কিছু মনে করো না, জেন!'

'মনে করবো না!' ম্যাসকারায় মাখামাখি হয়ে যাওয়া মুখ তুলে বিছানায় উঠে বসে জেনিফার, 'ও আমাদের ওপরে কর্তৃত্ব ফলাবে আর মোটা হবে— তোমার জন্যে কনডোম পর্যন্ত কিনে দেবে— আর আমি শুধু বসে বসে দেখবো?'

'আমি তার কি করতে পারি?' টনি আর্তনাদ করে ওঠে।

'ওকে এখান থেকে চলে যাবার কথা বলতে পারো।'

'কিন্তু আমার সব কিছু তাহলে কে দেখাশুনো করবে? কে আমার হয়ে চেক লিখবে?'

'কিন্তু আমি ওর সঙ্গে থাকতে পারবো না।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা। তারপর ছেলেমানুষী হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে টনি, 'তুমি নিশ্চয়ই সত্যি সত্যি তা বলতে চাইছো না!...এসো, এবারে ঘুমোবে এসো।'

নির্বাক অন্ধকারে টনি জড়িয়ে ধরে জেনিফারকে।

'আমরা কিন্তু কিছুই ঠিক করিনি,' জেনিফারের কণ্ঠস্বর বিষাদে মলিন।

'ঠিক করার আর কি আছে?'

'মিরিয়াম।'

'মিরিয়াম থাকছে, আর তুমিও তাই'—টনির মুখ জেনিফারের

স্তন দুটোকে খুঁজে পায়। ফুঁপিয়ে ওঠে জেনিফার। 'কাঁদছো কেন গো? আমি মাঝে মধ্যে বেটসিকে ইয়ে করেছি বলে?'

একলাফে বিছানায় উঠে বসে জেনিফার। হে ঈশ্বর, এ কেমন ধারা মানুষ!

টনি আলোটা জ্বেলে দেয়। ওকে বিভ্রান্ত দেখায়। 'বেটসিকে আমি ভালোবাসি না, জেন···

'তাহলে কেন ওসব করেছো? আমি তো সব সময়েই এখানে ছিলাম···'

'মহলার মধ্যিখানে তো আমি তোমার কাছে ছুটে অসেতে পারি না···আর বেটসিও হাতের কাছে ছিলো। তাই·····আমি কথা দিচ্ছি জেন, বেটসির সঙ্গে আমি আর কক্ষনো ওসব করবো না। মিরিয়ামকে দিয়ে ওকে ভীষণ ধমকে দেবো—ঠিক আছে তো? এবারে এসো, লক্ষ্মীটি···

আর কি করার থাকতে পারে বুঝে না পেয়ে টনির আলিঙ্গনে ধরা দেয় জেনিফার। তৃপ্ত হয়ে টনি পাশ ফিরে শোয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। বিছানা থেকে উঠে একসঙ্গে তিনটে লাল বড়ি খেয়ে নেয় জেনিফার। অবশেষে ও যখন ঘুমোয়, তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

কিছুদিন পর হেনরির নির্দেশে নিউইয়র্ক চলে এল জেনিফার। এবং ওকে অবাক করে দিয়ে টনিও প্লেনে চেপে নিউইয়র্কে এসে হাজির হলো। টনি কাঁদলো, অনুনয়বিনয় করে বললো, ওকে সে ভালোবাসে···ও যা চায়, টনি তাই করবে—শুধু

মিরিয়ামকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া।

'কিন্তু আমি শুধুমাত্র সেটাই চাই,' বললো জেনিফার।

টনিও একরোখা, 'মিরিয়াম আমার টাকা-পয়সা সামলায়, আমার ভালোমন্দ দ্যাখে। ওকে ছাড়া আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না।'

'আমাকে? আমাকেও বিশ্বাস করো না?'

'আমি যতো মেয়েকে শুইয়েছি, তুমি তাদের মধ্যে সব চাইতে সেরা। কিন্তু···

'শুইয়েছো। আমি কি শুধু তাই!'

'আর কি হতে চাও তুমি?···নাঃ, মিরিয়াম ঠিকই বলেছে। তুমি আমাকে দখল করে নিতে চাও, আমাকে নিঙড়ে নিতে চাও। কিন্তু আমার যা কিছু আছে, আমি তো সবই গানের মধ্যে বিলিয়ে দিই।'

'আর আমাকে কি দাও?'

'আমার এটা! আর সেটাই যথেষ্ট হওয়া উচিত।'

টনি ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গেল। বিচ্ছেদের জন্যে সাময়িক চুক্তি করে দিলেন হেনরী। বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত জেনিফার সপ্তাহে পাঁচশো ডলার করে পাবে। তারপর পাবে সপ্তাহে এক হাজার ডলার, বাচ্চা হবার খরচা এবং তার প্রতিপালনের খরচ।···পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বেরুলো খবরটা। জেনিফার প্রথম সপ্তাহটা লাল বড়ির সাহায্য নিয়ে হোটেলের স্যুইটেই পড়ে রইলো। শেষ অব্দি অ্যানি গিয়ে ওকে নিজের

ফ্ল্যাটে নিয়ে এলো। কিন্তু তারপরেও ওর সত্যিকারের মুক্তি আসতো একমাত্র রাত্রিবেলায়—লাল বড়ির সহায়তায়।

জেনিফারের গর্ভাবস্থা যখন তিনমাস চলেছে, তখন মিরিয়াম একদিন ওর ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো। জেনিফারের কাছে সব কথা খুলে বললো সে। টনি যে আসলে একটা বয়স্ক শিশু-মাত্র, ওর যে কোন দিনই প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠা হবেনা তা বললো। প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি জেনিফার। কিন্তু টনির আচরণগুলো মনে পড়তে লাগলো ওর। তাছাড়া মিরিয়াম কেনইবা নিজভাইয়ের নামে অযথা অপবাদ দেবে? ডাক্তারী কাগজপত্রগুলোও সাথে নিয়ে এসেছে মিরিয়াম। ওগুলো না দেখেই জেনিফার কথাটা বিশ্বাস করে নিল। এবং বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলার মিরিয়ামের প্রস্তাবটা মেনে নিল।

মিরিয়াম চলে যাবার পরে বেশ কয়েক ঘণ্টা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইলো জেনিফার। তারপর তিনটে লাল বড়ি খেয়ে ঘুমোতে গেলো।

আচমকা এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেবার স্বপক্ষে অ্যানি বা হেনরী—কাউকেই কোনো কারণ দেখায়নি জেনিফার। নিজেই নিউ জার্সিতে একজন ডাক্তারকে খুঁজে নিয়ে, তাঁর সাহায্যে গর্ভপাত করিয়েছে। তারপর বিচ্ছেদের ফরমান পাবার জন্যে উড়ে গেছে মেক্সিকোতে। সেখান থেকে ফিরে এসে আবার উত্তেজনাময় জীবনে ঝাঁপ দিয়েছে ও···ফের লঙ্ ওয়ার্থ এজেন্সিতে নাম লিখিয়ে মডেলিং করতে শুরু করেছে। এখন অনেক

পুরুষের সঙ্গেই ও দেখাসাক্ষাৎ করে, কিন্তু ওর বিশেষ অনুগ্রহ ক্লদ কারদোঁর প্রতি। ভদ্রলোক ফরাসী ছবির একজন প্রযোজক — আকর্ষণীয় চেহারা এবং প্রেমে পড়ার জন্য উদগ্রীব। জেনিফারকে উনি নিজের ছবিতে নামাতে চান।

অ্যানি বলে, 'নিউইয়ার্কে তুমি সামান্য কটা দিন কাটিয়েছো। আর কিছুদিন এখানে থেকেই দ্যাখো না।'

'কি হবে এখানে থেকে?' জেনিফার প্রশ্ন করে, 'কেন, তুমি কি এখনও নিউইয়র্ক সম্পর্কে তোমার সেই বহুদিনের প্রেম বয়ে বেড়াচ্ছো?'

'না,' মাথা নেড়ে জবাব দেয় অ্যানি, 'লিয়ন চলে যাবার পরেই সেটা চুকেবুকে গেছে।...টাইমসে পড়লাম, আসছে মাসে ওর বইটা বেরুচ্ছে।'

'তারপর থেকে তুমি কারুর সঙ্গে শুয়েছো?'

'না, পারান। আমি জানি এটা বোকামো, কিন্তু লিয়নকে আমি আজও ভালোবাসি।

ক্লঁদ নিউইয়র্ক থেকে বিদায় নেবার আগের দিন 'ট্যুয়েন্টি ওয়ান' রেস্তোরাঁতে লাঞ্চের পার্টি ছিলো। অ্যানি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলো তখন পার্টিটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হাসি-খুশিতে ঝলমলে হয়ে ক্লঁদ, তার বন্ধু ফ্রাঁসোয়া এবং আর এক-জন ভদ্রলোকের তদারকি করছে জেনিফার। তৃতীয় ব্যক্তিটিকে অ্যানি এর আগে কোনোদিন দেখেনি।

'আমার নাম কেভিন গিলমোর,' অপরিচিত ভদ্রলোকটি বললেন।
'তুমি নিশ্চয়ই ওঁর নাম শুনেছো, অ্যানি।' জেনিফার মৃদু হেসে বললো, 'উনি গিলিয়ান কসমেটিকসের মালিক।'
'শুনেছি বৈকি।' অ্যানি খানিকটা ক্যাভিয়ার ঢেলে নেয়, 'আপনাদের প্রসাধনী গুলো অপূর্ব।'
আলাপে আলাপে একসময় কেভিন ওর গিলিয়ান পণ্য সামগ্রীগুলোর বিজ্ঞাপনের মডেল হতে অনুরোধ জানায় অ্যানিকে। প্রথমটায় ও রাজী হতে চায়না। জেনিফারের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যায়।
প্রথমটাতে বিচলিত হয়ে পড়লেও, শেষ অব্দি হেনরি মেনে নিলেন, গিলিয়ানের প্রস্তাবটা চমৎকার। তারপর বললেন, 'অ্যানি, তোমার বয়েস অল্প। চোখদুটো সর্বদা বড়ো করে খুলে রেখো। আর প্রথম যে যোগ্য পুরুষটির সন্ধান পাবে, তাকেই আঁকড়ে ধোরো।'
'লিয়নকে আমি যেমন করে ভালোবেসেছিলাম, তেমন করে আর কাউকেই ভালোবাসতে পারবো না।'
'বোকামো কোরো না, অ্যানি।'
'লিয়ন তোমার কথা ভেবে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করছে না। তুমিও ওর কথা চিন্তা করো না।'
'চেষ্টা করবো,' ম্লান হাসলো অ্যানি। 'শুধু চেষ্টাটুকুই করতে পারি...'

৮

ক্লান্ত হয়ে চিত্রনাট্যের খাতাটা বন্ধ করে রাখে নীলি, তারপর বিলাসময় বিশাল শয্যায় শরীর বিছিয়ে একটু একটু করে স্কচের পাত্রে চুমুক দিতে থাকে। রাত সাড়ে এগারোটা, এখনও ও সম্পূর্ণ সজাগ। ইতিমধ্যেই দুটো বড়ি খেয়ে নিয়েছে ও—হয়তো আর একটা লাল বড়ি খেলে কাজ হবে। কাল সকাল ছটার সময় ওকে সেটে হাজির হতে হবে।…স্নান ঘরে গিয়ে আরও একটা লাল বড়ি মুখে পুরে নেয় নীলি। 'যাও, আমার ছোট্ট পুতুল…নিজের কাজ করো, সোনামণি!'

ঘড়ির দিকে তাকায় নীলি— মাঝরাত।…বড়ির সঙ্গে একটু স্কচ না খেলে আর কাজ হয় না। নগ্ন পায়ে মর্মরের সিঁড়ি বেয়ে নিচের তলায় নেমে আসে ও। পোশাক ছাড়ার ছোট্ট কুঠরীটাতে আলো জ্বলছে, সুইমিং পুলের জলে তারই অস্পষ্ট প্রতিফলন।…টেড! ওফ্, কি পাগল…এতো রাতে ন্যাংটো হয়ে সাঁতার কাটছে! নিজের পাজামার বোতাম হাতরাতে থাকে নীলি— হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে টেডকে অবাক করে দেবে ও। কিন্তু ঘুমটা তাতে একেবারে চটে যাবে। মত পালটে

টেডকে উঁচু গলায় ডাকতে যেতেই নীলি দেখতে পায়, গায়ে জড়ানো তোয়ালেটাকে আঁকড়ে ধরে একটি মেয়ে দ্বিধা ভরা লাজুক পায়ে কুঠরীটা থেকে বেরিয়ে আসছে।

'এসো তোয়ালেটা খুলে ফেলো···পানি গরম আছে,' টেড বললো।

অন্ধকারে মোড়া বাড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি, 'ও যদি জেগে ওঠে?'

'পাগল? এখন ভূমিকম্পও ওকে জাগাতে পারবে না। এসো কারমেন, নইলে আমি টেনে নিয়ে আসবো কিন্তু!'

সংযত ছন্দে তোয়ালেটা খসিয়ে ফেলে মেয়েটি।

টেড মেয়েটির দিকে সাঁতরে গেলো। একটা অস্ফুট প্রতিবাদ শুনতে পেলো নীলি, 'না টেড! পানির মধ্যে না···কোরো না, লক্ষ্মীটি!'

পাকস্থলীটা গুলিয়ে ওঠে নীলির। স্কচের বোতলটা নিয়ে এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে ও।

ওরই সুইমিং পুলে টেড অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে ওই সব করবে? না, নীলি তা কিছুতেই হতে দেবে না। এক হাতে স্কচের বোতলটা নিয়ে ও যখন টলতে টলতে বাইরে এসে দাঁড়ালো, টেড আর মেয়েটা তখন পানি থেকে উঠে আসছে।

'দিব্যি মজা চলেছে, তাই না?' হাতের বোতলটা সুইমিং-পুলের বুকে শূন্য করে ঢেলে দিলো নীলি, 'এতে পানিটা হয়তো জীবাণুমুক্ত হবে।'

ঋজু ভঙ্গিমায় নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো টেড, হাতদুটো পেছন দিকে কেঁপে কেঁপে ওঠা মেয়েটিকে আগলে রেখেছে। এই আগলে রাখার ভঙ্গিটাই নীলিকে আরও বেশি করে রাগিয়ে তুললো, 'কাকে আগলাচ্ছো তুমি ? একটা বেশ্যা মেয়েছেলেকে, যে আমার দীঘির পানিটা নোংরা করে দিয়েছে ? শোন গো মেয়ে, টেডের কাছে তোমার কিন্তু কোনো দামই নেই। মুখ পালটাবার জন্যে সাধারণত ও ছেলেদেরই বেশী পছন্দ করে। কিম্বা কে জানে তোমার হয়তো বুকটুক কিছু নেই—অথবা তুমিও সমকামী !'

একছুটে পোশাক পালটাবার কুঠরিটাতে ঢুকে পড়লো মেয়েটি। টেড তখনও নীরব, নিস্পন্দ।

'কি হলো, কিছু বলো ?'

সামান্য হাসলো টেড, 'এর জন্যে তুমিই দায়ী।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ, তুমি। শেষ কবে তুমি আমাকে চেয়েছিলে, নীলি ?'

'তুমি আমার স্বামী— আমি সব সময়েই তোমাকে চাই।'

'তুমি আমাকে কাছে কাছে রাখতে চাও— যাতে আমি তোমার হয়ে স্টুডিওতে লড়তে পারি, তোমার পোশাকের নকশা করে দিই, উদ্বোধনীতে তোমার সঙ্গে থাকি। কিন্তু যৌনতার প্রসঙ্গে তুমি সর্বদাই বড়ো ক্লান্ত।'

'শুধু শরীর, আর শরীর। তুমি কি ওই ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না ? ওসব আমারও ভালো লাগে, কিন্তু সময় মতো।'

'মাসে একবার, রোববার বৃষ্টির দিনে— তাই না ? কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় আদৌ বৃষ্টি হয় না।'

'ওসব কথা থাক। ওই সস্তা মেয়েছেলেটা ওখানে রয়েছে ? ওকে দূর করে দাও।'

'দেবো,' তোয়ালেটা জড়িয়ে কুঠরিটার দিকে এগিয়ে যায় টেড। 'তারপর সোজা ওপরে চলে এসো— তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

কিন্তু টেড আর এলো না। মেয়েটাকে সে নিজেই পৌঁছে দিতে গেলো। মেলকে তাড়িয়েছিল নীলি, আর টেড নিজেই নীলিকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। নীলি ভাবলো বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নেবে। কিন্তু স্টুডিয়োর বড়কর্তা তাতে রাজী হলোনা ওর ইমেজ নষ্ট হওয়ার কথা ভেবে।

তারপর তিন বছর ব্যাপী এক চরম দুঃস্বপ্ন। একটার পর একটা ছবি···ডায়েটিং···বড়ি। তারপর অ্যাকাডেমির পুরস্কার— নীলির জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় মুহূর্ত। এ পুরস্কার পাবে বলে নীলি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। পুরস্কার নেবার সময়টিতেও টেড ওর সঙ্গে ছিলো। ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সদর দরজার কাছ থেকেই শুভরাত্রি জানিয়ে সে বিদায় নিয়েছে।···পরদিন সকালেই নিজের বাংলোয় স্টুডিয়োর বড়োকর্তাকে ডেকে পাঠালো নীলি। এবং তিনিও এসে হাজির হলেন। এবারে স্পষ্ট ভাষায় নিজের শর্ত ঘোষণা করলো নীলি। ও বিচ্ছেদ চায়··· অবিলম্বে— এবং ও চায়, টেড ক্যাসাব্লাঙ্কাকে যেন স্টুডিয়ো

থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিনীত ভঙ্গিমায় ওর শর্তে রাজি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ঈশ্বর, অস্কারের কি মহিমা!

স্টুডিয়ো-বাংলোয় বসে সজোরে মুখে ক্রিম ঘষছিলো নীলি। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে এই তৃতীয় বার ও সেট থেকে চলে এসেছে। হ্যাঁ, জন স্টাইকস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পরিচালক হতে পারেন। কিন্তু এই ছবিতে নীলিকে উনি একেবারে ক্রুশে লটকে দিচ্ছেন।...

একটু পরে জন স্টাইকস আসতেই নীলি বিদ্বেষী হাসি ছড়ালো, 'আজ আর কাজ হবে না।'

'এ রকম কাজ না সেরে সেট থেকে চলে আসা, এ-ধরনের বদ-মেজাজী আর খামখেয়ালীপনা।...নীলি, তোমার মতো প্রতিভা সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু স্টকহোল্ডাররা প্রতিভার ব্যাপারে ততোখানি আগ্রহী নন, যতোখানি আগ্রহী বক্স অফিসের ব্যাপারে।...নির্দিষ্ট সময়সূচি থেকে আমরা দশদিন পেছিয়ে রয়েছি। কিন্তু তুমি যদি একটু সহযোগিতা করো, তাহলে এখনও আমরা সময় মতো কাজটা তুলে ফেলতে পারি—নাইট ক্লাবের দৃশ্যটা তিন দিনের বদলে একদিনে শেষ করতে পারি।'

'সাত বছর আগে কেউ আমার সঙ্গে এমন করে কথা বললে, আমি তক্ষুণি লাফিয়ে উঠে রাজী হয়ে যেতাম। তখন খাটতে খাটতে নিজেকে আধমড়া করেও কাজ তুলেছি, আর স্টুডিয়োকে রাশ রাশ টাকা এনে দিয়েছি।'

'সেই সঙ্গে, নিজেকেও একজন তারকা করে তুলেছো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হয়েছে?' ঘরের অন্যপ্রান্তে গিয়ে নিজের জন্যে আধগ্লাস স্কচ ঢেলে নেয় নীলি। 'আপনি কিছু নেবেন?'

'যদি থাকে, তো একটু বিয়ার দাও।'

ছোট্ট ফ্রিজটা থেকে খানিকটা বিয়ার নিয়ে আসে নীলি।'

'তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি এ অবস্থায় পেঁছে গেছো, নীলি,' আবার বলতে থাকেন স্টাইকস। 'আজ তুমি নামকরা তারকা হয়েছো বলে, তোমার সময় কম। কিন্তু তোমার সন্তান আছে। একদিন আবার এক যোগ্য পুরুষের সন্ধানও তুমি পাবে। তবে সেদিন হয়তো সর্বসাধারণের ভালোবাসা আর ব্যাক্তিগত জীবন—এ দুয়ের মধ্যে যে কোনো একটা তোমাকে বেছে নিতে হবে।···লক্ষ্মী মেয়ে। কাল তাহলে আসছো তো?' ঘাড় নেড়ে সায় জানায় নীলি। ওর গালে একটা চুমু দিয়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে যান জন স্টাইকস।

রাতের খাবারটা সামনে নিয়ে, বিছানায় বসে গানের বাণীগুলো মুখস্থ করে নেবার চেষ্টা করছিলো নীলি। কিন্তু মনটা কিছুতেই ঠিকমতো কাজ করছে না। তখন অতগুলো স্কচ না গিললেই হতো।···এখন বরঞ্চ ঘুমিয়ে পড়াই ভালো। নটা থেকে পাঁচটা অব্দি ঘুম। তারপর পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে সহজেই পঙ্‌ক্তিগুলো শিখে নিতে পারবে ও।···

রাতের খাবারটা স্পর্শ না করে, ফেরত পাঠিয়ে দিলো নীলি। সকালে ওর ওজন হয়েছিলো একশো তিন পাউণ্ড। তাছাড়া খালি পেটে বড়িগুলো খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। ছুটো লাল আর একটা হলদে বড়ি গিলে, আধগ্লাস স্কচ নিলো ও। একটু পরেই শুরু হলো সেই ঝিমঝিমে আবেশ ধরানো অনুভূতিটা। গ্লাসে অল্প-অল্প চুমুক দিতে দিতে নীলি অপেক্ষা করে রইলো, কখন সেই আশ্চর্য-বিবশ অনুভূতিটা ওর সমস্ত দেহ-মনকে ঘুমের অতলে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু বৃথাই। এখনও ও চিন্তা করতে পারছে এবং সেটা পারলে, অনিবার্যভাবেই নিজের একাকীত্বের কথা চিন্তা করবে ও। চিন্তা করবে টেড আর ওই মেয়েটার কথা। অথচ ও একা···একেবারে একা···সেই গশে-রোজের দিন গুলোর থেকেই একা।

হঠাৎ নীলির মনে হলো, অ্যানি ওর কাছে থাকলে খুব ভালো হতো। অ্যানি যদি টি.ভিতে না থাকতো, তাহলে সপ্তাহে কয়েকশো ডলারের বিনিময়ে অ্যানিকে ও নিজের ব্যাক্তিগত সচিব করে নিতো।···দারুণ মজা হতো তাহলে!···কিন্তু অ্যানি এখন নিশ্চয়ই অনেক রোজগার করছে।

ফরাসী ছবিতে নিজের উলঙ্গ শরীর দেখিয়ে প্রচুর পয়সা রোজ-গার করছে জেনিফার। আবার হলিউডের আমন্ত্রণও নাকি প্রত্যাখ্যান করেছে···কি কাণ্ড!

ঘড়ির দিকে তাকালো নীলি। সাড়ে দশটা। কাল ও সারাদিন ঘোড়ার মতো পরিশ্রম করে, রাত্রিবেলা জনকে নেমন্তন্ন করবে।

তারপর কিছুতেই ছাড়বে না, ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত জড়িয়ে থাকবে জনকে।···ছবিটা ওরা ঠিক সময় মতোই শেষ করে ফেলবে। তারপর নীলি দাবী তুলবে, ওর সমস্ত ছবিই জনকে দিয়ে পরিচালনা করাতে হবে।··· এক্ষুনি জনকে একবার ফোন করবে নীলি, বলবে, ও গানের বাণীগুলো মুখস্থ করছে। তাহলে অন্তত ওর কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমোবে মানুষটা।

নম্বরটা ঘোরাতেই এক মহিলা কণ্ঠে সাড়া পাওয়া গেলো।

'মিসেস স্টাইক্‌স্‌?' জানতে চাইলো নীলি।

'না, আমি শার্লট—বাড়ির ঝি।'

'আচ্ছা, মিঃ স্টাইকস্‌ কি ওখানে আছেন?'

'না, ম্যাডাম। ও'রা সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়েছেন।···কিছু বলতে হবে?'

'না,' রিসিভার রেখে দিলো নীলি।

বউকে নিয়ে বেরিয়েছেন! হয়তো রোমানফে বসে বউকে শোনাচ্ছেন, কিভাবে উনি কথার প্যাঁচে ফেলে নীলি ও' হারার কাছ থেকে কথা আদায় করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা অতো সহজ নয়! নীলি এখন তারকা—ওর যা ইচ্ছে, ও এখন তা-ই করতে পারে!

বিছানা থেকে উঠে, ছুটো লাল বড়ি গিলে, আন্তগৃহ সংযোগে বাটলারকে ডাকলো নীলি, 'শোনো চার্লি, কাল ভোরে আমাকে যেন ডাকা না হয়। তুমি স্টুডিয়োতে ফোন করে জানিয়ে দিয়ো, মিস ও' হারা·····মিস ও' হারার ল্যারিনজাইটিস

হয়েছে।···আমি কোনো ফোন ধরবো না···শুধু ঘুমোবো আর খাবো—খাবো আর ঘুমোবো···হয়তো সপ্তাহখানেক।'

বড়োকর্তা স্পষ্ট করেই বললেন, 'সব জিনিসের দাম চড়ে গেছে। টেলিভিশনের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা চালাতে হচ্ছে। স্টকহোল্ডারদের এখন আর আমি নিজেদের চরকায় তেল দেবার কথা বলতে পারি না। তাঁদের কাছে আমাকে জবাবদিহি দিতে হবে—এবং যে একটিমাত্র জবাবই তাঁরা শুনতে চান, তা হচ্ছে মুনাফা।···এই কারণেই আমি এ বইটাতে তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি।' অবাক বিস্ময়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলো নীলি।

ওর দু চোখ ঝলসে উঠলো, 'আমার সঙ্গে আপনি এমন ব্যবহার করছেন···নিজেকে কি মনে করেন আপনি?'

'এ স্টুডিয়োর বড়োকর্তা। এবারে তুমি আসতে পারো, আমার হাতে কিছু দরকারী কাজ আছে।'

'আমি আর কোনোদিন এখানে ফিরে নাও আসতে পারি,' উঠে দাঁড়ালো নীলি।

'তাই কোরো—তাহলে জীবনে আর কোনোদিন কোথাও তোমাকে কাজ করতে হবে না।'

বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে সারা রাস্তা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বাড়ি ফিরলো নীলি। তারপর একটা স্কচের বোতল নিয়ে

নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ভারি পর্দা টেনে ঘরে দিনের আলো ঢোকার পথ বন্ধ করে দিলো ও···রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। সব শেষে একসঙ্গে পাঁচটা লাল বড়ি গিলে, বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লো।···

৯

টেলিফোনের মাধ্যমে নীলি আগেই খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলো, তবু ওকে দেখে অ্যানি রীতিমতো চমকে উঠলো। নীলির ওজন বেড়েছে, মুখটা ফুলোফুলো, পরনে দামী পোশাক। কিন্তু ওর সেই ঝলমলে ভাবটা যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে।··· তবু অ্যানির কাছে এসে দেখতে দেখতে দুসপ্তাহের মধ্যে দশ পাউণ্ড ওজন কমিয়ে ফেললো নীলি, মনের আনন্দে পোশাক-আশাক কিনতে লাগলো, রাতে তিনটের বেশি বড়ি ওকে আজকাল খুব কমই খেতে হয়। অ্যানির সঙ্গে নিজেদের ব্যাক্তিগত জীবন বিঘ্নিত হওয়া সত্ত্বেও, কেভিন গৃহস্বামীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করতে লাগলো। ওদের দুজনকে নিয়ে সে শহরের চতুর্দিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং নৈশক্লাব-গুলোতে হাজিরা দিয়ে চললো অক্লান্ত-ভাবে। ওরা যেখানেই

যায়, নীলিকে ঘিরে সর্বত্রই গুণমুগ্ধ রসিকজনের ভিড় জমে ওঠে—সবাই আন্তরিক সংবর্ধনা জানায় ওকে। দেখেশুনে কেভিন একদিন নীলিকে একঘণ্টার জন্যে টেলিভিশনে একটা অনুষ্ঠান করতে বললো। প্রথমটায় কিছুতেই রাজী হতে চাইলো না নীলি। কিন্তু প্রচারের কথা ভেবে শেষমেস রাজী হলো।

টেলিভিশনে নীলির অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমস্ত দেশজুড়ে দারুণ প্রচার চালালো কেভিন। পুরো অক্টোবর মাসটা নীলি হোটেলের ঘরে পিয়ানো নিয়েই ডুবে রইলো। নভেম্বরে নির্দিষ্ট দিনের আগের রাত্রে ও তিনটে সেকোন্যাল খেলো। মহলা শুরু হলো সাড়ে এগারোটায়। উচ্ছল ভঙ্গিমায় উদ্বোধনী সংলাপটুকু বলে প্রথম গানটা শুরু করলো নীলি। কিন্তু গানটা একটু এগুতেই পরিচালক চিৎকার করে উঠলেন, 'কাট!' তারপর এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি ভুল ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে গাইছো নীলি।'

'বুঝতে পারলাম না,' নীলি বললো।

'তুমি যখন সংলাপটা বলছিলে, তখন এক নম্বর ক্যামেরাটা ছবি তুলছিলো। গাইবার সময় তোমাকে দ্বিতীয় ক্যামেরার দিকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে।'

'দু নম্বর ক্যামেরা কোনটা?'

'ওই যে, যেটাতে লাল আলো জ্বলছে। গানের প্রথম অংশটা তুমি ওদিকে ফিরে গাইবে। তারপর কোরাসের সময় তিন নম্বর ক্যামেরা—শেষ অংশটার সময় কিন্তু ফের দু নম্বর।'

'এতো ক্যামেরার কি দরকার ?'

'শুনে শক্ত মনে হচ্ছে, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। শুধু আলোটার কথা মনে রেখো—যে ক্যামেরায় আলো জ্বলছে, সেটাই ছবি তুলবে। ব্যাস, তাহলে আর ভুল হবে না।'

ফের শুরু করলো নীলি, সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখলো ক্যামেরা-গুলোর দিকে। সবই ঠিক ছিলো, কিন্তু স্বরলিপির একটা জায়গা ও কি করে যেন হারিয়ে ফেললো। পরের বার স্বরলিপির দিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে, তিন নম্বর ক্যামেরার দিকে তাকাতে ভুল হয়ে গেলো ওর। আরও দুটো মহলা হলো। পরিচালক হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, 'নীলি, দু-বার তুমি খড়ির গণ্ডি থেকে বাইরে চলে এসেছো। তার মানে ক্যামেরার আওতার বাইরে।'

'কিন্তু গাইবার সময় আমাকে তো হাঁটাচলা করতেই হবে।'

'বেশ তো, তুমি কতটা এগুবে আমাকে বলো—আমি দাগ দিয়ে নেবো···তারপর সেই মতো ক্যামেরা বসাবো।'

'আমি পারবো না। আমার যেমন যেমন মনে হয়, আমি ঠিক তেমনি ভাবে এগুই পেছুই···কোনোবারই এক রকম হয় না। তাছাড়া ক্যামেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে—আমি তাতেই অভ্যস্ত।'

'ঠিক আছে, আবার চেষ্টা করো।'

···ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহলা চললো। নীলির মুখের প্রসাধন নষ্ট হয়ে গেলো, মাথার চুল এলোমেলো। পাঁচটার সময় দেখা গেলো, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটা ওরা একবারও পুরোপুরি মহলা দিয়ে

উঠতে পারেনি। ডিনারের ছুটি ঘোষণা করা হলো।

শেষ মহলাটা নীলির কাছে একটা চরম দুঃস্বপ্ন। ক্যামেরার লাল আলোগুলো যেন ক্রমাগত জ্বলে আর নেভে, তীব্র আলোর ঝলকে ঝাপসা হয়ে যায় স্বরলিপির অক্ষরগুলো। চোখ বন্ধ করে গাইলে সুরের অন্তরঙ্গতায় অনিবার্যভাবে গলা পৌঁছে যায় নীলির। পরক্ষণেই নিবিড় আতঙ্কে চোখ মেলে তাকায় ও।···কোন্ ক্যামেরাটা? হ্যাঁ ওই তো···লাল চোখওয়ালা দানবটা—ঠিকই আছে। কিন্তু স্বরলিপি? কোথায় হারিয়ে গেলো লাইনটা?

'আমি পারবো না, পারবো না···কিছুতেই পারবো না!' চিৎকার করে ওঠে নীলি। ঘড়ির দাগ, ক্যামেরা, পোশাক পালটানো···এসব হাজারটা জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হলে আমি কিছুতেই প্রাণ ঢেলে গাইতে পারবো না। অন্তত এক সপ্তাহের মহলা দরকার।'

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে কেভিন ছুটে এলেন। পরিচালকও। দুজনেই বোঝাতে চেষ্টা করেন নীলিকে। অ্যানি ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ফিলাডেলফিয়ায় হিট দ্য স্কাইয়ের কথা মনে করে দ্যাখ, নীলি। তখন তুই কিভাবে বিনা প্রস্তুতিতে এগিয়ে এসেছিলি, মনে নেই?'

'তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম,' নীলি ফুঁপিয়ে ওঠে, 'তখন আমার বদনাম হবার ভয় ছিলো না।'

'কিন্তু এ অনুষ্ঠানটা তোকে করতেই হবে, নীলি। এই সময়টার

জন্যে অনেকগুলো টাকা দিতে হয়েছে···আর একঘণ্টা বাদে শো।'

'আমি পারবো না।'

'তাহলে আর কোনোদিনও তুমি কাজ পাবে না,' আচমকা পরিচালক বলে উঠলেন।

'কে চায়, টেলিভিশনে কাজ করতে?'

'শুধু টি,ভি নয়—কোনো মাধ্যমেই তুমি কাজ পাবে না।'

'কে বলেছে?'

'এ এফ টি আর এ। সমস্ত স্বীকৃত ইউনিয়নগুলোই ওদের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য।'

'আমি হঠাৎ মরে গেলে কি হবে?'

'দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা হতে পারে বলে আমি আদৌ মনে করি না,' পরিচালকের মুখে শীতল হাসির রেশ।

'হঠাৎ আমার ল্যারিনজাইটিস হয়েছে—এ রকম একটা ঘোষণা করে দিতে পারেন না?' মিনতি জানায় নীলি।

'সে ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের ডাক্তার তোমাকে পরীক্ষা করতে চাইবে।' পরিচালক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'শোনো নীলি, তোমার হাতে আর এক ঘণ্টা সময় আছে। এখন আর অনুষ্ঠানটার কথাও ভেবো না···সাজঘরে গিয়ে স্রেফ বিশ্রাম নাও।'

···সাজঘরে ঢুকেই দ্রুত ছটা বড়ি গিলে নিলো নীলি, 'জলদি কাজ চাই···আমি কিচ্ছুটি খাইনি—খালি পেটে তোরা তো খুব জলদি কাজ করতে পারিস, পুতুল সোনা!'

দশ মিনিটের মধ্যেই মাথা হালকা হয়ে যাবার সেই পরিচিত প্রতিক্রিয়াটা অনুভব করতে শুরু করলো নীলি। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়। ওরা কালো ককি গিলিয়ে সহজেই ওকে চাঙা করে তুলতে পারবে। হাতড়াতে হাতড়াতে সিংকের কাছে গিয়ে আরও দুটো বড়ি খেয়ে নিলো ও। 'যা পুতুল সোনা, নীলিকে তোরা একেবারে অসুস্থ করে তোল…' যন্ত্রীদের সুর বাঁধার শব্দ শুনতে পেলো নীলি। আরও দুটো বড়ি গিলে ফেললো ও।…অস্পষ্ট ভাবে শুনলো, কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু ততোক্ষণে নীলি ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে গেছে।

টেলিভিশনে ঘোষণা করা হলো, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে নীলি ও'হারার অনুষ্ঠানটি প্রচার করা সম্ভব হলো না। কেভিন কোনো মামলা না আনলেও, নেটওয়ার্ক নীলিকে ছেড়ে দিলো না। এক বছরের জন্যে ছায়াছবি, মঞ্চ, নৈশক্লাব এবং টেলিভিশন— সমস্ত মাধ্যমের কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ পেলো ও।

হলিউড সম্পর্কে জেনিফারের মনে এক অদ্ভুত আতঙ্ক। গত বছর সেই ভয়েই আধ শিশি সেকোন্যাল গিলে ফেলেছিলো ও — পেট থেকে সেগুলো পাম্প্ করে, তবে ওকে বাঁচাতে হয়। ফলে বাধ্য হয়েই ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে হয়ে-

ছিলো ক্লঁদকে, সেঞ্চুরির হয়ে সেবার তাই আর সই করা হয়নি। কিন্তু এ বছর ফের একটা দারুণ প্রস্তাব এসেছে। তিনটে ছবি করলে, আয়কর-বিহীন দশ লক্ষ ডলার একটা সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। টাকাটা ক্লঁদ অবশ্যই ওর সঙ্গে ভাগ করে নেবে— কিন্তু তাহলেও পরিষ্কার পাঁচ লাখ ডলার কি কম কথা!…

জেনিফার চুক্তিটা সই করার এক সপ্তাহ পরে একদিন ভোর-বেলা ক্লঁদ ওর ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো।

চাদরের তলা থেকে জেনিফারকে টেনে নামিয়ে, জানলাগুলো সপাটে খুলে দিলো ক্লঁদ।

'কি হলো… ক্ষেপে গেলে নাকি?' জেনিফার অবাক হলো।

'যেখানে আছো, ঠিক ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো— জানলার কাছে।'

সেপ্টেম্বর মাস, কিন্তু প্যারীর মেঘলা আকাশে সূর্যটা নিতান্তই দুর্বল। ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠছিলো জেনিফার। ক্লঁদ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'হ্যাঁ, করাতেই হবে।'

'কি করাতেই হবে?'

'প্লাসটিক সার্জারি—'

'কিন্তু এখনও আমি একেবারে বুড়ি হয়ে যাইনি। সাঁইত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় আমাকে যথেষ্টই সুন্দরী দেখায়।'

'কিন্তু সাতাশ বছরের মেয়ে বলেও তোমাকে মনে হয় না।'

'তুমি হলিউডকে নিয়ে অতো ভয় করো না, ক্লঁদ। আমি

আগেও ওখানে ছিলাম।···ওখানে সবাই সবাইকে ভয় পায়। তার ভেতর থেকে আমি ঠিক বেরিয়ে যাবো।'

'তুমি শুধুমাত্র 'বেরিয়ে যাবে'— আমি তা চাই না।' ক্লঁদ ধমকে উঠলো। 'তুমি ইউরোপের আবেদনময়ী দেবী। সমস্ত হলিউড তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। ওরা ওদের মনরো, এলিজাবেথ টেলর— ইত্যাদির মাপে তোমাকে যাচাই করে নেবে···ওই মেয়েগুলোর বয়েস কম।'

'আমি লিজ টেলর বা মেরিলিন মনরো নই। আমি জেনিফার নর্থ। আমি— আমিই।'

লোজানের পাহাড়ী পথ ধরে যেতে যেতে মারিয়ার কথা মনে পড়ছিলো জেনিফারের। কতদিন আগেকার সব কথা। তবু সবকিছু একেবারে স্পষ্ট মনে আছে ওর।···

হাসপাতালটা ভারি সুন্দর। ক্লঁদের পরামর্শে এখানে ভর্তি হতে যাচ্ছে ও। ঘুম আরোগ্যের মাধ্যমে ওর ওজন কমানো হবে। একটা ছদ্মনামে ভর্তি হলো জেনিফার। এখানকার মাত্র কয়েকজন লোকই ওর সত্যিকারের পরিচয় জানে। প্রধান চিকিৎসক বললেন, 'কোনো চিন্তা করবেন না— আপনি স্রেফ ঘুমোবেন।'

একজন পরিসেবিকা হাসিমুখে জেনিফারের হাতে একগ্লাস শ্যাম্পেন তুলে দিলো। একটু একটু করে গ্লাসে চুমুক দিলো জেনিফার। একটু পরেই একজন তরুণ চিকিৎসক এসে ওর

নাড়ির গতি এবং রক্তচাপ পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর ওর বাহুতে টুক্ করে একটা হাইপোডারমিক সূচ ফুটিয়ে দিলেন।··· হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো জেনিফার। ওর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে এখন এক অদ্ভুত অনুভূতি। পায়ের আঙুল থেকে অনুভূতিটা একটু একটু করে ওর সারা পায়ে ছড়িয়ে পড়লো··· ছুটে এলো নিতম্বের দিকে। তারপর আচমকা যেন হাওয়ায় ভেসে উঠলো ওর শরীরটা। আর কিছু মনে নেই জেনিফারের। যখন চোখ মেললো, তখন চারদিকে সূর্যের আলো। জেনিফার ভাবলো, ও নিশ্চয়ই সারারাত ধরে ঘুমিয়েছে।···পরিসেবিকা প্রাতরাশ নিয়ে ঢুকতেই মৃদু হাসলো ও, 'ওঁরা বলেছিলেন, আমি নাকি খেতে খেতেও ঘুমোবো। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ জেগে গেছি।'

'কিন্তু আপনি ঘুমিয়েই ছিলেন,' পরিসেবিকার মুখেও মৃদু হাসি।

'কতক্ষণ?'

'আট দিন।'

ধড়ফর করে উঠে বসলো জেনিফার, 'তার মানে···'

ঘাড় নেড়ে সায় জানালো মেয়েটি, 'মাদমোয়াজেলের বারো পাউণ্ড ওজন কমে গেছে— একশো ছয়।'

'ইস্ কি মজা!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো জেনিফার।···

প্যারীতে ফেরার পর ক্লঁদও ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠলো। বললো, 'আমি তোমার মুখ মেরামত করার বন্দোবস্ত করে রেখেছি।' এবারে জেনিফারও আর কোনো আপত্তি করলো

না। একসঙ্গে এতোটা ওজন কমানোর জন্যে ওর সৌন্দর্যের বেশ খানিকটা ঘাটতি হয়ে গেছে।···আচমকা ক্রঁদ বললো, 'পোশাক খোলো—'

অবাক হয়ে তাকালো জেনিফার, 'আমাদের মধ্যে সে সমস্ত তো বেশ কয়েক বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে, ক্রঁদ!'

'তোমাকে নিয়ে ধ্যামসানোর কোনো ইচ্ছেই আমার নেই,' ক্রঁদের কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই বিরক্তির প্রকাশ। 'আমি দেখতে চাই, ওজন কমানোর জন্যে তোমার শরীরের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না।'

'কিছুই হয়নি,' পোশাক খুলে দাঁড়ালো জেনিফার। 'আর হলেই বা ক্ষতি কিসের? অ্যামেরিকার ছবিতে আমি তো নগ্ন ভূমিকায় নামতে যাচ্ছি না।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর স্তনদুটিকে দেখলো ক্রঁদ, 'এ দুটো যাতে এমনি আঁটসাঁট থাকে, আমি সে জন্যে তোমাকে একপ্রস্থ হরমোন ইনজেকশন দেওয়াবার বন্দোবস্ত করেছি। মুখের কাটাকুটি সেরে গেলেই ওগুলো দেওয়া হবে।'

'তা, সে সব কোথায় হচ্ছে?'

'ব্যাপারটা খুব সহজ নয়, তবে বন্দোবস্ত করা গেছে। কাল তুমি ফের ছদ্মনামে ক্লিনিক প্ল্যাসটিক-এ যাবে।'

ক্রঁদ ঠিকই বলেছিলো, ব্যাপারটা খুব একটা সহজ হয়নি। অপারেশনটাই অস্বস্তিকর, সেরে ওঠার সময়টা আরও বিশ্রী। মাঝে মাঝে জেনিফারের সত্যিই ভয় হতো, ও একটা বড় রক-

মের ভুল করে ফেললো কিনা। কিন্তু সেরে ওঠার পর, ভয়টা সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণিত হলো। এখন ওর মুখে কোনো সূক্ষ্মতম রেখারও চিহ্ন নেই, মুখের চামড়া একেবারে সতেজ ও টানটান।

কেভিন গিলমোরের ওপরে একটা বড়ো রকমের হৃদরোগের আক্রমণ হয়ে গেলো। দু সপ্তাহ নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ হয়ে একটা অক্সিজেন তাঁবুর মধ্যে পড়ে রইলো মানুষটা। কিন্তু কথা বলার মতো শক্তি সঞ্চয় করেই সে অ্যানির দিকে হাত বাড়িয়ে ফিস-ফিসিয়ে বললো, 'আমাকে কথা দাও অ্যানি। বলো, আমি ভালো হয়ে উঠলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

কেভিনের দু চোখ জলে ভরে ওঠে, 'আমি জানি অ্যানি, তুমি সন্তান চাও। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সেটা ছাড়া, আমি তোমাকে আর সমস্ত কিছুই দেবো। শুধু বলো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে···কোনোদিনও আমাকে ছেড়ে যাবে না!'

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় অ্যানি, 'ঠিক আছে— এবারে একটু বিশ্রাম নাও তো—'

আগস্টের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলো কেভিন। হ্যাঁ, অ্যানিকে সে অবশ্যই বিয়ে করবে। কারণ মাঝে মাঝে একা থাকতে তার বড়ো ভয় হয়। কারণ হঠাৎ রাত্রিবেলা যদি একটা কিছু

হয়ে যায়…

নীলির জন্যে সব সময় ভীষণ চিন্তা হয় অ্যানির। টিভির সেই বিশ্রী ঘটনার পর, একটা বছর ও বসে বসেই কাটিয়ে দিলো। কয়েক সপ্তাহ বাদে গ্রীণউইচের একটা গ্রামের থানায় শান্তি ভঙ্গ করার অভিযোগে ওকে গ্রেফতার করা হয়। তখন খবরের কাগজে ওর যে ছবি বেরুলো, তা দেখে নীলিকে প্রায় চেনাই যায় না— মোটা, মুখে কালিঝুলির দাগ, চোখ লাল, চুলগুলো চোখে এসে পড়েছে।…খবরটা পেয়েই অ্যানি ছুটে গেলো ওর কাছে। নীলি তখন লোয়ার ফিফথ্ এভিন্যুর একটা কেতা-দুরস্ত বাড়িতে মাথা গুঁজে থাকে। ঘরের মধ্যে হুইস্কির অজস্র খালি বোতল…অধিকাংশ আসবাবপত্রই ভাঙাচোরা, সিগারেটে পুড়ে যাবার দাগ। বললো, 'আমাকে তোমার কাছে গিয়ে থাকতে দাও, অ্যানি।'

অ্যানি কথা দিলো, প্রস্তাবটা ও ভেবে দেখবে।…সেদিন রাত্রেই আবার উধাও হয়ে গেলো নীলি। প্রথমে লণ্ডনে তারপর স্পেনে। স্পেনে ও একটা ছবিও করলো, কিন্তু সে ছবি কোনোদিনও মুক্তি পেলো না। তারপর আস্তে আস্তে খবরের জগৎ থেকে মুছে গেলো নীলি। অ্যানির লেখা চিঠিগুলো 'সন্ধান পাওয়া যায়নি' ছাপ বুকে নিয়ে, ফের ওর কাছেই ফিরে আসতে লাগলো। নীলি যেন ব্রেক উবে গেলো দুনিয়া থেকে।

১০

নভেম্বরের শেষাশেষি আচমকা নিউইয়র্কে এসে হাজির হলো জেনিফার। ওর টেলিফোন পেয়ে অ্যানি একেবারে অবাক।

'তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার,' জেনিফারের কণ্ঠস্বরে আগ্রহের সুর। 'আমি শেরিতে আছি।'

'আমি এক্ষুণি যাচ্ছি,' অ্যানি বললো। 'কি ব্যাপার বলো তো? খারাপ কিছু নয় তো?'

'না, সব কিছু একেবারে ঠিক।…পত্রিকায় পড়লাম, কেভিন ব্যবসাটা বিক্রিরি করে দিচ্ছে। তা বিয়েটা কবে?'

'আমরা চেষ্টা করছি যাতে ফেব্রুয়ারীর পনেরো তারিখে হয়।'

'ভালোই, হয়তো দুটো উৎসবই একসঙ্গে হবে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই…অ্যাঁ?…তুমি কি বললে, জেন?'

'চলে এসো। আমি একটা হোটেল থেকে ফোনে কথা বলছি—সে খেয়াল আছে?'

অ্যানি যখন হোটেলে গিয়ে পৌঁছলো, জেনিফার ততক্ষণে অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বললো, 'আমি স্যাণ্ডুইচ আর কোক আনিয়ে রেখেছি। পুরনো দিনের মতো

দিব্যি জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। কিন্তু তোমার হাতে সময় আছে তো?'

'পুরো বিকেলটাই আছে। কিন্তু মানুষটি কে, জেন?'

'উইনস্টন অ্যাডামস্।'

'তার মানে সিনেটর অ্যাডামস্?' বিস্ময়ে প্রায় ফেটে পড়ে অ্যানি।

'হ্যাঁ, গো,' সারা ঘরে মনের আনন্দে নেচে বেড়াতে থাকে জেনিফার। 'প্রবীণ সিনেটর, সোস্যাল রেজিস্টার, কোটিপতি, জনাব উইনস্টন অ্যাডামস।'

পরের দিন প্রতিটি পত্রিকার প্রথম পাতায় জেনিফারের খবর বেরুলো। সিনেটর অ্যাডামসও স্বীকার করেছেন, উনিশশো একষট্টির প্রথম দিকেই ও'দের বিয়ে হচ্ছে। সারা দেশে উত্তেজনা আবেগের তুফান ছড়িয়ে শেষতম ছবিতে অভিনয় করার জন্যে হলিউডে ফিরে গেলো জেনিফার।

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে আবার নিউইয়র্কে ফিরে এলো জেনিফার। অ্যানি ওর সঙ্গে বিয়ের পোশাক কিনতে গেলো। কিন্তু দোকানে গিয়েই হঠাৎ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো জেনিফার। ওর সমস্ত মুখ যন্ত্রণায় পাণ্ডুর, চোখদুটি বিস্ফারিত। অস্ফুট স্বরে বললো, 'অ্যানি···তোমার কাছে অ্যাসপিরিন আছে?'

দোকানী মেয়েটি একছুটে অ্যাসপিরিন আনতে চলে গেলো। চেয়ারে বসে ম্লান হাসলো জেনিফার, 'এ একটা অভিশাপ।

উত্তেজনার জন্যে ব্যথাটা এবারে একটু তাড়াতাড়ি এসেছে। ...ভীষণ কষ্ট হয়।'

একটু স্বস্তি পেলো অ্যানি, 'তুমি আমাকে সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে কিন্তু।'

দোকানী মেয়েটি অ্যাসপিরিন নিয়ে এলো।...পছন্দ মতো তিনটে পোশাক কিনে বেরিয়ে এলো ওরা।

পরে, পাম কোর্টে বসে পান করতে করতে অ্যানি কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলো, 'শেষবার কবে তুমি ডাক্তার দেখিয়েছিলে, জেন?'

'চার বছর আগে,' জেনিফারকে চিন্তিত দেখালো, 'সুইডেনে শেষবার পেট খসানোর সময়। ডাক্তার বলেছিলেন, আমার স্বাস্থ্য পাথরের মতো শক্ত।'

'তা হলেও, আর একবার দেখিয়ে নিতে কোনো ক্ষতি নেই। আমার ডাক্তারটি খুবই ভালো।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো জেনিফার, 'বেশ।'

'কদ্দিন ধরে এমন হচ্ছে?' পরীক্ষা শেষ করে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার গ্যালেনস।

'কয়েক মাস হলো। আসছে সপ্তাহে আমার বিয়ে। কিন্তু তার আগে আমি নিশ্চিত হতে চাই, আমার কল-কব্জাগুলো সব ঠিকঠাক আছে। কারণ বিয়ের পরেই আমি সন্তানের মা হতে চাই।'

'তাহলে আপনি বরঞ্চ আজ রাতেই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান।'

'আজ রাতেই?' সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললো জেনিফার, 'ব্যাপারটা কি খুব খারাপ কিছু?'

'মোটেই না। আসছে সপ্তাহে আপনার বিয়ে, নয়তো আমি আপনাকে পরের ঋতুস্রাব অব্দি অপেক্ষা করতে বলতাম। আপনার জরায়ুতে কতকগুলো ছোটছোট গুটি হয়েছে। আজ রাতে আপনি ভর্তি হলে, কাল আমরা ওগুলোকে সাফ করে দেবো।

ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে অ্যানিই ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। পরের দিন জেনিফারকে ওরা যখন ওপরে নিয়ে গেলো, অ্যানি অপেক্ষা করে রইলো ফাঁকা ঘরটাতে। এক ঘন্টার মধ্যেই ডাক্তার গ্যালেনস নেমে এলেন। তাঁকে দেখেই একটা নাম না জানা আশঙ্কায় অ্যানির সমস্ত অন্তর ভরে উঠলো। 'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করলো ও।

ডাক্তার বললেন, 'জরায়ুতে সামান্য কয়েকটা গুটি ছিলো। কিন্তু বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করার সময় অ্যানেসথেটিস্ট লক্ষ্য করেন, ওঁর বুকে আখরোটের মতো একটা মাংসপিণ্ড রয়েছে। ওটা বের করে, আমি সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছি।... অ্যানি, ওটা খুব মারাত্মক জিনিস। আসছে কালই ওঁর ওই স্তনটা কেটে বাদ দিতে হবে।'

বহু প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে চোখ মেললো জেনিফার। কপালে আলতো করে হাত রাখলেন ডাক্তার গ্যালেনস, 'আপনার বুকে যে একটা মাংসপিণ্ড দানা পাকিয়ে রয়েছে, তা আমাকে বলেননি কেন?'

সহজাত প্রবৃত্তিবশেই বুকের দিকে হাত নেমে যায় জেনিফারের, একটা ছোট্ট ব্যাণ্ডেজের অস্তিত্ব অনুভব করে ও।

'ওটা আমি বের করে ফেলেছি।' ডাক্তার গ্যালেনস প্রশ্ন করলেন, 'ওটা কদ্দিন ধরে ছিলো?'

'জানি না…' ফের ঘুম পায় জেনিফারের, 'বোধহয় বছর খানেক …বেশিও হতে পারে।'

'আপনি ঘুমোন। পরে আমরা ওই ব্যাপারে কথা বলবো।' ডাক্তারের একটা হাত সজোরে আঁকড়ে ধরে ও, 'পরে…কি বলবেন?'

'আপনার স্তনটা কেটে বাদ দিতে হবে, জেনিফার। টিউমারটা মারাত্মক ধরনের ছিলো।'

'না!…কিছুতেই না…কক্ষনো না!' ধড়ফড় করে উঠে বসার চেষ্টা করতেই জেনিফারের মাথাটা ঘুরে ওঠে, ফের এলিয়ে পড়ে ও। ওর হাতে কি যেন একটা ইনজেকশন ফুটিয়ে দেওয়া হয়। আবার ঘুমিয়ে পড়ে ফেনিফার।

উইনস্টন অ্যাডামস যখন হাসপাতালে এসে পৌঁছলেন, তখন জেনিফারের শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি পুরোপুরি চিত্রতারকাদের মতো। ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন উইনস্টন, 'ওহ্ ঈশ্বর,

আমি তো ভয়ে প্রায় মরে গিয়েছিলাম—আর কি। ডাক্তার কোনে বললেন, তোমাকে একটা অপারেশন করা দরকার। এমন ইঙ্গিতও দিলেন যে, বিয়েটা হয়তো স্থগিত রাখতে হতে পারে। অথচ এখন দেখছি, তোমাকে কি সুন্দরই না লাগছে।…অপারেশনটা কি ধরনের, সোনা?'

'খুবই সাংঘাতিক,' সরাসরি ও'র দিকে তাকালো জেনিফার। 'আমি কোনোদিনও সন্তানের মা হতে পারবো না…আর আমি…'

'বাস…আর একটি কথাও নয়।' মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন উইনস্টন।

ও'কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে জেন 'ওহ্, উইন!' দুচোখ বেয়ে পানি নেমে আসে ওর।

জেনিফারের চুলে হাত বুলিয়ে দেন উইনস্টন, জেনিফারের ঘাড়ে চুমু দেন, সোহাগী হাত বুলিয়ে দেন ওর স্তন দুটিতে, আঙুলে ব্যাণ্ডেজের ছোঁয়া লাগতেই থমকে যান উইনস্টন, 'এ কি? ওরা আমার একটা ছোট্ট সোনাকে কি করেছে?'

জেনিফারের মুখের হাসি হিমস্তব্ধ হয়ে যায়, 'ও কিছু নয়…ছোট্ট একটা গোটা হয়েছিলো।'

'কোনো দাগ থাকবে না তো!' সত্যিকারের আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন উইনস্টন।

'না গো, না— ওরা ওটাকে সুচ দিয়ে বের করে নিয়েছেন। কোনো দাগ থাকবে না।'

'তাহলেই হলো। ওরা তোমার ডিম্বকোষটা বের করে নিক — তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ সেটা তুমি নও···সেটা আমি কোনোদিনও দেখিনি। কিন্তু আমার এই সোনাছুটোর ওপরে কোনো হামলা চলবে না···' ফের ওর স্তন ছুটিতে হাত বোলাতে থাকেন উইনস্টন। যাক, এবারে আমি নিশ্চিত মনে ফিরে যেতে পারি। শুক্রবারের আগে আর আসতে পারবো না।'

দরজার কাছে গিয়ে আবার জেনিফারের দিকে ফিরে তাকালেন উইনস্টন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, জেনিফার···শুধু তোমাকেই। তুমি তা বিশ্বাস করো, তাই না?'

জেনিফার মৃদু হাসলো, 'হ্যাঁ, উইন— আমি তা জানি···'

উইনস্টন চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও হাসিটা ওর মুখে হিমস্তব্ধ হয়ে রইলো।

পরদিন সকালে জেনিফারের ঘর ফাঁকা দেখে, নার্স ডাক্তার গ্যালেনসকে খবরটা জানিয়ে দিলো। ডাক্তার গ্যালেনস তৎক্ষণাৎ জেনিফারের হোটেলে ফোন করলেন। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে, হোটেলের সহকারী ম্যানেজারকে দিয়ে ওর ঘরের দরজাটা খোলালেন উনি।···

সব চাইতে সুন্দর পোশাকটা পরে, সম্পূর্ণ রূপসজ্জায় প্রসাধিতা হয়ে বিছানায় শুয়েছিলো জেনিফার। হাতে ঘুমের ওষুধের একটা শূন্য আধার।···ছুটো চিঠি পাওয়া গিয়েছিলো। অ্যানির চিঠিতে ছিলো :

'কোনো সুগন্ধি আরকই আমাকে এর চাইতে বেশি তাজা রাখতে পারতো না। বড়িগুলোর জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।··· তোমার বিয়েতে থাকতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

জেন।'

উইনস্টন অ্যাডামসের চিঠিতে ছিলো :

'প্রিয় উইন, তোমার সন্তানদের···তোমার সোনাদের রক্ষা করার জন্যে আমাকে চলে যেতেই হলো। আমার স্বপ্নটা তুমি প্রায় সফল করে এনেছিলে, এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

জেনিফার।'

১১

গ্লাসটা আবার ভর্তি করে বালিশের নিচে হাত ঢোকালো নীলি— এখানে তিনটে লাল পুতুল লুকিয়ে রেখেছিলো ও। আগের বড়িগুলোতে কিন্তু কাজ হয়নি। একসঙ্গে তিনটে বড়িই গিলো নিলো ও, একটু একটু করে চুমুক দিতে লাগলো স্কচের পাত্রে। হ্যাঁ, এবারে কাজ হচ্ছে— অবশ লাগছে সমস্ত শরীরটা। কিন্তু ঘুম আসছে না। ফের গ্লাসটা ভর্তি করে নিলো ও। ধ্যাৎ, বোতলটাও প্রায় খালি হয়ে এসেছে।

এদিকে সিগারেটও নেই।···

এলোমেলো পায়ে বাথরুমে গিয়ে একটা লুকনো শিশি বের করে নিলো নীলি। মাত্র ছটাই আছে। ছটাই দ্রুত গিলে নিলো ও। এতে অবিশ্যি মরা হবে না। কিন্তু এর সঙ্গে যদি গোটা-কতক এ্যাসপিরিন গিলে নেওয়া যায়? পুরো এক শিশি অ্যাস-পিরিন?··· দূর ছাই। মোটে পাঁচটা অ্যাসপিরিন রয়েছে। সব কটাই গিলে ফেললো ও।·· স্কচ আর নেই, তবে কেভিনের জন্যে অ্যানি এক বোতল বুরবোঁ রেখেছিলো। স্কচের পরে বুরবোঁ পড়লে···

বাথরুম থেকে বেরুতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়লো নীলি, হাতের গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেলো মেঝেতে আছাড় খেয়ে। বড়সড়ো একটা কাচের টুকরো তুলে নিলো ও। হ্যাঁ, এতেই কাজ হবে—এটা দিয়ে মণিবন্ধে একটি পোঁচ ···ব্যাস। আরে, এতো দারুণ জোরে রক্ত বেরুচ্ছে। কিছু-তেই থামছে না তো। তবে কি কোনো বড়ো শিরাই কেটে ফেলেছে ও? ···রিসিভারটা তুলে নিলো নীলি। অ্যানি এখন কোন চুলোয় রয়েছে?···রক্ত আরও জোরে বেরুচ্ছে, হত-চ্ছাড়া বড়িগুলোও এখন কাজ করতে শুরু করেছে। তাহলে?··· নম্বর ঘুরিয়ে টেলিফোন অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করলো নীলি, 'আমি নীলি ও' হারা বলছি। আমি মরে যাচ্ছি···'

চোখ খুলেই, ফের চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো নীলি।

হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ। ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে অ্যানি আর কেভিন ছুটে আসে। ম্লান হাসে নীলি, 'আমি কোথায়?'

'পার্ক নর্থ হাসপাতালে।...কেভিন কোনো রকমে ওদের বুঝিয়েছে, এটা দুর্ঘটনা।'

'পত্রিকায় খবরটা বেরিয়েছে?'

'প্রথম পাতায়,' নীলির বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নেয় অ্যানি।

'কিন্তু নীলি, তোর ব্যাপারে আমাদের একটা কিছু করতে হবে।'

'কি আর করার আছে?' নীলির চোখে জল এসে যায়, 'আমি যে গাইতেই পারি না।'

'গণ্ডোগোলটা এখানে,' কেভিন নিজের মাথায় টোকা দিয়ে দেখায়, 'তোমার গলায় কিছুই হয়নি।'

'আমি তো গাইতেই চাই, কিন্তু সুর বেরোয় না।'

'ধরো, আর কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে। তারপর?' প্রশ্ন করে কেভিন।

'ভয় নেই—আমি অ্যানির ফ্ল্যাট থেকে চলে আসবো।' নীলির দুচোখ জলে ভরে ওঠে, 'কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবো।'

'এভাবে চলতে পারে না, নীলি...শুধু বড়ি আর মদ...'

'আমি যদি একটু ঘুমোতে পারতাম...সপ্তাহ খানেক ধরে—তাহলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যেতো। কতোদিন হয়ে গেলো আমি রাত্রিবেলাও ভালো করে ঘুমোতে পারি না...'

'ঘুম-আরোগ্য!' আচমকা বলে ওঠে অ্যানি।

কেভিন ও নীলি দুজনেই ওর দিকে প্রশ্নালু দৃষ্টিতে তাকায়। অ্যানি ওদের বুঝিয়ে বলে, কিভাবে জেনিফার ওজন কমাবার জন্যে ঘুম-আরোগ্যের আশ্রয় নিয়েছিলো।

ডাক্তার ম্যাসিঙ্গার কিন্তু এতে একমত হলেন না। নীলির মানসিক অস্থিরতার মূল অনেক গভীরে। তাঁর মতে, ওকে অন্তত এক বছর কোনো হাসপাতালে রাখা প্রয়োজন।…

বহু খোঁজাখুজির পর একটা হাসপাতালের সন্ধান পেলো কেভিন। হ্যাঁ, ঘুম-আরোগ্যের ব্যাপারটা তাঁরা জানেন। মিস ও' হারাকে ওঁরা খুশি হয়েই গ্রহণ করবেন এবং কথাটা গোপন থাকবে।…মার্চের এক রোববারে কেভিন এবং অ্যানি নীলিকে নিয়ে হ্যাভেন ম্যানোরে গিয়ে হাজির হলো। প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার হল ওদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। নীলির দিকে হাত বাড়িয়ে উনি বললেন, 'আমি আপনার একজন বিশেষ ভক্ত, মিস ও'হারা।'

তারপর কতকগুলি কাগজ এগিয়ে দিলেন ওর দিকে, 'দয়া করে এগুলো যদি একটু সই করে দেন…

নীলির সই করা শেষ হলে, একটা বোতাম টিপে ঘন্টি বাজালেন ডাক্তার হল—পরক্ষণেই সাদা কোট পরা বিশাল, শক্ত সমর্থ চেহারার এক মহিলা ঘরে এসে হাজির হলেন। 'ইনি ডাক্তার আর্চার, আমার সহকারী। মিস ও'হারাকে উনি ওঁর ঘরে নিয়ে যাবেন।'

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ডাক্তার হল গলা সাফ করে

বললেন, 'মিস ওয়েলস্…এবং মিঃ গিলমোর, ঘুম-আরোগ্য কিন্তু ও'র চিকিৎসা নয়। ঘুম-আরোগ্য বা বড়ির সাহায্যে নয়। মেয়েটি এখন ঘুমের-বড়ির নেশায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।'

'তাহলে আপনি কি করতে বলেন?' কেভিনের প্রশ্ন।

'গভীর মনসমীক্ষণের সাহায্য আমি একটু চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'তাতে কতো দিন লাগবে?'

'অন্তত এক বছর।'

দীর্ঘ একবছর হাসপাতালে কাটাতে হবে নীলিকে। যন্ত্রণাময় একটি বছর। কড়া নিয়মকানুনে আবদ্ধ জীবন। কোথাও বেরোবার অনুমতি নেই। মাঝে মাঝে অ্যানির টেলিফোন আসে। নির্ধারিত দশমিনিট কথা বলার সুযোগ পায় নীলি। প্রতিবারেই সে অনুরোধ জানায় অ্যানিকে, ওকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অ্যানি অপারগ। ও বোঝে, নীলি'র ভালোর জন্যই নীলি'কে হাসপাতালে থাকতে হবে।

মাঝে মাঝে একেবারেই বিরক্তিকর পর্যায়ে পৌঁছে যায় নীলি। ওহ্, কি দমবন্ধ পরিবেশ। উল্টোপাল্টা করে দিতে ইচ্ছা হয় সবকিছু, ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ওর এক সঙ্গিনী বোঝায়, সে রকম আচরণ করলেই বিপদ। চিকিৎসার মেয়াদ আরো বেড়ে যাবে। বাধ্য হয়েই সবকিছু মেনে নিতে হয় নীলিকে। এছাড়া আর উপায়ইবা কি?

মে মাসে নীলি একটা গোলমাল করে ফেললো। রাতের নার্স-

টির সাহায্যে ও এক শিশি নেম্বুতাল পাচার করে এনেছিলো। অর্ধেক খালি হয়ে যাওয়া শিশিটা ওঁরা নীলির তোষকের তলা থেকে আবিষ্কার করে ফেললো। শিশিটার দখল রাখার জন্যে নীলি পাগলের মতো লড়াই চালালো, হাত-পা ছুঁড়লো, অকথ্য গালিগালাজ করলো সকলকে। নার্সটিকে তখনই ছাটাই করে দেওয়া হলো আর নীলিকে দশঘণ্টা পানির টবে রেখে দেওয়া হলো জোর করে। অ্যানি যখন দেখা করতে গেলো, তখন নীলি ভীষণ বিমর্ষ, কথাবার্তা বন্ধ।...

এদিকে গিলিয়ানের সঙ্গে আরও এক বছরের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে অ্যানি। কেভিন ব্যবসাটা বিক্রি করে দেওয়া সত্ত্বেও অ্যানির সঙ্গে নিয়মিত স্টুডিওতে যাতায়াত করে। তার নিশ্চুপ উপস্থিতি চিৎকৃত প্রতিবাদের চাইতেও তীব্র বলে মনে হয় অ্যানির। কেভিন চায় না, অ্যানি কাজ করে।...

একদিন পরিচালক জেরি রিচার্ডসন এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কেভিনের আলাপ করিয়ে দিলেন, 'কেভিন, এ আমার একজন পুরনো ইয়ার— এর নাম লিয়ন বার্ক।'

নামটা শুনেই স্থাণু হয়ে উঠলো কেভিন। নামটা খুব সাধারণ নয়— এ নিশ্চয়ই সেই লোক। শক্ত-সমর্থ রোদে-পোড়া চেহারা দেখে লেখকের চাইতে বরং অভিনেতা বলেই মনে হয়, মাথায় কয়লার মতো কালো চুল— শুধু রগের কাছদুটোতে সামান্য রুপালি ঝিলিক। নিজেকে হঠাৎ বাতিল আর বৃদ্ধ বলে মনে হলো কেভিনের। তবু হাত বাড়িয়ে মৃদু হাসলো সে। তার-

পর সাজঘরে অ্যানির কাছে লোকটাকে নিয়ে এসে, একটা কাজের ওজুহাতে বেরিয়ে গেলো স্টুডিয়ো থেকে।

লিয়নকে দেখে চমকে উঠলো অ্যানি, অনুভব করলো ওর ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।···একটা সাময়িক পত্রিকার পক্ষ থেকে টিভির শিল্পীদের সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখার জন্যে অ্যামেরিকায় এসেছে লিয়ন। বললো, 'এ সমস্ত জিনিস আমি লিখতে চাই না। তবে এতে ভালো পয়সা আসে, তাছাড়া এখানেও একবার ঘুরে যাওয়া হলো— এই যা লাভ।'

'কদ্দিন থাকবে এখানে?' জানতে চাইলো অ্যানি।

'প্রায় ছ সপ্তাহ।'

'হেনরির সঙ্গে দেখা করেছো?'

'গতকাল একসঙ্গে লাঞ্চ করেছি। হেনরির কাছেই শুনলাম, তুমি আর ওই কেভিন গিলমোর···'

'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো, লিয়ন,' আচমকা বললো অ্যানি।

'চমৎকার। কখন?'

'তুমি চাইলে, আসছে কাল রাত্রে—'

'বেশ। কোথায় তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো?'

'আমি তোমাকে ফোন করবো।' অ্যানি বললো, 'দিনের বেলা আমি কাজে ব্যস্ত থাকবো।'

লিয়ন তার হোটেলের নাম আর নম্বরটা ওকে লিখে দিলো।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কেভিন বললো, 'অ্যানি, তুমি

একবার বলো—লিয়নকে তুমি ঠাণ্ডা গলায় বিদায় দিয়েছো!'
'না, কেভিন—তাহলে মিথ্যে বলা হবে।'
পরদিন রাতে দীর্ঘদিন বাদে লিয়নের আলিঙ্গনে লীন হয়ে সহসা ও অনুভব করলো, কারুর ভালোবাসা পাবার চাইতে কাউকে ভালোবাসতে পারাটা অনেক বেশি বড়ো কথা। ওর অবারিত নগ্ন পিঠে হাত রেখে লিয়ন বললো, 'অ্যানি, সবাই জানে কেভিন তোমাকে বিয়ে করতে চায়।'
লিয়নের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিছানায় উঠে বসলো অ্যানি, 'আর কি করার ছিলো আমার? এতোগুলো বছর শুধু প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকবো? একটা চিঠি নেই··· কোনো খবর নেই···'
'চুপ,' ওর ঠোঁটে নিজের আঙুল রাখে লিয়ন। 'কতো চিঠি লিখেছি তোমাকে, কিন্তু কোনোটাই ডাকে ফেলা হয় নি। প্রতিবারই আত্মঅহঙ্কারে অন্ধ হয়ে ভেবেছি, এই বইটাতেই আমি কিস্তি মাত করবো। তারপর বিজয়ী বীরের মতো ফিরে এসে ছিনিয়ে নেবো আমার প্রিয়াকে—তা সে যার কবলেই থাক না কেন। কিন্তু অ্যানি, আমি বিজয়ী বীর নই···আর কেভিনও যেমন তেমন লোক নয়। আমার যদি চরিত্র বলে কোনো পদার্থ থাকে, তাহলে এ রাতের পরে আর কোনাদিনও তোমার সঙ্গে দেখা করবো না।'
'লিয়ন!' অ্যানির কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের সুর।
'আমি বলেছি, যদি আমার চরিত্র থাকে,' উঁচুগলায় হেসে

ওঠে লিয়ন। 'তবে সে বস্তুটা আমার কোনোদিনই তেমন ছিলো না।'

অ্যানি যখন নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এলো, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। দরজায় চাবি লাগাতে গিয়ে, ভেতরে আলোর রেখা দেখতে পেলো ও। কেভিন বৈঠকখানায় বসে ধূমপান করছিলো। বিদ্রুপের সুরে বললো, 'এতো তাড়াতাড়ি লিয়নকে ছেড়ে এলে কি করে? এখনও তো ভোর হয়নি!'

শোবার ঘরে গিয়ে পোশাক ছাড়তে শুরু করে অ্যানি। সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আচমকা কেভিনকে যেন অ্যালেন কুপারের মতো লাগছে—সেই একই রকম বোকার মতো অভিব্যক্তি আর ছেলেমানুষের মতো রাগ।

বৈঠকখানা ঘরে ফিরে আসে অ্যানি। বিধ্বস্ত, পরাজিত মানুষের মতো শূন্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেভিন। সহসা মানুষটার জন্যে ভীষণ করুণা অনুভব করে ও। দুহাত এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, কেভিন। যাও এবারে পোশাক ছেড়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি এখানেই থাকবো।'

এলোমেলো পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসে কেভিন, 'ওর সঙ্গে আর দেখা করতে যাবে না তো?'

'না, কোনোদিনও না।'

একটানা দুটো সপ্তাহ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটালো অ্যানি আন্তরিক প্রলোভন সত্ত্বেও এই দু সপ্তাহের মধ্যে একবারও

ও লিয়নকে ফোন করেনি। অথচ ও জানতো, লিয়ন ওর ফোন পাবার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে। কিন্তু আচমকা ফের এক-দিন লিয়নের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। কেভিন এবং গিলিয়া-নের এক নতুন মালিকের সঙ্গে অ্যানি সেদিন সন্ধ্যায় টুয়েন্টি-ওয়ান-এ বসেছিলো। হঠাৎ লিয়ন গিয়ে হাজির হলো সেখানে এবং লিয়নের সঙ্গে—কেভিনের ভাষায়—একটি 'সরেস মাল'। নিজের চেয়ার থেকে অ্যানি নিরাপদেই ওদের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারছিলো। ও দেখলো—মেয়েটির বয়েস প্রায় উনিশ, কয়লা-কালো চুলগুলো নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত, মুখখানা সুন্দর, স্বচ্ছ-শুভ্র পোশাকের আবরণে প্রকট হয়ে উঠেছে ওর যৌবনের ছুরন্ত রেখাগুলো। একবার মেয়েটি কি একটা কথা বলতেই, মাথাটা পেছনের দিকে হেলিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো লিয়ন। তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আলতো করে মেয়েটির নাকের ডগায় একটা চুমু খেয়ে নিলো।...

সেদিন রাতে অ্যানিকে ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিতে এসে হঠাৎ কেভিন বলে বসলো, 'আমিও ওদের দেখেছি।'

'কাদের?'

'তোমার প্রেমিক আর ওই সুন্দরীটিকে।' কেভিন বিশ্রী সুরে বললো, 'এবারে হয়তো তুমি আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছো!'

'কেভিন, আমি এখন ক্লান্ত—'

'ও কিন্তু তোমার মেয়ে হতে পারতো, অ্যানি!'

'কেভিন, প্লিজ—তুমি এখন যাও

'অতো সতীপনা দেখিয়ো না, সোনা— তুমি এখন বাতিল হয়ে যাওয়া মাল। প্রমাণ চাও?···লিয়নের নিশ্চয়ই তর সইছে না···এতক্ষণে সে নির্ঘাৎ ওই মালটাকে নিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটে উঠেছে। তাকে ফোন করে বলো, তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও। সাহস আছে?'

শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় অ্যানি। কেভিন ছুটে গিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরে ওকে, 'আমার কথা শুনতে পাওনি!'

'কেভিন, তুমি এখন যাও।'

'অতো সস্তা নয়— তোমার সবচাইতে করুণ অবস্থাটা দেখে, তবে যাবো।' টেলিফোনের নম্বর ঘোরাতে শুরু করে কেভিন, 'ওর নম্বরটা আমারও মুখস্থ আছে। আমি ওকে জানিয়ে দেবো, তোমার এখন হিংসায় জরো-জরো অবস্থা···রাতের খাবার পর্যন্ত খাওনি!'

কেভিনের হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নেয় অ্যানি।

'হ্যালো,' লিয়নের কণ্ঠস্বর।

'লিয়ন?'

সামান্য বিরক্তি। 'অ্যানি?'

'বলো,' কেভিন হিসহিসিয়ে ওঠে, 'ওকে বলো, তুমি এক্ষুণি ওর ওখানে যেতে চাও।'

অ্যানি মিনতিভরা চোখে কেভিনের দিকে তাকাতেই, কেভিন রিসিভারের দিকে হাত বাড়ায়। ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়

অ্যানি। 'লিয়ন···আমি···আমি তোমার ওখানে যেতে চাই।'
'কখন?'
'এক্ষুণি।'
মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্যে সামান্য নীরবতা। তার পরেই লিয়নের ঝলমলে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমাকে একটু গোছগাছ করে নেবার জন্যে দশ মিনিট সময় দাও, তারপর সোজা চলে এসো।'

দরজা সপাটে খুলে যায়। 'আমি কিন্তু আশাটা ছেড়ে দিতে শুরু করেছিলাম,' লিয়ন বলে।
অ্যানির দৃষ্টি দ্রুত ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে আসে।
'ও চলে গেছে,' লিয়নের কণ্ঠস্বর শান্ত।
অ্যানি কিছু না বোঝার ভান করে।
'আমরা তোমাকে টুয়েন্টি-ওয়ান থেকে চলে আসতে দেখেছি।'
'হ্যাঁ, আমিও তোমাদের দেখেছি।'
'ভালোই হয়েছে, অন্তত সে জন্যে তুমি এখানে এসেছো!' লিয়ন হুগ্লাস পানীয় এনে টেবিলের ওপরে রাখে, 'কনি মাস্টার্সের শেষ রেকর্ডটা লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। ব্রিটিশরা কনি বলতে পাগল। তাই ওর রোমাঞ্চকর জীবন সম্পর্কে আমাকে কাগজে লিখতেই হবে।'
'কনি মাস্টার্স কে?'

'যে মেয়েটি আমার সঙ্গে ছিলো। ওর বয়েস মাত্র উনিশ, সব কটা ছবির কোম্পানী ওর পেছনে লেগে রয়েছে। তবে আমি কিন্তু এক গ্লাস কড়া পানীয় ছাড়া ওর গান শুনতে পারি না।'

অ্যানি মৃদু হাসে।

'ব্রিটিশ প্রেস আর সঙ্গীত-প্রেমিকদের জন্যে আমি আমার কর্তব্যটুকু পালন করেছি।' লিয়নের ঠোঁটে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে, 'বাকি কাজটা করার থেকে তোমার ফোনটা আমাকে বাঁচিয়েছে।'

'তার মানে তুমি···তুমি ওকে করতে?'

'নয় কেন? তোমার ফোনের প্রতীক্ষায় বসে থেকে বৃথাই নিঃসঙ্গে সময় কেটে যায়। আর তুমি যে সোফাটাতে বসে রয়েছো, মেয়েটি ওখানেই পা গুটিয়ে বসে বসে সবেমাত্র বলছিলো, বয়স্ক পুরুষমানুষদের ওর বেশি পছন্দ।'

অ্যানি হেসে ওঠে, লিয়ন এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয়।

আগের চাইতে দশ হাজার ডলার বাড়তি পারিশ্রমিকে ছ বছরের জন্য একটা নতুন চুক্তি পেলো অ্যানি—এবং এটা শুধুমাত্র টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের জন্যে, এটা অ্যানির পক্ষে আরও একটা জয়।···

হেনরির সঙ্গে লিয়নের সম্পর্কে আলোচনা করলো অ্যানি। হেনরি ভেবেচিন্তে বললেন, 'উপায় একটাই আছে। লিয়নকে

নিউইয়র্কে আটকে রাখতে হবে।'

'কিন্তু কি করে?' অ্যানি বললো, 'ও যে প্রবন্ধটা লেখার কাজ নিয়ে এসেছিলো, সেটা শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া লণ্ডন ওর ভালো লাগে।'

'বার্টার পাবলিকেশনসসের কয়েকজনকে আমি চিনি। দেখি, তাদের পত্রিকাগুলোতে লিয়নকে দিয়ে কয়েকটা প্রবন্ধ লেখাবার বন্দোবস্ত করতে পারি কি না।'

'তাতে কি লাভ হবে?'

'ও আরও কয়েকটা দিন এখানে থাকবে, আর সেটা তোমারই উপকারে আসবে।'

আকস্মিকভাবে নীলির কাছ থেকেই সমস্যা-সমাধানের একটা সূত্র পাওয়া গেলো। নীলি আগের চাইতে মোটা হয়েছে, এখন অ্যাশ হাউসে আছে—আর কিছুদিন বাদেই বহির্বিভাগের রোগী হতে পারবে। সেদিন অ্যানি ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতেই নীলি বললো, 'জানো অ্যানি, এর মধ্যে একটা কাণ্ড হয়েছে।···এখানে মাসে একদিন করে নাচের আসর বসে ···সেদিন পুরুষ-রোগীরাও আমাদের সঙ্গে জিমন্যাসিয়ামে এসে যোগ দেয়। যাই হোক, সেদিন আমি আসরে গান গাইছি—হঠাৎ একটা পুরুষ রোগী সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটা সত্যিকারের পাগল, ওর রোগ কোনোদিনও সারবার নয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে একজন নার্স ওকে ধরার জন্যে ছুটে এলো। কিন্তু ডাক্তার হল নিষেধ

করলেন। পরে জানা গেলো, লোকটা ছবছর এখানে রয়েছে—কিন্তু একদম কথাবার্তা বলে না। তাই ডাক্তার হল দেখতে চাইছিলেন, ও কি চায়। আমি তখন হেলেন লসনের একটা পুরনো গান গাইছিলাম, লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনলো। তারপর আমি নিজের একটা পুরনো গান ধরতেই ও আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতে শুরু করলো। ওহ, সে কি গলা, অ্যানি···তুমি ভাবতে পারবে না! শুনলে শরীর শিউরে উঠবে।···প্রায় একঘণ্টা আমরা একসঙ্গে গাইলাম, সবাই পাগলের মতো হাততালি দিলো—এমন কি ডাক্তার হল এবং ডাক্তার আর্চার পর্যন্ত। লোকটা তখন আমার গালে একটা টোকা দিয়ে বললো, 'দারুণ গেয়েছো, নীলি'—তারপর আবার ভিড় ঠেলে সরে গেলো। ডাক্তার হল বললেন, 'আপনারা দেখছি দুজন দুজনকে চেনেন। তবে উনি যে এখানে রয়েছেন, সেটা কিন্তু খুব গোপন রাখা হয়েছে।' আমি চালাকি করে বললাম, 'উনি তো আমাকে নীলি বলে ডাকলেন। আমি ওঁকে কি বলে ডাকবো?' ডাক্তার হল বললেন, 'আপনি ওঁকে টনি বলেই ডাকতে পারেন। তবে এখানে ওঁর নাম জোন্স।'

'টনি?' অ্যানির কাছে কিছুই স্পষ্ট হয় না।

'টনি পোলার।' নীলি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'জন্ম থেকেই ওঁর মাথায় কি একটা ব্যামো আছে, যা কোনোদিন সারবার নয়।' তার মানে জেনিফার ঘটনাটা জানতো, কোনোদিনও তা প্রকাশ করেনি। তাই সেই গর্ভপাত। অ্যানির চোখে জল আসে,

'নীলি, কথাটা তুই কাউকে বলিস না।'

'বেশ। তবে আমার ব্যাপারটাতে গোপন বলে কিছু নেই। একটা সাময়িক পত্রিকার পক্ষ থেকে ছুটো অংশে নিজের কাহিনী লেখার জন্যে আমি একটা প্রস্তাব পেয়েছি। সেজন্যে ওরা আমাকে বিশ হাজার ডলার দেবে। আমার মুখ থেকে শুনে শুনে কাহিনীটা লেখার জন্যে জর্জ বেলোজ একজন লেখকের বন্দোবস্ত করে দেবেন।'

'জর্জ বেলোজ? ত'ার সঙ্গে তোর কি করে যোগাযোগ হলো?'

'পত্রিকায় গুজব বেরুচ্ছিলো, আমি মোটা হয়েছি—পাইতে পারি না। কিংবা রোগাই আছি, কিন্তু পাইতে পারি না। তাই আমি লিখে জানালাম, ওদের অর্ধেক কথা সত্যি—আমি মোটা হয়েছি, কিন্তু এতো ভালো কোনোদিনই পাইনি। তারপর ডাক্তার হলের অনুমতি নিয়ে এখানেই আমার গানের একটা টেপ করে সেটা হেনরি বেলামির কাছে পাঠিয়ে দিলাম —প্রেসের লোকেদের শোনাবার জন্যে। উনি নিশ্চয়ই সেটা জর্জকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তারপরেই জর্জ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে, ওই প্রস্তাবটা জানালেন। আমি এখান থেকে বেরুবার পর উনিই আমার কাজকর্ম দেখাশুনো করতে চান।...জানো তো, উনি টাকা যোগাড় করে হেনরির কাছ থেকে ব্যবসাটা কিনে নেবার চেষ্টা করছেন।...'

নীলির কাছ থেকে ঘুরে এসেই অ্যানি হেনরির সঙ্গে যোগাযোগ করলো। সব শুনে হেনরী বললেন। 'লিয়ন নিশ্চয়ই নীলির

কথা লিখতে রাজী হয়ে যাবে—আর তুমিও তাতে অন্তত একটা মাস সময় পাবে।'

'কিন্তু জর্জকে আপনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন। ওঁকে এমন ভাবে প্রস্তাবটা রাখতে হবে, যাতে আমি যেন কোনোমতেই এর সঙ্গে জড়িত হয়ে না পড়ি।'

জর্জের প্রস্তাবে লিয়ন খুশি হয়েই রাজি হলো। কিন্তু জানালো, নীলির সঙ্গে সে দেখা করবে না···পুরনো দিনের নীলিকেই সে স্মৃতিতে জাগিয়ে রাখতে চায়। তাই টেলিফোনে নীলির সঙ্গে আলোচনা করে, লেখা চালিয়ে যেতে লাগলো সে।

অকটোবরের প্রথম দিকে হেনরির কাছে একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো অ্যানি। কিন্তু হেনরী তাতে খুব একটা উৎসাহী হয়ে উঠতে পারলেন না। বললেন, 'লিয়ন লিখতে ভালোবাসে। আমি জানি, সে কোনো এজেন্সির মালিক হতে চাইবে না।'

'আপনি চেষ্টা করুন। ওকে বলুন, আপনি যে ব্যবসাটা গড়ে তোলার জন্যে বুকের রক্ত দিয়েছেন এখন জনসন হ্যারিস অফিস সেটাকে গ্রাস করে ফেলবে— আপনি তা চান না!'

'কিন্তু অ্যানি, আমি যদি ওকে বলি যে ব্যবসাটা কেনার জন্যে আমিই ওকে টাকাটা ধার দিচ্ছি— তাহলেও একদিন আসল সত্যটা সে অবশ্যই জানবে। তখন?'

'সে চিন্তা তখন করা যাবে, হেনরী। এখন আমাদের আর নষ্ট করার মতো সময় নেই।'

'কিন্তু টাকাগুলো আপনি জর্জকে ধার না দিয়ে, আমাকে দিতে চাইছেন কেন?' লিয়ন চিন্তিত মুখে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলো।

'কারণ জর্জ একা ব্যবসাটা চালাতে পারবে না। ও'র ব্যবহারটা তেমন ভালো নয়— অর্ধেক শিল্পী আমাদের এজেন্সি ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু, তুমি পারবে।'

'শুনে খুশি হলাম,' লিয়ন মাথা নাড়লো। 'কিন্তু আমি লণ্ডনেই সুখে আছি। লিখতে আমার ভালোই লাগে। এই নোংরা প্রতিযোগিতার জীবনকে আমি ঘেন্না করি।'

'আর অ্যানি?'

হাতের সিগারেটটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো লিয়ন, 'ও কি আপনার এ প্রস্তাবটার কথা জানে?'

'না।'

'কিন্তু ধারের অঙ্কটা যে অনেক, হেনরী।'

'তা নিয়ে আমি একটুও চিন্তিত নই। তুমি প্রতি বছর একটু একটু করে শোধ দিও।'

'আমি রাজি না হলে আপনার কি খুব খারাপ লাগবে?'

'লাগবে।'

বেলামি অ্যাণ্ড বেলোজ রূপান্তরিত হলো 'বেলামি, বেলোজ অ্যাণ্ড বার্ক নামে। জর্জ প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট লিয়ন। হেনরী পুরোপুরি অবসর নিলেও, লিয়নের জেদে ত'ার নামটা

এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত হয়েই রইলো।...পরদিন হেনরির ফ্ল্যাটে লিয়ন ও অ্যানির বিয়েটা সেরে নেওয়া হলো — সাক্ষী রইলেন জর্জ এবং তার স্ত্রী। এক ফাঁকে অ্যানি হেনরিকে বললো, 'ও'র ওপরে আপনার এতোটা আস্থা আছে দেখেই, ও এজেন্সিটা নিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু ও যদি জানতে পারে, টাকাটা আমিই ওকে দিয়েছি আপনার মারফৎ, তখন কি হবে?'

হেনরী হেসেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা, 'তোমাকে আমি যদ্দুর চিনেছি তাতে মনে হয়, তদ্দিনে তোমার পেটে বাচ্চা এসে যাবে। ওদিকে ব্যবসাটাও চলবে জোর কদমে। কাজেই তুমি আড়াল থেকে সুতো টেনে ওর স্বপ্নটা সফল করেছো বলে, লিয়ন তখন মনে মনে খুশিই হবে।'

নীলি সুস্থ হয়ে গেছে। একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আবারো সাড়া ফেলে দিলো সে। চার দিকে ওকে নিয়ে হৈ চৈ। বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসতে লাগলো ওর। লিয়নদের সংস্থা নিয়োজিত রইলো নীলি'র আইন সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপারগুলো দেখাশুনার জন্য। যে জায়গায়ই যায় মেয়েটা সবসময় ওর সাথে থাকতে হয় লিয়নকে।

এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ছ'সপ্তাহ আগে অ্যানির পুত্র সন্তান জেনিফার বার্ক জন্মগ্রহন করলো। তখন লিয়ন ক্যালিফোর্নিয়ায় নীলির অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লস

এঞ্জেলস, সেখান থেকে স্যানফ্রান্সিসকো। একস্থান থেকে আরেক স্থানে নীলিকে নিয়ে ঘুরছে লিয়ন, আর অ্যানি···কান্না ছাড়া কিছুই করার নেই অ্যানির। ওর এক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নীলি ও' হারা এখন বিষ বাষ্প হয়ে দেখা দিয়েছে অ্যানির জীবনে। নীলি যেন অ্যানির সাথে প্রতিযোগীতায় নেমেছে লিয়নকে দখল করে নেবার জন্য। নীলি একটি রাতও লিয়নকে ছাড়া থাকতে চায় না।

লিয়ন মাঝে মধ্যে নিউইয়র্কে ফিরে আসে, কিন্তু তখনও বেশীর ভাগ সময় দিতে হয় নীলিকে। ওদের এজেন্সীর স্বার্থ জড়িয়ে আছে নীলির সাথে, ও আজকাল এজেন্সীকে প্রচুর টাকা দিচ্ছে।

কখনও কখনও মাঝরাতে ফোন করে অ্যানির পাশ থেকে লিয়নকে তুলে হোটেলে নিজের স্যুটে নিয়ে আসে নীলি। অ্যানি বুঝতে পারে সবকিছু। তবুও অসম্ভব নীরবতা পালন করে যায়। অ্যানি জানে নীলির সাথে শুতে শুতে একদিন ক্লান্ত হয়ে যাবে লিয়ন। হলোও তাই। নতুন নতুন শিল্পিদের নিয়েই লিয়নদের কাজ। ওদের এজেন্সী 'হানি বেল' নামে অনুষ্ঠিতব্য একটি সঙ্গীত নাটকের একজন নতুন অভিনেত্রী মার্জি পার্কসকে ওদের মক্কেল করে নিয়েছে।

'হানি বেল' সংগীত নাটক দারুণ সফলতা অর্জন করলো। অ্যানি লক্ষ্য করলো, মুখে দুষ্টু হাসি মাখানো ছোট্টখাট্টো রোগা মেয়ে মার্জি পার্কস সহজেই দর্শকের মন জয় করে নিয়েছে। মেয়েটির বয়েস মোটে উনিশ।

'আমাদের ভাগ্য ভালো,' জর্জ ফিসফিসিয়ে বললেন, 'লিয়ন গতকালই ওকে সই করানোর জন্যে জেদ ধরেছিলো। আজকে রাতের পরে এ শহরের সব কটা এজেন্সীই ওকে চাইবে।'

'এটি কিন্তু একমাত্র আপনার মক্কেল,' অ্যানির এধার থেকে একটু ঝুঁকে লিয়নও ফিসফিসিয়ে বললো।

'ঠাট্টা হচ্ছে?' জর্জ হাসলেন। 'বাড হফ, কেন মিচেল কিংবা অফিসের যে কেউ ওর হয়ে খাটবে— ও তাকে নিয়েই খুশ হবে।'

উদ্বোধনীর পরবর্তী সান্ধ্য পার্টিতে অ্যানি, লিয়ন ও জর্জের মাঝখানে বসেছিলো। একবার লিয়ন একটু উঠে যেতেই, মার্জি পার্কস তার চেয়ারটাতে এসে বসলো। 'মিস ওয়েলস, আমি চিরদিনই আপনার ভক্ত। আপনি যখন গিলিয়ান গার্ল ছিলেন — আমার মনে পড়ে, তখন আমার বয়স দশ বছর— আমি গিলিয়ান লিপস্টিক কেনার জন্যে মা'র ব্যাগ থেকে একটা ডলার চুরি করেছিলাম। আমি চাইতাম, আমাকে যেন আপ-

নার মত দেখায়!'

অ্যানি হাসলো। এই পরিস্থিতিতে হেলেন লসনের মানসিক অবস্থা কেমন হতো, তা আচমকা এই মুহূর্তে অনুভব করলো ও।

…মার্জি অনর্গল কথা বলছে। একঘণ্টা বাদে মেয়েটিকে জর্জের হেফাজতে রেখে বেরিয়ে পড়লো ওরা।

বিছানায় শুয়ে ওরা টেলিভিশন দেখছিলো। হঠাৎ অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটিয়ে সংবাদবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলো, 'নীলি ও'হারা মৃত্যুমুখী— হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

একটু পরেই জর্জ ফোন করলেন। উনি ক্যালিফোর্নিয়ায় যোগাযোগ করেছিলেন। ও'কে বলা হয়েছে, নীলি আধশিশি বড়ি গিলেছে— তবে এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যেতে পারে।

…রাত দেড়টারপ্লেনেই ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি দিলো লিয়ন।

লিয়ন যখন হাসপাতালে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলো, নীলি তখনও দুর্বল। চোখদুটো ভেতরে বসে গেছে, শূন্য দৃষ্টি। লিয়নের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিলো ও, 'ওহ্ লিয়ন, যখন জানতে পারলাম……আমি মরতে চেয়েছিলাম!'

'কি জানতে পারলে?' আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরে, ওর চুলে হাত রাখলো লিয়ন।

'স্টুডিয়োর সেটে বসেই কাগজে দেখলাম, তুমি মার্জি পার্ক-

সকে তারকা করার জন্যে ওখানে গেছো!'

'তাই তুমি…' বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেললো লিয়ন।

'লিয়ন, তুমি মাঝে মধ্যে তোমার বৌকে নিয়ে শুলে— আমি তা সহ্য করবো। এমন কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু এধার ওধার করলেও, হয়তো তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। কিন্তু আমার যুগে তুমি অন্য একটা মেয়েকে তারকা করে গড়ে তুলবে, আমি তা কিছুতেই সইবো না।'

'কিন্তু নীলি, আমাদের অফিসটা তো একজন মহিলার জন্যে নয়।'

হনহন করে লিয়ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। এবং পরের প্লেনে নিউইয়র্কে ফিরে এলো।

এটা নীলির বাড়াবাড়ি বলেই লিয়নের মনে হলো। হেনরীর সাথে কথা বলে ওদের এজেন্সী থেকে নীলিকে ছেড়ে দিলো লিয়ন।

নিউইয়ার্স ইভের পার্টি দেয়ার প্রস্তাব করেছিলো লিয়ন অ্যানির কাছে। কিন্তু অ্যানির মনে হচ্ছিলো, ও নিউইয়ার্স ইভের পার্টিটা দিতে রাজী না হলেই পারতো। অন্তহীন অভ্যাগতের দল শুধু আসছে আর যাচ্ছে, লিফটের কাছে ভিড় জমাচ্ছে, পানশালায় হুল্লোড় করছে। জর্জ আর লিয়ন জোরাজুরি করে ওকে এই ঝামেলাটায় জড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু

পার্টিতে যাবার তুলনায়, পার্টি দেওয়াটা অতো সহজ ব্যাপার নয়। অন্যের পার্টি থেকে ইচ্ছে হলেই চলে আসা যায়, কিন্তু নিজের দেওয়া পার্টিতে সে উপায় থাকে না।···ব্রডওয়ে শো থেকে তারকারা এসে পৌঁছতে শুরু করেছে। এখন রাত একটা। মাঝরাতে সেই সংক্ষিপ্ত চুম্বনের পর থেকে লিয়নকেও আর চোখে পড়ছে না। এখন জানুয়ারীর এক তারিখ, জেনিফারের দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকীর দিন।·· সকলের চোখ এড়িয়ে হলঘর দিয়ে বাচ্চাটার ঘরে ঢুকে পড়লো অ্যানি। ছোট্ট রাত-বাতিটায় ঘুমন্ত শিশুটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। 'শুভ নববর্ষ, সোনা—' অ্যানি ফিসফিসিয়ে বললো, 'তোমাকে আমি ভালোবাসি, ভী— যণ ভালোবাসি।' একটু ঝুঁকে জেনিফারের ছোট্ট ভুরুতে আলতো করে একটা চুমু দিয়ে, নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অ্যানি।··বৈঠকখানাটা হট্টরোলের হাট হয়ে উঠেছে। ছোট ঘরখানা আর পানশালাটাও ভিড়ে ভারাক্রান্ত।···শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো অ্যানি। না, এটা ঠিক হলো না— গৃহকর্ত্রী পালাকা দিয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া দরজাটা বন্ধ রাখলে, কেউ এসে ধাক্কা দিতে পারে।···দরজা খুলে আলোটা নিভিয়ে দিলো অ্যানি— দরজা খোলা থাকলেও কেউ ওকে দেখতে পাবে না। এখন কেউ এ ঘরে এসে না ঢুকলেই বাঁচা।···যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে ওর।

হাত-পা ছড়িয়ে অ্যানি বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলো। হাসি

গান কথাবর্তা— সব যেন কতোদূরে সরে গেছে। কোথায় যেন একটা গ্লাস চুরমার হয়ে ভেঙে গেলো। হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনতে পেলো অ্যানি। হে ঈশ্বর কে যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে! নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো ও। দুটো ছায়ামূর্তি ঘরে এসে ঢুকলো।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও,' মেয়েটি ফিসফিসিয়ে বললো।

'ধ্যাৎ সেটা লোকের চোখে পড়বে।'

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটা লিয়নের···কিন্তু মেয়েটির গলা ও চিনতে পারলো না।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, লিয়ন।' এবারে মেয়েটির গলা পরিচিত শোনালো।

'তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ।'

'তা হোক। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি নিজে সবকিছু দেখাশুনো করেছো বলে গত সপ্তাহের চাইতে আমার এবারের অনুষ্ঠানটা অনেক বেশি ভালো হয়েছে।'

লিয়নের চুম্বন ওকে নিশ্চুপ করিয়ে দেয়।

'লিয়ন···প্রতি সপ্তাহে তুমি থাকবে তো?'

'চেষ্টা করবো।'

'চেষ্টা নয়— থাকতে হবে। আমি তোমাদের অফিসের সব চাইতে দামী সম্পত্তির মধ্যে একটি।'

'মার্জি, তুমি কি আমার ভালোবাসা ব্ল্যাকমেইল করতে চেষ্টা করছো?' হালকা গলায় প্রশ্ন করলো লিয়ন।

'নীলি ও' হারাও কি তাই করেছিলো ?'
'নীলি আর আমার মধ্য কোনোদিনই কিছু ছিলো না।'
'রাখো। তবে আমাদের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছুই হবে।'
লিয়ন ফের চুমু দিলো ওকে, 'লক্ষ্মীটি— কারুর খেয়াল হবার আগে এবারে চলো, আমরা আবার পার্টিতে গিয়ে যোগ দিই।'

ওরা চলে যাওয়া অব্দি নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো অ্যানি। তারপর বাথরুমে গিয়ে একটা লাল বড়ি খেয়ে নিলো। এবারে মার্জি পার্কস, অ্যানি অনুভব করলো, এবারে ও আর অতোটা আঘাত পায়নি। লিয়নকে ও এখনও ভালোবাসে, কিন্তু আগের চাইতে কম। নীলি চলে যাবার পরে লিয়ন ওকে আগের চাইতেও বেশি করে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু তাতে ও কোনো জয়ের আস্বাদ অনুভব করেনি। ও জানে, চিরটাকালই একজন নীলি বা একজন মার্জি পার্কস থাকবে···কিন্তু প্রতিবারই ওর আঘাতটা আগের চাইতে কম বলে মনে হবে এবং শেষে লিয়নকে ও অনেক কম ভালোবাসবে। তারপর একদিন আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না— বেদনাও না, প্রেমও না।
চুল আঁচড়ে মুখের প্রসাধন মেরামত করে নেয় অ্যানি। ভালোই দেখাচ্ছে ওকে। লিয়ন, সুন্দর ফ্ল্যাট, সুন্দর বাচ্চা, নিজের কর্মজীবনে চমৎকার উন্নতি, নিউইয়র্ক— জীবনে ও যা

চেয়েছে, সবই পেয়েছে। এখন থেকে আর কোনো কিছুই ওকে তেমন মর্মান্তিকভাবে আঘাত দিতে পারবে না। দিনের বেলা ও সব সময়েই নানান কাজে ব্যস্ত থাকবে। আর রাতে ···নির্জন নিঃসঙ্গ রাতে সঙ্গী হিসেবে লাল পুতুলগুলো তো সব সময়েই আছে। আজ রাতে ছুটো বড়ি···ছুটো লাল নগ্ন পুতুল খাবে অ্যানি। কেন খাবে না? শত হলেও আজ নতুন বছরের আগের দিন···নিউইয়ার্স ইভ।

———